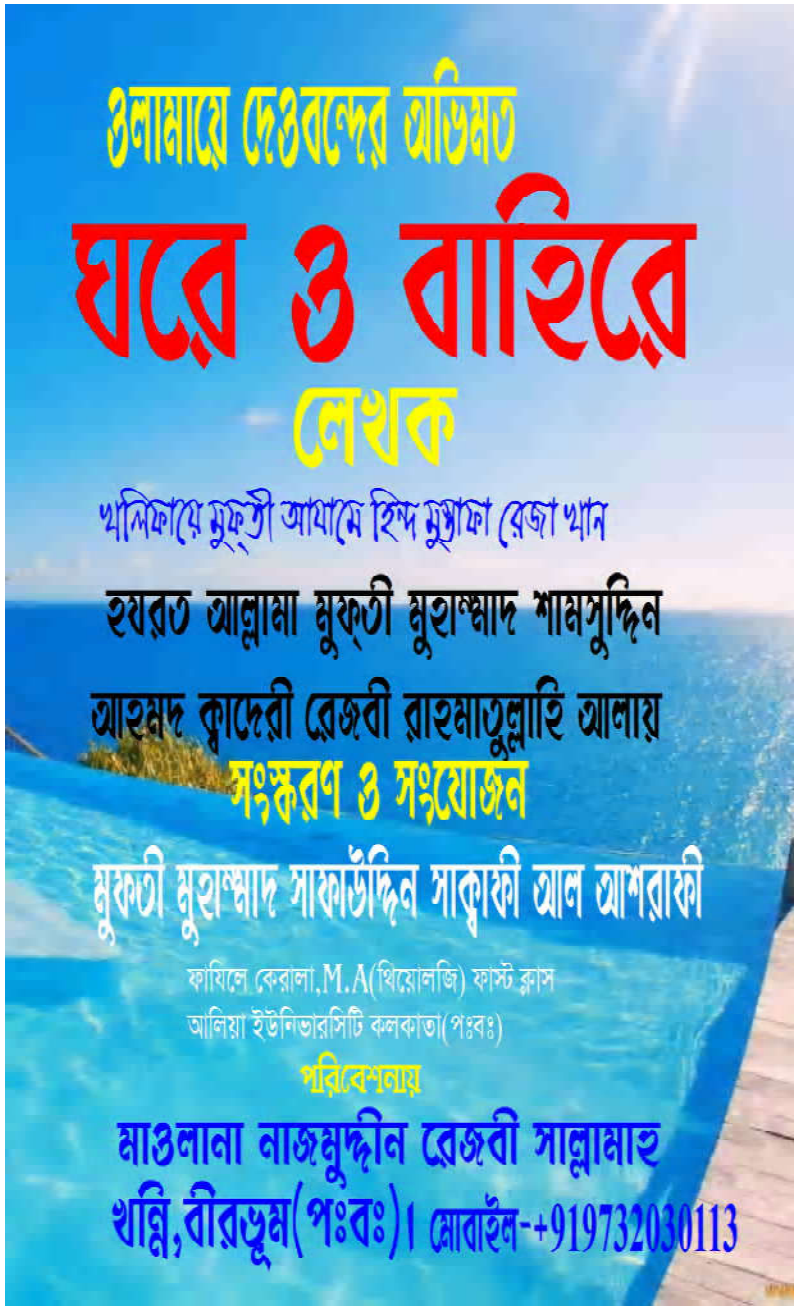

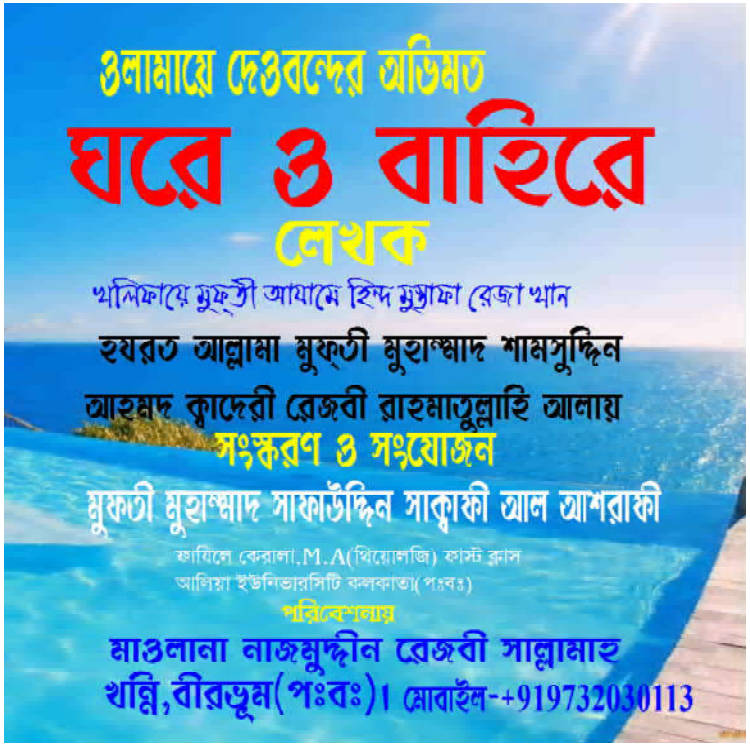

এই পুস্তকের মধ্যে বদ মাযহাব সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই তথ্যকে কেহ ভুল প্রমাণ করতে পারলে রেজবীএকাডেমীর তরফ থেকে তাকে এগারো লক্ষ এগারো হাজার টাকা পুরস্কার স্বরুপ দেওয়া হবে।

ইতি

রেজবী একাডেমী

visit করুন yanabi.in

ওলামায়ে দেওবন্দের অভিমত

ঘরে ও বাহিরে

লেখক

খলিফায়ে মুফ্তী আযামে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান

হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন

আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলায়

খন্নি, লোকপুর, বীরভূম।

সংস্করণ ও সংযোজন

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস

আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

প্রকাশনায়

রেজবী অ্যাকাডেমী, রেজবী নগর , থাঁপুর, দঃ২৪ পরগনা

ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

প বি. বে শ ন ায়

মাওলানা নাজমুদ্দীন রেজবী সাল্লামাহু

খন্নি,বীরভূম(পঃবঃ)।

মোবাইল-+919732030113

পুস্তকের নামঃ- ওলামায়ে দেওবন্দের অভিমত ঘরে ও বাহিরে

লেখকের নাম ও ঠিকানা-

খলিফায়ে মুফ্তী আযামে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান

হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন

আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

খন্নি, লোকপুর, বীরভূম।

সংস্করণ ও সংযোজন

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস

আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

গ্রাম-মহাল,পোঃ+থানা-পাণ্ডেবেশ্বর,জেলা-বর্ধমান(পঃবঃ)।

পিন-৭১৩৩৪৬,Email-sksafauddin@yahoo.com

প্রথম প্রকাশঃ-৯ই মাঘ ১৩৯৭,ইং-২৩-০১-১৯৯১

দ্বিতীয় প্রকাশঃ-১১ই জিলক্বাদ ১৪৩৮ হিজরী(আগষ্ট-২০১৭)।

টাইপ সেটিং- এম এস সাক্বাফী

প্রকাশনায়ঃ-রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,থাঁপুর,দঃ২৪পরগনা

পরিবেশনায়ঃ-মাওলানা নাজমুদ্দীন রেজবী সাল্লামাহু

খন্নি,বীরভূম(পঃবঃ)মোবাইল-+919732030113

হাদীয়াঃ-১৫০/০০টাকা

বিশেষ সতর্কীকরণ

সূচীপত্র

পাতা

1 অভিমত সমূহ 9
2 লেখকের জীবনি 15
3 উৎসর্গ 21
4 আবেদন 22

প্রথম অধ্যায়

দেওবন্দী আক্বীদার প্রথম রূপ

5 মওলুবি ইসমাইল দেহেলবীর অভিমত 23
6 মওলুবি রশীদ আহম্মদ গঙ্গুহির উক্তি 26
7 মওলুবি আশরাফ আলি থানবীর কুফরী আক্বীদা 27
8 মওলুবি আব্দুশ্ শুকুর কাকুরির আক্বীদা 28
9 মওলুবি কারী তৈয়বের অভিমত 29
10 মওলুবি মনজুর নুমানির ইলমে গায়েব সম্পর্কে কুধারণা 30
11 মওলুবি আম্বেঠীর গায়েব সম্পর্কে কুধারণা 31
12 দেওবন্দী জামায়াতের বিভিন্ন প্রর্মীয় নেতাদের উক্তি 32

দেওবন্দী আক্বীদার দ্বিতীয় রূপ

13 দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানাতুবি 36
14 কাসেম নানাতুবির প্রথম ঘটনা 36
15 মরণের পরে নানাতুবি স্বশশীরে দেওবন্দ মাদ্রাসাতে এসেছিলো
16 মরণের পরে কাসেম নানাতুবি স্বশীরে মুনাযিরকে মদত দিয়ে ছিলো 39
17 আপন মিথ্যার এক লজ্জাজনক উদাহরণ 47
18 খাজা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আশরাফ আলী থানবীর কু-ধারণা 49

সূচীপত্র

পাতা

19 মরণের পরেও গঙ্গুহি ও নানাতুবি মাতৃগর্ভের খবর সম্বন্ধে অবগত 52
20 আরেক এক মাখলুককে খুন করল আব্দুর্ রহীম বেলায়তীর এক মুরীদ 55
21 চোখে দেখা এক গায়েবী খবর 57
22 দেওয়ানজী দেওয়ালের পিছনের সবকিছু দেখতে পেত 57
23 দেওবন্দীদের আক্বীদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওয়ালের পিছনের খবর জানে না 59
24 দেওবন্দ মাদ্রাসা ইংরেজদের গুলামীতে চলে 60
25 ইংরেজ সরকারের দারোগা নানাতুবির হুকুম মানতে বাধ্য 62
26 ফজলুর রহমান হজরত খিজির আলাইহিস্ সালামকে ইংরেজদের হয়ে লড়তে দেখেছে 64
27 মওলুবি রশীদ গাঙ্গুহির ইংরেজ গভর্মেন্টের কাছে আত্মসমর্পন 66
28 নানাতুবির ইল্মের দরিয়া যার ক্লবে পড়ে তার জীবন নিয়ে টানাটানি হয়ে যায় 68
29 থানবীর মতে নবী আলাইহিস্ সালাম অনেক সময় সমস্যার সমাধান খুজে পান নি 69
30 কাসেম নানাতুবি মনজুর আলির হাতে ধরে আল্লাহর আরশে পৌঁছে দিল 70
31 নানাতুবি শিয়াদের ৪জন মওলুবির উত্তর দিয়ে কারামাতের সাথে জালসা খতম করল 73
32 নানাতুবি শিয়াদের একজিন্দা মানুষের জানাযা পড়ে তাকে মেরে ফেলল 74
33 আহ্মদ শাজাহানপুরী নিজের কারামাতে একজন লোককে মেরে ফেললো এবং থানবী তার উপর ফাতাওয়া দিলো 77

সূচীপত্র

পাতা

34 মওলুবি আনোয়ারুল হাসান দেওবন্দীর কাশফ্ সম্বন্ধে ধারণা 78
35 তৈয়ব দেওবন্দীর মতে নবীকে এক সাথে সমস্ত ইল্‌ম দেওয়া হয়নি 79
36 মওলুবি রফিউদ্দিন দেওবন্দী দারস্‌গাহে বসে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত দেখতে পেত 79
37 রফিউদ্দিন দেওবন্দী নানাতুবির ক্বরকে এক জন নবীর ক্বরের সঙ্গে তুলনা করেছে 80
38 ইমদাদুল্লার মতে নবীর দ্বারা যে কাজ নেওয়া হয় তা নানাতুবির দ্বারাও নেওয়া হয় 81

দ্বিতীয় অধ্যায়

39 দেওবন্দীদের আক্বীদা হল রশীদ গঙ্গুহি অন্তরের খবর জানে 84
40 ভণ্ড রশীদ গঙ্গুহি নিজেকে ওলি বলে দাবী করেছিল 86
41 রশীদ গঙ্গুহি মহিলার মনের কথা জেনে নিয়ে তাকে মুরিদ করলো 87
42 রশীদ গঙ্গুহি মনের কথা জেনে ফেলল তায় আলি রেজা লজ্জিত হল 88
43 গঙ্গুহিকে দেওবন্দীরা মুজাদ্দীদ মনে করে 89
44 গঙ্গুহি শিয়াদের মনের খবর জেনে নিলো 89
45 গঙ্গুহি বলেছে আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন আমার মুখ থেকে কখনোও ভূল বাহির করবেন না 90

সূচীপত্র

পাতা

46 থানবীর মতে তাহক্বীকে(অনুসন্ধানে)নবী আলাইহিমুস্ গণের দ্বারাও ভূল হতে পারে 92
47 গঙ্গুহির অন্তরে ৩বছর ইমদাদুল্লাহ ঢুকে ছিল এবং ৩বছর নবী আলাইহিস্ সালাম ঢুকে ছিলেন 93
48 থানবীর মতে হুযুর আলাইহিস্ সালাম মিলাদ মাহফিলে তাশরীফ আনেন না 94
49 গঙ্গুহির দাবী তার মুখে হক্ব ছাড়া কিছুই বের হয় না 95
50 কারোর পথ ও পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া এবং তার কথাকে নিজের জন্য দলীল মনে করা হল শির্ক 97
50 আশরাফ আলী থানবী নিজের কথা অপরের নাম দিয়ে চালাতো 97
51 মুরিদের ডাকে আশরাফ আলি থানবী হাযির নাযির হয়ে যায় 99
52 এক মহিলা মুরীদ্‌নীকে মরণের সময় থানবী উটে করে নিয়ে গেল 100
53 হোসেন মাদানীর সাথে মঞ্চে পর স্ত্রীগণ বসে থাকলেও মাদানী একজন বড় বড় ধরণের ওলি 102
54 হাসান মাদানী নিজের মৃত্যুর খবর ১বছর পূর্বে বলে দিলো
55 মাদানী নিজের শক্তিবলে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করে দিলো 104
56 মাদানী নিজের রুহানী শক্তিবলে অপরাধির ফাঁসী বন্ধ করে দিলো 106
57 মাদানী নিজের মুরিদের কাছে লাগাতার ৬০দিন পর্যন্ত ফজর ও যহরের নামাযের জন্য স্বপ্নে গিয়ে উঠিয়ে ছিলো 108
58 মাদানীর মতে সবুজ রঙ্গের পাখি খেলে মুখস্ত করার ক্ষমতা অটুট থাকে 110

সূচীপত্র

পাতা

59 মাদানী মুরিদকে মদত দেওয়ার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে আসামের সরু রাস্তায় হাজির 111
60 হোসেন মাদানী মরণের পূর্বে মরণাপন্ন ব্যক্তির মাথায় হাত দিয়ে তাকে সুস্থ করে দিলো 113
61 মওলুবি ইব্রাহিমের মরণকালে মাদানী হেসে হেসে ডাক দিলো 115
62 এক দেওবন্দী মুরীদ মুরাকাবার দ্বারা তার পীরের জানাযাতে অংশগ্রহন করলো 116
63 মাদানী আগেই বুঝে নিত ঈদের চাঁদ কখন উঠবে 118
64 কে কত কোথায়? চাঁদা দেয় সেটাও মাদানি বুঝতে পারে 120
65 মাদানী জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় অন্তরের খবর বুঝে নিত
66 মাদানীর রাগে জেলারের চাকরি খতম হয়ে গেল এবং কৃপাতে পুণরায় ফিরে পেলো 122
67 ইমদাদুল্লার মুরীদ কাশফের দ্বারা তাকে ঘুম থেকে উঠালো
68 হাজী ইমদাদুল্লা মুরাকাবা করে বলে দিতো কে কোথায় মরবে? 126
69 হাজী ইমদাদুল্লা নিজের রুহানী ৯ জিলহজ্জাতে আরাফার ময়দানে থাকত 129
70 শাহ সাহেব ঘরে বসে সমুদ্রের জাহাজকে কোমরের ধাক্কায় ধারে লাগালো 130
71 মওলুবি ইয়াকুব দেওবন্দী কাশ্‌ফ ও গায়েব জানতো 134
72 মওলুবি ইয়াকুব খাযা গরীব নাওয়াজের উপর মিথ্যা আরোপ করল 135
73 শাহ সাহেব মায়ের গর্ভ থেকে তার বাপের সাথে কথা বলেছে 139
74 শাহ আব্দুর রহিম মুরাকাবাতে সারাজগতকে দেখল 140

সূচীপত্র

পাতা

75 শাহ আব্দূল ক্বাদীর ১ম রমজানে ২পারা পড়লে অবশ্যই ২৯শে মাস শেষ হত 142
76 শাহ আব্দূল ক্বাদীর আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে 143
77 শাহ আব্দূল ক্বাদীর কাশফের বড় অধিকারি ছিল 145
78 থানবী রাত্রিতে জামিল আলির ক্ববরে ফাতিহা পড়তে যেত
79 সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবীকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতে বললেন 147

সংযোজন

80 সংযোজনের উদ্দেশ্য 149
81 ইল্‌মে গায়েব কাকে বলে? 150
82 ইল্‌মে যাতী কাকে বলে? 150
83 ইল্‌মে আতায়ী কাকে বলে? 151
84 সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত 154
85 হুযুর সারা জগতকে হাতের তালুর মতো দেখতে পান
86 হাদীস বিন্দুতে সিন্ধু 157
87 হুযুরের ইলমে গায়েব প্রমাণিত 159
88 শাহাদাতের ভবিষ্যত বাণি উহুদে ঘোষণা করলেন 161
89 দুনিয়াতেই ১০জন সাহাবী কে জান্নাতী ঘোষণা 164
90 জান্নাতিদের সর্দার হওয়ার ভবিষ্যতের খবরের ঘোষণা
91 বড় দুইদল মুসলমানদের মধ্যে সন্ধির ভবিষ্যত বাণী 169
92 নাজ্‌দী ফিতনা সম্পর্কে গ্যারান্টি সহ ভবিষ্যৎ বাণি 171

অভিমত সমূহ

মুফতী সাহেবের মেজোছেলে মাওলানা নাজমুদ্দীন রেজবী সাহেবের অভিমত

আলহামদু লিল্লাহ! আমি যে দিন মুফতী সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী সাহেবের মুখে এই বইটির সংস্কার ও সংযোজনের কথা শুনলাম আমি খুব খুশি হলাম। কারণ আমার আব্বা হুজুর বহুত মেহনত বা কষ্ট করে এই বইটি লিখেছেন কিন্তু প্রথমে ছাপার সময় কম্পোজে বহুত ত্রুটি ছিল। নতুন করে সংস্কার ও সংযোজনের দ্বারা বইটির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়ে গেল বলে আমি অনুভব করছি।

এবং আমার আব্বাজানের রুহানি ফায়েয এই সমাজে এখন পর্যন্ত জারী আছে বলে মনে করছি। তাছাড়া তার আর কোন বাড়তি কপি আমার কাছে নাই। কিন্তু এধরণের বই এখনও সমাজে দরকার আছে। তাই বইটির নতুনভাবে সংস্কার ও সংযোজনের আমি এবং পরিবারবর্গ মুফতী সাহেবের জন্য খাস করে দুয়া করবো। আল্লাহ পাক যেন তার ইমানকে তার প্রিয় হাবীব জনাবে আক্বা মুহাম্মাদুর্ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় হিফাযত করেন এবং তার কলমের গতিকে আরো বাড়িয়ে দেন। আমিন বিজাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন। যদি কেউ এই বই পাঠ করে লাভ পেয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার আব্বা হুযুরের জন্য খাস দুয়া করবেন।

ইতি

মুহাম্মদ নাজমুদ্দীন রেজবী

জিলক্বাদ,১৪৩৮ হিজরী

মুহাদ্দীসে বাঙ্গাল হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ কাজী নূরুল আরেফীন রেজবী আজহারী সাল্লামাহু সাহেবের অভিমত

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালিন ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

বিগত কয়েক বছর ধরে সুন্নী লেখনীর যে জোয়ার পশ্চিম বাংলায় এসেছে তা অভাবণীয়। যে অপূরণ পূর্বে ছিল,এখন তা পূরণের পথে। যে কারণে মুসলমানদের আর ওহাবী ও দেওবন্দীদের ভ্রান্ত পুস্তকের আর প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া সুন্নী লেখকদের লেখনী যা আকাশ চুম্বীর ন্যায় সঠিক পথে স্থির থাকা দিশাকে দেখিয়েছে। কিন্তু এত সুন্দর এবং বদমাযহাবদের দাঁত ভাঙ্গার মতো পুস্তক বাংলা ভাষাতে একধরণের নেই বললেই চলে। তাই আমি খুব খুশি আমার একান্ত সহযোগী **মুফতী সাফাউদ্দিন সাহেবের** সংকলনে **দেওবন্দীদের অভিমত ঘরে ও বাহিরে** একধরণের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। যার লেখক হলেন খলিফায়ে মুফ্তী আযামে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান **হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলায়**। যা একধারে সুন্নীদের মধ্যে ১৬ বছর পূর্বে যেমন এক আলোড়ন তুলেছিল,বর্তমানেও আবার আলোড়ন তুলবে ইনশা আল্লাহ্। এই পুস্তকে দেওবন্দীদের কূ-ধারণাগুলি তুলে ধরা হয়েছে যা তারা নবী আলাইহিমুস সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য বলেছে।

সাথে সাথে তারা নিজের ঘরের বুজুর্গদের সম্মান,স্থান ও ফযিলত প্রকাশ করার জন্য লিখেছে ,সেগুলিওতুলে ধরা হয়েছে। এবং ওহাবীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে মুখোশতোড় মন্তব্য করা হয়েছে এবং সংযোজনের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ হয়েছে। সুন্নীদের সম্পর্কে যেসকল অপবাদ বাতিল সম্প্রদায় দিয়ে থাকে এ পুস্তকে তাদের সেই অপবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। আমি মুসলমান সমাজের নিকট উক্ত পুস্তকটি সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য আবেদন রাখবো এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে পুস্তকটি থেকে সঠিক ধারণা পাওয়ায় অনুবাদকের জন্য দোয়া রাখি মহান রাব্বুল আলামীন যেন হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলাইকে জান্নাতের উচ্চস্থানে জায়গা দেন এবং সংকলকের লেখনী শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করেন। আমিন বিজাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

ইতি

নূরুল আরেফীন রেজবী

প্রধান শিক্ষক,জামিয়া গাওসিয়া রেজবীয়া রহমত বেহেস্তীয়া

কাপসিট,বর্ধমান

জিলক্বাদ,১৪৩৮ হিজরী

হযরত আল্লামা মাওলানা বসিরউদ্দীন রেজবী সাহেবের অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত পুস্তক খুব সুন্দর হয়েছে।আল্লাহ তাকে জান্নাতে আলা মাকাম দান করুন। তবে হুযুর আপনার কাছে আমার একান্ত আবেদন যে,এই পুস্তকে এই পুস্তকে দেওবন্দীদের কূ-ধারণাগুলি তুলে ধরা হয়েছে যা তারা নবী আলাইহিমুস সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য বলেছে। সাথে সাথে তারা নিজের ঘরের বুজুর্গদের সম্মান,স্থান ও ফযিলত প্রকাশ করার জন্য যা লিখেছে ,সেগুলিওতুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু নবী আলাইহিমুস সালামগণের জন্য ইল্‌মে গায়েবের প্রমানের জন্য কিছু ক্বোরআন শরীফের আয়াত মুবারক এবং হাদীস তুলে ধরা হয়নি। কিন্তু হুযুর আমার আকাঙ্খাতে সেগুলি আপনি তুলে ধরেছেন। তাই আমি মনে করছি এই পুস্তক শুধু সাধারণ মুসলমান ভাইদের জন্য উপকারী তা নয় বরং আলিম সমাজের জন্যও অনেক উপকারে আসবে।

ইতি

আপনার স্নেহাশীষ বসিরউদ্দীন রেজবী

সাহেব বাজার,মুর্শিদাবাদ

জিলক্বাদ,১৪৩৮ হিজরী

সংকলকের অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

সম্ভবতঃ ১৯৯৭ সালে মুফতী সাহেব মহাল মাসজিদে এসেছিলেন,একদম সাধারণ পোশাকে আমি চিনতে পারি নাই,আমার গ্রামের জাহির চিস্তি নামে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন ভাই একে চেনেন কি? আমি বললাম না,তখন তিনি বললেন ইনি হচ্ছেন বীরভূম জেলার বিখ্যাত মুফতী শামসুদ্দীন আহমদ ক্বাদেরী সাহেব,ইনি দেওবন্দীদের মাযহাব বাতীল তা প্রমাণ করার জন্য এবং তাদের দাঁত ভাঙ্গার জন্য একখানা কিতাব লিখেছেন যে,দেওবন্দীরা বলে একরকম এবং আমল করে অন্যরকম এবং সেই কিতাবের নাম দেন-**দেওবন্দীদের অভিমত ঘরে ও বাইরে**। তখন আমি মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ কিতাবকানি কি আপনার কাছে আছে? উত্তরে তিনি বললেন আমার কাছে নাই তবে বাড়িতে আছে । তার পর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি কিন্তু ২০ বছর পর অর্থাৎ ২০১৭ সালে মাওলানা নাঈমুদ্দীন রেজবীর আব্বার জানাযাতে আমি উপস্থিত হয়ে ছিলাম। দরুদ সালামের মাধ্যমে জানাযা শেষ হওয়ার পর মুফতী সাহেবের মেজো ছেলে মাওলানা নাজমুদ্দীন বেজবী সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন আমি তার আব্বার জন্য কথা উঠায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম -**দেওবন্দীদের অভিমত ঘরে ও বাইরে**।

সেই কিতাব খানা কি আপনার কাছে আছে? তিনি উত্তরে বললেন আমার কাছে নাই তবে বাড়িতে আছে এবং উনি এটাও বললেন যে আমার খুবই ইচ্ছা ছিল যে,ঐ বই খানি **পি ডি এফ** করে নেটে দিতে পারলে খুব ভালো হত। আমি বললাম যদি আপনার ইচ্ছা তাকে তাহলে আমি **পি ডি এফ** ফরমেটে করে দিতে পারি,তখন উনি বললেন সংশোধন করে দিলে ভালো হত। আমি বললাম ঠিক আছে ইনশা আল্লাহ্ সেটাও করে দেবো। মাওলানা নাঈমুদ্দীন রেজবীর আব্বার চল্লিশার মিলাদে আমাকে সেই কিতাব খানি দেন এবং আমি নতুনভাবে কম্পোজ করতে শুরু করি।

আমি উক্ত কিতাব খানা পাঠ করে বুঝতে পারলাম যে,মুফতী সাহেব ছিলেন একটি খাঁটি সোনা।মুফতী সাহেব দেওবন্দী ও ওহাবীদের ভ্রান্ত আক্বীদার যে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন আমার মনে হয় ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোন দেওবন্দী ও ওহাবীদের দলেরা তার জবাব দিতে পারবে না। ইন্শা আল্লাহ্।

ইতি সংকলক

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী

আল আশরাফী

সংক্ষেপে জীবনি

হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলায়

নাম ও বংশ পরিচয়

হজরত শামসুদ্দীন বিন মঈনুদ্দীন ক্বাদ্‌রী বিন খুরশিদ আলি বিন হিম্মত আলি বিন নিয়াজ আলি বিন সাইয়্যেদ তাসাদ্দুক আলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

জন্মস্থান ও বাসস্থান

জন্মঃ-বীরভূম জেলার,লোকপুরের অন্তর্গত,খন্নী গ্রামে,১৩৪৭সাল ১৩ ই ভাদ্র বৃহঃবার,বেলা ৮টায় ইং-১৯৪০,২৯আগষ্ট,আরবী ১৩৫৯,২৪শে,রজবে, মুফতী শামসুদ্দীন সাহেবের জন্ম হয়।

শিক্ষা জীবন

ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার বাংলা-১৩৬২,১২ই অগ্রাহায়ন, সোমবার,মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন।

ইজাজাত ও খিলাফাতঃ-

মুফতীয়ে আযামে হিন্দ্ মুস্তাফা রেযা খান রাদ্বীয়াল্লাহ আনহুর ইজাজাত ও খিলাফাতঃ-

সিলসিলায়ে ক্বাদরীয়া নুরীয়াতে হুজুর তাজদারে আহলে সুন্নাত মুফতীয়ে আযামে হিন্দ্ মুস্তাফা রেযা খান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ১৯৬৪সালে সিলসিলায়ে রেজবীয়াতকে বাড়ানোর জন্য ইজাজাত ওখিলাফাত দিয়ে ,মুফতী সাহেবকে ধন্য করেন।

রায়হানে মিল্লাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর খেলাফাত ও ইজাজাত

ওস্তাদে দামানহুজুর রায়হানেমিল্লাত ইং-১৯৮৫ সালে ইজাজাত ও খিলাফা তমুফতী সাহেবকে ধন্য করেন।

শাইখুল ইসলামের খেলাফাত ও ইজাজাত

আশরাফী সিলসিলাকে উজ্বল করার জন্য মুফতীয়ে আস্‌র শাইখুল ইসলাম সাইয়্যেদ মাদানী মিঞা আশরাফী আলজিলানী সাল্লামাহু,১০ই জানুয়ারী ২০০৩ সালে রাত্রি ১-৩০ মি: ইসলাম পুরে আশরাফীয়া সিলসিলার ইজাজাত ও খিলাফাত দিয়ে মুফতী সাহেবকে উচ্চ আসনে বসিয়ছিলেন।

দ্বীনি খিদমাত ও ফাতাওয়া

মুফতী সাহেব সারা জীবন ইসলামের খিদমাতের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি যেকোন ফাতওয়ার সমাধান কিতাব থেকে বের করে জনগণের সামনে সুন্দরভাবে সহজভাষায় তুলে ধরতেন। তবে তার ফাতাওয়া কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তিনি অনেক মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে এবং অনেক মাসজিদে ইমাম হিসাবে দ্বীনি খিদমাতে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।

মুফতী সাহেবের সন্তান সন্ততি

মুফতী সাহেবের,৪জন পুত্র এবং একজন কন্যাসন্তান আছে,তাদের নাম যথাক্রমে ❶মহিউদ্দিন, ❷নাজমুদ্দিন, ❸কুতুবুদ্দিন, ❹গিয়াসুদ্দিন ও ❺কন্যার নাম হল জামালুন্ নিসা সাল্লামাহুম আজমাইন। তার মধ্যে মেজোছেলে মাওলানা নাজমুদ্দীন রেজবী সাহেব এখনও দ্বীনি খিদমাতে নিয়োজিত আছেন।

লেখনীর ময়দানে মুফ্তী সাহেব

মুফতী সাহেব দরিদ্রাতার অভাবে যে সমস্ত কিতাব উনি লিখেছিলেন সব কিতাব ঐসময়ে অর্থাৎ তাহার ইন্তেকালের পূর্বে ছাপা হয়নি শুধুমাত্র তার কালজয়ী কিতাব **দেওবন্দের অভিমত ঘরে বাহিরে** তাহার জীবদ্দশায় ছাপা হয়েছিল, তার বইকে কালজয়ী বলার কারণ হল ঐসময় পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা অনান্য রাজ্যের তুলনায় আক্বীদার দিক থেকে অনেক কমজোর ছিল এবং যখন মুফতী সাহেবের ঐ কিতাব পড়ার পর বহুলোকের আক্বীদার দি থেকে ইমানের মধ্যে মজবুতি এসেছিল। তিনি ঐ বইয়ের আবেদনে বলেছিলেন যদি সমাজের লোক আমার সহযোগিতা করেন তাহলে যদি আপনারা বইখানা পছন্দ করেন,তাহলে আমার বঙ্গানুবাদ ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দীদে দ্বীনে মিল্লাত আলাহাযরাত আহমদ রেজা খান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর **কানযুল ইমানকি তরজুমাতুল ক্বোরআন** আপনাদের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করবো,

এবং পরের পর আলাহাযরাতের অনান্য পুস্তিকাদির বঙ্গানুবাদ করে আপনাদের হাতে তুলে দেব ইন্শা আল্লাহ্। সেই আবেদন পাঠ করেই বোঝা যায় তাহার দ্বীনি খিদমাতের জায্বা কতটা ছিল?

কারামাত

একজন সাচ্চা মুসলমানের শরীয়তের পাবন্দ থাকাটাও হল একটা বড় কারামাত। এছাড়া তার সবচেয়ে বড় কারামাত হল যে,তিনি সিলসিলায়ে ক্বাদরীয়া নুরীয়াতে হুজুর তাজদারে আহলে সুন্নাত মুফতীয়ে আযামে হিন্দ্ মুস্তাফা রেযা খান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কাছে,ওস্তাদে দামান হুজুর রায়হানেমিল্লাত,আশরাফী সিলসিলাকে উজ্বল করার জন্য মুফতীয়ে আস্র শাইখুল ইসলাম সাইয়্যেদ মাদানী মিঞা আশরাফী আল জিলানী সাল্লামাহুর কাছে মুরিদ করার জন্য খেলখাত ও ইজাজাত পেয়েছিলেন।

যিক্রে আকবারে মাশগুল

মুফতী সাহেবের মেজোছেলে মাওলানা নাজমুদ্দীন রেজবীর বর্ণনার মতেঃ-বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খুট্টার ডিহি কলিয়ারীর মাসজিদে ইমামতি করার সময় মুফতী সাহেব একটি রুমে একাই থাকতেন,একদিন গভীর রাত্রিতে মরহুম চাচা আবদুস্ সুব্হান সাহেব মুফতী সাহেবের কাছে বিড়ি খাওয়ার জন্য মাচিস খুজতে আসেন এবং এসে দেখেন ব্যাপার তো খুবই খারাপ। তিনি ভয়ে ছুটতে থাকেন কারণ তিনি দেখেন দরজা তো বন্ধ আছে তাই মনে করেন প্রথমে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি হুজুর জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে গেছেন?

কারণ ঘুমিয়ে গেলে ওঠানো যাবে না,বেয়াদবী হয়ে যাবে এছাড়া হুজুরের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে এবং ফযরে তিনি নামায পড়তে উঠবেন। এই ভাবতে ভাবতে সে যা দেখেন তাতে তার চোখ তো ছানাবড়া হয়ে যায় একি হল মুফতী সাহেবকে তো কেউ হত্যা করে দিয়েছে এবং তাঁর এক জায়গায় হাত পড়ে আছে,এক জায়গায় মাথা,এক জায়গায় পা পড়ে আছে এইভাবে ছিন্নভিন্ন শরীর গোটা ঘরের ভিতরে পড়ে আছে? সে ভয়ে ভয়ে ছুটতে আরম্ভ করল এদিকে মুফতী সাহেব বুঝতে পারলেন এবং ছুটে গিয়ে তাকে ধরে বললেন তুমি যা দেখেছো কাউকে বলোনা। কিন্ত সে এই কথা পেটে রাখতে না পেরে অনেক জনকেই বলে ফেলেন এমন কি মুফতী সাহেবের মেজোছেলে মাওলানা নাজমুদ্দীন রেজবীকে একটা কাগজে লিখে স্বাক্ষর পর্যন্ত করে দেন।

এটা ছিল যিক্‌রে আকবার এই যিকির মুফতী সাহেবের পীর মুর্শিদ হুযুর মুফতী আযামে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খাঁন রাদ্বীয়াল্লাহু আনুহুও করতেন।এমন কি হুযুর মুজাহিদে মিল্লাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুও করতেন। এই যিক্‌রে আকবার দেখে বোঝা যায় যে মুফতী সাহেব কত উচ্চ পর্যায়ের আলিম ও ওলিয়ে কামিল ছিলেন। এইভাবে মুফতী সাহেব প্রায়ই যিক্‌রে আকবারের মধ্যে মাশগুল থাকতেন। সুবহান আল্লাহ্! তিনি কত উচ্চ পর্যায়ের পরহেজগার ও মুত্তাকী আলিম ছিলেন,এই ঘটনার দ্বারা তা প্রমাণ হয়ে যায়।

ইন্তেকাল

এই স্বনামধন্য আলিমে দ্বীন বাংলা-১৪১৩,৩০শে কার্ত্তিক,ইং-১৭নভেম্বর,২০০৬,রাত্রি-১টা-১০মিনিটে,ইহকাল থেকে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন।

(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেউন)।

জানাজার নামায

১লা অগ্রাহায়ণ বাদ জহর জানাযা পড়ান, আশরাফী সিলসিলার স্বনামধন্য পীর ও মুর্শিদ হুজুর সাইয়্যেদ দাস্তেগীর আশরফ, উর্‌ফে জামিল মিঞা সাল্লামাহু, তার জানাযাতে শতাধিক লোক অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সকলের মুখে একটাই কথা শোনা যাচ্ছিল যে,আজ একজন বড় মাপের আলিম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

আজই সংগ্রহ করুন
জাগ্রত অবস্থায় দীদারে মুস্তাফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
লেখক
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাকার
সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু
৮৪৯-৯১১হিজরী,১৪৪৫-১৫০৫খ্রীষ্টাব্দে
অনুবাদক
মুফতী নূরুল আবেদিন
বেজবী আজহারী

উৎসর্গ

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান মুহাদ্দিসে বেরেলবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু,তাজুল মিল্লাত মোস্তাফা রেজা,তোসাদ্দুক আলী,ও আমার আব্বা হুজুর মঈনুদ্দিন ক্বাদেরী,আম্মা হুজুর জমিলা বিবি,ও ফুপী আম্মা ও শ্বশুর ক্বিবলা রাহিমাহুমুল্লাহু আনহুমগনের রুহ মুবারকে ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য নিয়ে উৎসর্গ করলাম।

ইতি

গ্রন্থকার

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আবেদন

সুধি পাঠক বৃন্দের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ কোন পক্ষপাতিত্ব না করে এই বই খানা পাঠ করুন এবং ইনসাফ করুন!যদি আপনারা বইখানা পছন্দ করেন,তাহলে আমার বঙ্গানুবাদ ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দীদে দ্বীনে মিল্লাত আলাহাযরাত আহমদ রেজা খান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর **কানযুল ইমানকি তরজুমাতুল ক্বোরআন** আপনাদের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করবো,এবং পরের পর আলাহাযরাতের অনান্য পুস্তিকাদির বঙ্গানুবাদ করে আপনাদের হাতে তুলে দেব ইন্শা আল্লাহ্। আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের ভায়েদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।১

আরযগুজার

গ্রন্থকার

১)১৯৯১ সালে যখন কানযুল ইমানের বাংলা হয়নি তখন লেখক মহোদয় উক্ত আবেদন করেছিলেন-সংকলক

প্রথম অধ্যায়

দেওবন্দী আক্বীদার প্রথম রূপ

দেওবন্দী ওহাবী জামায়াতের প্রধান মওলুবী ইসমাইল দেহেলবীর অভিমত

১)যদি কেহ বলে পয়গম্বর বা কন ইমাম গায়েবের খবর জানিতেন। কিন্তু শরিয়তের আদবের জন্য প্রকাশ করিতেন না। সে বড় মিথ্যুক কারণ আল্লাহ্ ছাড়া গায়েবের খবর কেহ জানে না(তাকবিয়াতুল ঈমান-২৭ পাতা)।

২) কোন আম্বিয়া(নবী)আওলিয়া ইমাম ও শহিদগণের জন্য সাবধান! যেন এই আক্বীদা না রাখে যে,তারা গায়েবের খবর জানিতেন এবং এই আক্বীদা যেন পয়গম্বর সাহেবের জন্যও না রাখে এবং তার প্রশংসায় যেন কেহ এই কথা না বলে(তাকবিয়াতুল ঈমান-২৬ পাতা)।

৩)যদি কেহ দাবী করে যে, আমার নিকট এমন বিদ্যা আছে যখন ইচ্ছা ঐ বিদ্যার দ্বারা গায়েবের খবর জেনে নেব এবং যে ভবিষ্যতের অবস্থা জেনে নেয় সে আমার কাছে বড় মিথ্যুক কারণ সে খোদায়ী দাবী করছে। যে কেহ কোন নবী ওলি,জীন বা ফারিশ্তাকে ইমাম অথবা ইমামজাদা(ইমামের পুত্র)বা ওইর ও শহীদ ও গনক জোতিষী অথবা কালোজামা দেখনেওয়ালা, ব্রাম্ভন,ঋষি অথবা ভূত পরির সঙ্গে এইরুপ আক্বীদা রাখে(যে তারা গায়েবের খবর জানে) সে মুশরিক হয়ে যাবে(তাকবিয়াতুল ঈমান-২১ পাতা)।

৪)আবার গায়েবের খবরের জানার ব্যাপারে আওলিয়া আম্বিয়া,জিন শয়তান,ভূত পরির মধ্যে কন পার্থক্য নাই(তাকবিয়াতুল ঈমান-৮ পাতা)।

৫)যদি কেউ কারো নাম উঠতে বসতে নিয়ে থাকে এবং দূরে বা নিকটে ডাকতে থাকে অথবা তার চেহেরার ধ্যান করে আর মনে মনে করে আমি যখন তার নাম স্মরণ করি কথায় বা অন্তরে বা চেহেরাকে ক্বরের মধ্যে ধ্যান করি তখুনি সে জানতে পারে বা খবর হয়ে যায়,আমার কোন কর্ম বা কথা কোন গোপন থাকে না। যেমন দুঃখ, সুস্থতা, অভাব,অনটন,সচ্ছলতা মরা বাঁচার আনন্দ ও দুঃখ সমস্ত জিনিসের খবর সে রাখেন।এবং আমার মুখ হতে যাহা বাহির হয় সেটাও সে শুনে নেয়। এমনকি যেটা আমার অন্তরে আছে সেটাও সে জেনে নেয়। এই সমস্ত কথায় মানুষ মুশরিক হয়ে যায় এবং এইরুপ যত কথা প্রকার আছে তাহা সমস্ত শির্ক্। যদিও এই আক্বীদা আম্বিয়া আওলিয়াদের সাথে রাখে অথবা পীর ও শহীদের বা ইমাম ও ইমামজাদা (ইমামের পুত্র) অথবা ভূত পরীর সাথে রাখে যে,সে নিজেই জানে অথবা আল্লাহ্ তায়লা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তাই তারা জানেন।এইরূপ আক্বীদা সমস্ত দিক থেকে শির্ক বলে গণ্য হয় অর্থাৎ এই ধরণের আক্বীদায় মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে(তাকবিয়াতুল ঈমান-১০ পাতা)।

৬)আবার ইহার জন্যও তাদের উচ্চতার প্রমাণ নয় যে,আল্লাহ্ সাহেব তাদের গায়েব জানার অধিকার দিয়েছেন যখন ইচ্ছা যাহার অন্তরের খবর জানতে পারে বা জেনে ফেলে সে জীবিত না মৃত বা কোন শহরে আছে বা ভবিষ্যতের জানে যে,

কে কোথায় আছে বা কি করবে বা বলবে অমুকের পুত্র হবে,না কন্যা হবে,ব্যবসায় লাভ হবে,না ক্ষতি হবে,যুদ্ধে জয় হবে,না পরাজয় হবে,এই সমস্ত কথাতে বড় ছোট সবাই সমান বেখবর ও নাদান(নরাধম)(তাকবিয়াতুল ঈমান-২৫ পাতা)।

৭)আল্লাহ সাহেব পয়গম্বর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করলেন যে,মানবগণকে বলে দিন গায়েবের কথা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না,ফারিশ্তা না মানুষ,না জিন,এবং কাহারো দ্বারা গায়েবের খবর জেনে নেওয়া হল আয়ত্বের বাইরে (তাকবিয়াতুল ঈমান-২৫ পাতা)।

৮)রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন যে,আমার কোন শক্তি নাই এবং গায়েবের খবরও জানি না,এমন কি নিজের ভালো মন্দের ও লাভ ক্ষতিরও মালিক নয়। তথা অপরের জন্য কি করতে পারি। আবার যদি আমি গায়েবের খবর জানতাম তাহলে ভালো মন্দের খবর প্রথম থেকে জেনে নিতাম এবং যাতে ভালো ফল হবে সেটা করতাম এবং যাতে ক্ষতি হবে সেটা ছেড়ে দিতাম। আমি গায়েবের খবর জানার দাবী করি নাই কারণ ইহা হল খোদায়ী দাবী।হ্যাঁ,দাবী আছে কেবলমাত্র নবুয়াতের নবী হওয়ার ব্যাপারে(তাকবিয়াতুল ঈমান-২৫ পাতা)।

৯)যাহা আল্লাহর শান(বুজুর্গী)তাহাতে কোন সৃষ্টির কিছু অধিকার নাই,ইহাতে কোন মাখলুক(সৃষ্টি)কে জড়িত করো না,সে যত বড় হোক না কেন বা সে আল্লাহর যত নিকটে হোক না কেন। যেমন এইধরণের কথা কখনও বলবে না যে,আল্লাহ্ ও রাসুল চাইলে বা ইচ্ছা করলে আমার অমুক কাজ পূর্ণ হবে।

জাহানের সমস্ত কারবার আল্লাহর ইচ্ছায় হয় রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। আবার এইরুপও বলবেনা যে,অমুকের অন্তরে কি আছে,অমুকের বিবাহ কোথায় হবে বা কখন হবে,অমুক গাছে কত পাতা আছে,আকাশে কত নক্ষত্র আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এইসমস্ত কথার উত্তরে যেন ইহা না বলা হয় যে,আল্লাহ ও রাসুল জানে। কারণ আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর কেহ জানে না। রাসুল কি জানে?(তাকবিয়াতুল ঈমান-৫৮ পাতা)।

দেওবন্দী ওহাবীদের ধর্মীয় গুরু যাহার হুকুম অকাট্য সেই মওলুবি রশীদ আহম্মদ গঙ্গুহির উক্তি

১০)যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপরের জন্য ইলমে গায়েব প্রমাণ করবে,সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে। তাহার ইমামতি ও তাহার সঙ্গে উঠাবসা খাওয়া দাওয়া এসমস্ত হারাম(ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

১১)ইলমে গায়েব আল্লাহর জন্য খাস(ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

১২)নবী পাকের ইল্‌মে গায়েব ছিলো এই আক্বীদা রাখা হল প্রকাশ্য শির্ক(ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

১৩)আল্লাহ পাক ছাড়া অপরের জন্য(সৃষ্টির) জন্য ইল্‌মে গায়েব প্রমাণ করা হল প্রকাশ্য শির্ক(ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

১৪)যে ব্যক্তি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গায়েবের খবরের অধিকারী বা গায়েব জানে মনে করবে, সে হানাফি জামায়াতের আলিমদের নিকট নিঃসন্দেহে কাফির ও মুশরিক।(ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

১৫)ইল্‌মে গায়েব খাস আল্লাহর জন্য এই শব্দটিকে কোনরুপ তাবিল বা ব্যাখা করে অপরের জন্য সাবস্ত্য(প্রমাণ)করা শির্ক থেকে খালি নয় (ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

১৬)যে ব্যক্তি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইল্‌মে গায়েবের প্রমাণ করবে সে ব্যক্তি পিছনে নামায হবে না কারণ ইহা আল্লাহর জন্য খাস(ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

১৭)যখন অনান্য নবীদের জন্য ইল্‌মে গায়েব প্রমাণিত তখন রাসুলুল্লাহর জন্য বলাটাও না জায়েজ হবে।(ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া)।

দেওবন্দী ওহাবীদের তৃতীয় দ্বীনি গুরু মওলুবি আশরাফ আলি থানবীর কুফরী আক্বীদা

১৮) কোন বুজুর্গ বা পীরের সম্বন্ধে এই আক্বীদা রাখা যে,আমার সমস্ত অবস্থায় তিনি খবর রাখেন ইহা হল কুফ্‌রী ও শির্ক(বেহেস্তী জেওর,খণ্ড-১,আক্বীদার অধ্যায়)।

১৯)কোন ব্যক্তিকে(নবী,ওলো)দূর থেকে ডাক দেওয়া এবং এটা মনে করা যে তিনি খবর পেয়ে গেছেন ইহা হল কুফরী ও শির্ক (বেহেস্তী জেওর,খণ্ড-১,আক্বীদার অধ্যায়)।

১৯)অনেক কর্মস্থলে নবীপাকের করে স্মরণ করা ও চিন্তার উদ্বেগ হওয়া স্বত্বেও ভেদতত গোপন থাকার প্রমাণ আছে বিশেষ করে আফাকের কিস্‌সার ঘটনা যাহা সিহাসিত্তাহ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে,বহু চিন্তাভাবনার পর তাহা গোপন থেকে গেল(হিফজুল ইমান পাতা-৭)।

২০)ইয়া শাইখ আব্দুল ক্বাদীর,ইয়া শাইখ সুলাইমান এইধরণের ওজিফা পড়া যাহার প্রতি জন গনের আক্বীদা আছে। আর এইরুপ আক্বীদা পোষনকারী ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় অর্থাৎ যে ইয়া শাইখ আব্দুল ক্বাদীর,ইয়া শাইখ সুলাইমান বলবে সে ইসলাম থেকে বাইরে চলে যাবে(ফাতাওয়ায়ে ইমদাদিয়া,খণ্ড-৩,পাতা-৫৬)।

দেওবন্দী ওহাবীদের তৃতীয় দ্বীনি পেশোয়া মওলুবি আব্দুশ্‌ শুকুর কাকুরির আক্বীদা

২২) হানাফী জামায়াতের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে যে,খোদা ছাড়া অনান্যরাও গায়েবের খবর জানে এইরুপ বলা হল না জায়েজ এবং কুফরী(তোহফায়ে লাসানী,পাতা-৩৭)।

২৩) নবী গায়েব জানিতেন এইরুপ যেব্যক্তি বলে হানাফীগণ নিজেদের ফিকাহের কিতাবে ঐব্যক্তিকে কাফির বলেছে(তোহফায়ে লাসানী,পাতা-২৮)।

২৪)নবী পাকের ইলমে গায়েব আমি মানি না এবং যারা মানে তাদেরকে নিষেধ করে থাকি(নুসরাতে আসমানি ২৭ পাতা)।

২৫) আমি ইহা বলিনা যে,হুজুর গায়েব জানেন বা গায়েবের খবর দিতেন। যারা নবীকে গায়েবের খবর দাতা মনে করে হানাফী ফক্বীহগণ এইরুপধারণাকারীকে কাফিরের ফাতাওয়া দিয়েছেন। হ্যাঁ,তবে যাহা তাহাকে জানানো হয়েছে তাহা তিনি জানেন(ফতেহ্‌ হাক্কানী,পাতা-২৫)।

দেওবন্দী ওহাবী জামায়াতের ধর্মীয় পেশোয়া মওলুবি কারী তৈয়ব,মোহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ এর অভিমত

২৬)রাসুল এবং উম্মতের মধ্যে এখানেই সামঞ্জস্য যে,উভয়েরই ইলমে গায়েব নাই(ফারহানে তৌহিদ পাতা-১১৪)।

২৭)হযরত সাইয়্যেদুল আওয়ালিন ওয়াল আখেরীনের জন্য কুল্লিভাবে(পূর্ণভাবে) ইলমে গায়েবের দাবী করা এবং ইলমে **মা কানা ওয়ামা ইয়াকুন** এর দ্বারা একেবারে বিনা দলিলে প্রমাণের দাবী করা করাটা হল ক্বোরআনের খেলাফ। তৌহিদি শরীয়তের খেলাফ হয়ার জন্য ইহা মানার উপযুক্ত নয়(ফারহানে তৌহিদ পাতা-১১৭)।

২৮) ইলমে **মা কানা ওয়ামা ইয়াকুন** খোদার জন্য খাস ইহাতে কোন মাখলুক শরীক হতে পারে না(ফারহানে তৌহিদ পাতা-১২৯)।

২৯)ক্বোরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে ইলমের এইরুপ অংশ হতে পারে না যে, আল্লাহর ইল্‌ম যাতি এবং রাসুলের ইল্‌ম আতায়ী(খোদার প্রদানকৃত)। ইহা তফাতের মাধ্যমে হলেও সমান সমান মনে হয় যে,একজন প্রকৃত খোদা এবং দ্বিতীয়জন মাযাজী খোদা(ফারহানে তৌহিদ পাতা-১২১)।

৩০)ক্বিয়ামাতের আয়াতে এটা ঘোষনা করে যে,নবীর ইলমে গায়েব ছিল না। অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইলমে গায়েব প্রাপ্ত হবে না(ফারহানে তৌহিদ পাতা-১২৬)।

দেওবন্দী ওহাবী জামায়াতের ধর্মীয় নেতা মওলুবি মনজুর নুমানির ইলমে গায়েব সম্পর্কে কুধারণা

৩১)যেভাবে ইসায়ি(খৃষ্টান)রা ইসার ভালোবাসার অঙ্কুর নিয়ে তারা বাড়ার পথ পেল। আহলে বায়েতের নামে রাফেজী(শিয়া)গণ প্রসার লাভ করল। সেইরুপ ইহারা নবীর প্রেমের রং দিয়ে ইলমে গায়েবের মাসয়ালাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে এবং জনগণ ভালোবাসার রং দেখে ইমান আনছে(আল ফুরকান ৫০১,মক্কা-১১পাতা)।

৩২)ইলমে গায়েবের আক্বীদার বিষ ভালোবাসার দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করানো হচ্ছে। এই কারণেই এইগুমরাহী আক্বীদার বিষাক্ত থেকে সাবধান হওয়া একান্ত কর্তব্য-কিন্তু যাহার উপর মহব্বত ও ভালোবাসার রং পড়ে নাই(আল ফুরকান ৫০১,মক্কা-১৩পাতা)।

৩৩)সহিহ্ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সাফাতিল্লিল গায়েব যাহা খোদা ছাড়া কেহ জানে না তাহ হল ৫টি জনিস ❶ক্বিয়ামত কখন হবে ❷বৃষ্টি কখন বর্ষন হবে ❸মাতৃগর্ভে কি আছে? পুত্র না কন্যা ❹ভবিষ্যতে কি হবে ❺মরণের সঠিক স্থান(ফাতাহ বেরেলী কা দিলকাশ নাযারা-৮৫ পাতা)।

দেওবন্দী জামায়াতের প্রমীয় নেতা মওলুবি খলিল আহমদ আম্বেঠীর ইলমে গায়েব সম্পর্কে কুধারণা

৩৪)নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালাকুল মওত থেকে উত্তম হওয়ার জন্য ইহা জরুরি নয় যে,যমিনে ইলমের ঐ কর্মের(প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে মালাকুল মাওত প্রত্যেক দিন হাজির হন) ব্যাপারে মালাকুল মওত থেকে বেশী জানবে বরং বেশী জানা তো দূরের কথা বরাবর নয় (বারাহিনে কাতীয়া পাতা-৫৭)।

৩৫) শেখ আব্দুল হাক্ব বর্ণনা করেছে যে,আমি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের)দেওয়ালের পিছনের খবর জানি না (বারাহিনে কাতীয়া পাতা-৫৬)।

৩৬)বাহ্রুর রাইক আলামগিরী ও দুর্‌রে মুখতারে আছে যে, যদি কেহ আল্লাহ ও তার রাসুলকে সাক্ষী রেখে নিকাহ করে,সে কাফির হয়ে যাবে কারণ নিকাহকারী ব্যক্তি নবীর ইলমে গায়েবের বিশ্বাস করে(বারাহিনে কাতীয়া পাতা-৫৬)।

দেওবন্দী জামায়াতের বিভিন্ন প্রমীয় নেতাদের ইলমে গায়েব সম্বন্ধে কূ-ধারণা

৩৭)তাদের মাথার মেরামত করা উচিৎ-এক বেকার কথায় আহামুকি(বোকাগিরি)করছে যে,রাসুলুল্লাহর ইলমে গায়েব ছিল(আমির ওসমানি তাজাল্লি দেওবন্দ ডিসেম্বর সংখ্যা-১৯৬০)।

৩৮)খোদা এবং ইলমে গায়েবের মধ্যে এমন এক সম্বন্ধ আছে যে, অতীত যুগে মানুষ যাহার মধ্যে খোদায়ীর কিছু অংশ কাহারোর জন্য যদি মেনে ফেলেছে তাহার জন্য এইরূপ খেয়াল করেছে যে,তার কাছে সমস্ত জিনিস রওশন, গোপন বলে কিছু নাই(মওলুবি মৈদুদি আলহাসানাত,রামপুর)।

৩৯)হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর ছিলেন অথচ তিনি নিজ নয়নমনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জন্য চঞ্চল ও বিচলিত থাকিলেন,বহু বছর কোন খবর উদ্ধার করিতে পারিলেন না(সাহেরুল ক্বাদ্বেরী ফারানের তৈহিদ-১৩ পাতা)।

৪০)যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানতেন তাহলে হোদায়বিয়াতে হযরত ওসমানের শাহাদাতের খবর শুনিয়া বলে দিতেন যে,ইহা মিথ্যা এবং হযরত ওসমান মক্কায় জীবিত আছেন,সাহাবায়ে কেরামের এতবড় জামায়াতের মধ্যে কাহারোর কাশ্ফ হল না(সাহেরুল ক্বাদ্বেরী ফারানের তৈহিদ-১৪ পাতা)।

দেওবন্দী আক্বীদার দ্বিতীয় রূপ

যদি কোন সন্দেহকে স্থান না দেওয়া হয় আর **চিত্রের প্রথম রূপ**,যাহা মাসআলায়ে ইলমে গায়েবের অধিকার,তাসার্‌রুফ (সাহায্য বা মদদ)নিয়ে দেওবন্দীদের কূ-ধারণা যাহা তাদের পুস্তক পুস্তিকা থেকে উত্থাপন করা হয়েছে। ঐসমস্ত কিছু পাঠ যাহার মধ্যে দেওবন্দ ও বেরলী বা অনান্য জামায়াত সম্বন্ধে কিছু জানা নাই তাহারা ইহা বলতে বাধ্যা হবে যে,আমাদের বিশ্ব নবী তাজদারে মাদীনা আহ্‌মাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং বিভিন্ন পয়গম্বর আলাইহিমুস্‌ সালামগণের ও আওলিয়ায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য কুদরতি(অধিকারি শক্তি)সাহায্য,আতায়ী(প্রদানকৃত)ইলমে গায়েব কাশ্‌ফ ও কারামাতকে মেনে নেওয়াটা তৌহিদের খেলাফ এবং ইহা প্রকাশ্য শির্ক ও কুফ্‌র, পাঠকের মনে যখন এই ধারণা হবে তখন সে বাধ্য হয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। তার বলতে থাকবে যে,ইহারাই হল তোহিদের একমাত্র ও ইসলামের তৌহিদ বাদী এবং সমাজের মুজাহিদ হল একমাত্র ওলামায়ে দেওবন্দ। কিন্তু হায় দুঃখ! কি শব্দ,কি ভাষা দিয়ে তাদের তোহিদ বাদী গোপন তত্বকে প্রকাশ করি,কি দিয়ে তাদের মুখোস উন্মোচন করি? এই তৌহিদ বাদীত্বের মুখোশে লুকিয়ে আছে ভয়াবহ প্রবাহ,যাহা উড়িয়ে দিবে সমস্ত তৌহিদি মহল,যাহা মিটিয়ে দিবে সমস্ত বাসনার স্বাদ।

কিন্তু যতক্ষন দ্বিতীয় চিত্র সামনে না আসছে,যাহা বন্ধ আছে এক বিরাট ঢাকনা দিয়ে। আসুন দেখি মদত করুন,সাহায্য দিন,সহায়তা করুন ঢাকনা খোলার জন্য।

সুধি পাঠকবৃন্দ!

হ্যাঁ আপনাদের কাছে আমার এক আবেদন যে-⏭

নবী আলাইহিমুস্‌ সালামগন,ওলি ও শহিদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের যে শক্তি,যে বিদ্যা(আতায়ী ইলমে গায়েব),যে তাসার্‌রুফ তৌহিদকে ধ্বংস করে। এই রূপ কথা বা কর্মকে মান্যকারী কাফির ও মুশরিক হয়ে যায়। সেই সমস্তবিষয় সমূহকে,যদি কেহ নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্য মেনে নেয়,শুধু তাই নয় লেখনীর মাধ্যমে অবাধে বিশ্বাস করে। তার উপরে উপরোক্ত হুকুম বর্তায় না কি?

শরীয়তের বিধান এই যে,একই কর্মে একজন কাফির অপরজন পাকা মুসলমান তাহার মুসলমান হওয়াতে কোনরুপ সন্দেহের কারণ নাই। *আমার এই উক্তিকে আপনারা অবান্তর বলে মনে করবেন*। আবার না জানি কতরকম চিন্তা করবেন, না না ইহা অবান্তর নয়,প্রকৃত ঘটনা।

১)গায়েবের খবর জানার বিশ্বাস। ২)অন্তরে যাহা উদয় হল তাহা প্রকাশ করে দেওয়া। ৩)হাজার হাজার মাইল দূরে লুকায়িত বস্তুকে জেনে নেওয়া। ৪)মাতৃ গর্ভে কি আছে তার খবরদেওয়া ৫)বৃষ্টি কখন হবে। ৬)ভবিষ্যতে কি হবে? ৭)কে কখন মরবে? ৮)কাহার মৃত্যু কোথায় হবে। ৯)দেওয়ালের পিছনে কি আছে? ১০)নিজ শক্তিবলে (তাসার্‌রুফ) মেরে ফেলা।

১১)রোগ মুক্ত করা। ১২)বর্ষন বন্ধ করে দেওয়া ১৩)সাহায্য করার জন্য নিজ কবর হতে বেরিয়ে এসে হাজার হাজার মাইল দূরে যাত্রীস্থানে গমন করা। ১৪মনে মনে খেয়াল করলে সাথে সাথে হাজির হওয়া। ১৫ সমস্ত জগৎকে এক নজরে দেখে ফেলা।১৬ মুসিবতে দূরবর্তী গায়েব ব্যক্তিকে নিজের সাহায্যের জন্য ডাক দেওয়া। ১৭ অতীত ও ভবিষ্যতের খবর দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা হল ঐসমস্ত বস্তু যাহা দেওবন্দী ওলামাগণ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য মেনে নিয়েছে এবং খোদা ছাড়া অপরের জন্য এইরুপ বিশ্বাস স্থাপন করা তো দূরের কথা শেষ নবী আখেরুজ্জামান হুযুর তাজদারে মাদীনা আহ্‌মাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মেনে নেওয়াকে কুফ্‌র ও শির্ক বলেছে।

কিন্তু বড় আশ্চর্যের ব্যাপার,বহু দুঃখের বিষয়,যাহা খোদা ছাড়া মাখলুকের জন্য মেনে নেওয়াটা হল তৈহিদের খেলাফ। সেই আক্বীদা,সেই বিশ্বাস,সেই ইমান,সেই ধর্ম,সেই দিন,সেই রাত,সেই যুগ,সেই সময়,সেই কাল,সেই আলিম,সেই মুফতী,সেই জামায়াত,যাহা তাদের আক্বীদায় খোদার জন্য খাস সেই সমস্ত বিষয় বস্তু ওলামায়ে দেওবন্দ নিজেদের ঘরের জন্য মেনে নিয়েছে। ইহা কি আশ্চর্য নয়?তাদের বুজুর্গের ব্যাপারে নিজেদেরই মান্যগণ্য বুজুর্গরা লিখেছে তাদেরই কিতাব দিয়ে প্রমাণ হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহ্‌। নিম্নে পর পর পড়ে দেখুন আর ইনসাফ করুন কেন এই দ্বিমত **ঘরে ও বাইরে**? যাহা খারাপ তাহা ঘরের ভিতরে ভালো কেমন করে হয়? পরদা খুলে যাবে ঐ ভণ্ড তৌহদবাদীদের।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মওলুবি কাসেম নানাতুবি

এই অনুচ্ছেদে দেওবন্দীদের লেখনি থেকে তার জীবন তত্ত ঘটনা যাহা লেখা হয়েছে,যাহাতে তৌহিদ ও আক্বীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং নিজেদের লেখনির ও বাক্য দ্বারা যাহা কুফরী ও শির্ক বিদয়াত ইত্যাদি বলে প্রমাণ করে আসছে,সেই সমস্ত বিষয় বস্তু গুলিকে ইমান,ধর্ম,কারামাত,বলে মেনে নিয়েছে,পৃষ্টার পর পৃষ্টা এই ধরণের ঘটনাতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তার মধ্য থেকেই কিছু কিছু নমুনা স্বরুপ উত্থাপন করছি।

নানাতুবির ঘটনা

প্রথম ঘটনা

মরণের পরে কাসেম নানাতুবি স্বশরীরে দেওবন্দ মাদ্রাসাতে এসেছিলো

কারী তৈয়ব দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামিম বর্ণনা করেছে যে,যখন মওলুবি রফিউদ্দিন মাদ্রাসার মোহতামিম ছিল তখন মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। আস্তে আস্তে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলুবি মাহমুদুল হাসান এই ঝগড়ায় জড়িত হয়ে গেল ঝগড়া প্রবল আকার ধারণ করল।

এরপরের ঘটনা কারি তৈয়বের মুখে শুনুনঃ-ঝগড়া চলাকালীন একদিন সকালবেলায় রফিউদ্দিন মাহমুদুল হাসান নিজের থাকার ঘরে ডাকল যে ঘর তাকে মাদ্রাসার তরফ হতে থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল,মওলুবি হাজির হল। বন্ধ রুমের কপাট খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। শীতের সময় ছিলো,মওলুবি রফিউদ্দিন তাকে বলল আমার তুলা ভরা ফতোয়া খানা দেখ,মওলুবি দেখল তাহা পূর্ণ ভিজা ছিলো, সে বলে উঠল শুন এইমাত্র মওলুবি কাসেম নানাতুবি স্বশরিরে এখানে এসেছিলো যার ফলে আমি ঘেমে গেলাম আর আমার ফতোয়াখান(জামা) ভিজে গেল। আর বলে গেল মাহমুদুল হাসাসকে বলে দাও,সে যেন ঝগড়ায় জড়িত না হয় কেবলমাত্র এইটুকু বলার জন্য আমি তোমাকে ডেকেছি। মওলুবি মাহমুদুল হাসান বলে উঠল হুজুর আমি আপনার হাতে তৌবা করছি,এরপর আমি কখনও ঝগড়ায় জড়িত থাকবো না(আরওয়াহে সালাসা পাতা-২৪২)।

নানাতুবির খোদায়ী শক্তি-

নূতন এক রঙ্গ দেওবন্দী জামায়াতের হাকীমুল উম্মত **আশরফ আলী থানবী** এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাহা মন্তব্য করেছে,তাহা নিচে দেওয়া হল।

থানবীর মন্তব্য

এই ঘটনা রুহের রুপ রেখা ছিল আর তারা দুই প্রকার হতে পারে।

❶ মিশালি,দেখতে শরীরে মতো।❷রুহ নিজে নিজেই শরীরের বিভিন্ন অংশে সাহায্য করে তাকে শরীরে পরিণত করে নিয়েছে(হাদীয়া আরওয়াহে সালাসা)।

পাঠক বৃন্দ! দেখতে পাচ্ছেন তো এই ঘটনার সাথে কত মুশরিকি আক্বীদা জড়িত হয়ে আছে প্রথম আক্বীদা হল যে, কাশেম নানাতুবি ইলমে গায়েবের অধিকারী,যদি না হত তাহলে সে আলামে বরজখে কি করে জানতে পারল যে,দারুল উলুমে ঝগড়া চলছে? সেখানে সমস্ত শিক্ষকরা জড়িত হয়ে গেছে এমন কি মওলুবি মাহমুদুল হাসানও জড়িত হয়ে গেছে এবার আমার না গেলে আর কোন উপায় নাই।

হ্যাঁ তার রুহের শক্তির কথা বলার নাই থানবীর বর্ণনা মোতাবেক নানাতুবি নিজেই মাটি,পানি,হাওয়া,আগুন এসমস্ত পদার্থ একত্রিত করে একটি শরীর তৈরী করল এবং সেই শরীরে প্রবেশ করে সোজা মাদ্রাসায় হাজির। এই বর্ণনায় **থানবী নানাতুবিকে শরীরের সৃষ্টিকারী বলে খোদার আসনে বসিয়ে দিল**। আর ইহা রফিউদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান বিনা বাদপ্রতিবাদে মেনে নিল।

বড় দুঃখের বিষয় ! তাদের নিকটে কুফরী শির্ক এমন কি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইলমে গায়েব মেনে নেওয়া হল কুফরী,সেই কুফরী আপনজনের জন্য ইসলাম,ইমান ও কারামাত হয় কি করে? তাদের ঘরের ভিতরের শরীয়ত কি একরকম?এবং বাইরে অন্যরকম? না না তাহা নয়। কেবলমাত্র এই অস্ত্র দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং ওলিদের ইজ্জত ও সম্মানের সাথে খেলা করা হয়। যদি তাহা না হয় তাহলে ঘরে বাইরে সমস্ত স্থানে এক হওয়া জরুরী।

দ্বিতীয় ঘটনা

মরণের পরে কাসেম নানাতুবি স্বশরীরে মুনাযিরকে মদত দিয়ে ছিলো

দেওবন্দী জামায়াতের মশহুর ফাযিল মওলুবি মাঞ্জার আহমদ গিলানী **সাওয়ানেখে কাশেমী** নামে একটা জীবনি লিখেছিল যাহা দারুল উলুমের তরফ হতে প্রকাশ করা হয় মাহমুদুল হাসানের দ্বরা বর্ণনা করা একটি ছাত্রের মুনাযারা করার বিষয়ে লেখা হয়েছে,যাহা বড় আশ্চর্য জনক।

সে পাঞ্জাবের কোন এক এলাকায় গেল এবং যে কোন ছোট বাজারের মসজিদে ইমামতি করতে লাগল। সেখানের মানুষ ইমাম সাহেবকে ভীষণ শ্রদ্ধা করত। এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

এমন সময় সেই স্থানে একজন মওলুবি সফরে এসে পড়ল এবং ওয়াজ নসিহতের মাহফীল হতে লাগল। কিছু কিছু মানুষ তার অনুগত হয়ে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল এখানে ইমাম কে আছে? উত্তরে লোকেরা বলল দেওবন্দের পড়া এক মলুবি আছে। এইকথা শুনামাত্র সে তাদের উপর রুষ্ট হয়ে বলল এতদিন পর্যন্ত যত নামায এর পিছনে পড়েছো সব বেকার হয়ে গেল। যেমন নাকি দস্তুর আছে-দেওবন্দ ইসলামের দুশমন,নবীর দুশমন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন সময় সেই কারণে গ্রামের লকেরা গরীব ইমামের কাছে মওলুবি সাহেব আপনাদের উপরে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার পুরাপুরি উত্তর দাও না হলে তোমার সাথে আমরা কি করবো তার উত্তর দাও। আমরা এত টাকা পয়সা যাহা তোমাকে দিয়েছি তাহা সমস্ত বেকার হয়ে গেল।

বেচারার জীবনও বিপন্ন আবার চাকরীও গেল। কারণ সেই ইমাম বেশী পড়ালেখা ছিল না। ভয় হল যে, আগমন কারীব্যক্তি কতবড় আলিম না জানি,সে মানতিক,ফালসাফা বলতে থাকবে। আর আমি গরীব কি বলবো তার সামনে? মুনাযারা কি করব? বেচারা ভয়ে ভয়ে মুনাযারা করার জন্য ওয়াদা করে নিল। তারিখ ও স্থান সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। সময়মতো আগমনকারী ব্যক্তি লম্বা পাগড়ি ধারণ করে অনেক কিতাব পত্র নিয়ে সঙ্গ পাঙ্গের সাথে হাযির হল। এইধারে সে গরীব ইমাম ভয়ে ভয়ে উদাস চেহেরায় আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে বলতে হাযির হল।

এইবারে নানাতুবির আসার ঘটনা লক্ষ করুন ➔

ঐ দেওবন্দী ইমাম দেখার পর যাহা বর্ণনা করেছে,তাহা হল এই যে,এখন বাহাস আরম্ভ হয় নাই,হঠাৎ কি দেখছি আমার পাশে একজন বসে পড়ল যাকে আমি চিনতামই না,সে বলে উঠল কোনরুপ ভয় করো না-ক্তা আরম্ভ কর। এই কথা শুনার মাত্র আমার মনের ভয় চলে গেল এবং আমার মুক হতে এমন এমন কথা বের হতে লাগল যাহা আমি নিজেও জানতাম না যে আমি কি বলছি,আমার বিপক্ষের মওলুবি ২থেকে ৪টি কথার উত্তর দেওয়ার পর আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল,আর কেঁদে কেঁদে হয়ে বলছে আমি জানতাম না যে, তুমি এতবড় আলিম,আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দাও,তুমি যা কিছু বলছ তাহাই হল সহিহ্ এবং দুরস্ত,আমি ভুল পথে ছিলাম। এই ঘটনা এমন ছিল যে,তাহ দেখে সমস্ত মাহফীল হতবাক কারণ তারা কি চিন্তা করেছিল আর কি ঘটে গেল। এইবার দেওবন্দী ইমাম বলছে যে,আমার পাশে যেব্যক্তি বসে ছিল সে কোন্দিকে গেল কিছুই জানতে পারলাম না এবং সে কে ছিল তাহাও জানতে পারলাম না(শাওয়ানেখে কাশেমী খণ্ড-১,পাতা-১৩০ও ১৩১)।

এর পর গিলানি যাহা লিখেছে তাহা হল যে,হযরত শাইখুল হিন্দ মওলুবি মাহমুদুল হাসান বলেছে যে,আমি উপরুক্ত মওলুবিকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাহার হুলিয়া কেমন ছিল? সে বর্ণনা করতে লাগল শুনে মাহমুদুল হাসান বলল এই হুলিয়া তো আমার ওস্তাদ কাশেম নানাতুবির,সে আল্লাহর তরফ হতে তোমার সাহায্যের জন্য এসেছিল(শাওয়ানেখে কাশেমী খণ্ড-১,পাতা- ২৩২)।

গিলানী যাহা লিখেছে তার উপর আমার

পাঠকবৃন্দ দেখতে পাচ্ছেন তো যে,উপরুক্ত ঘটনায় ক্ত মুশরিকি জড়িয়ে আছে। **প্রথমতঃ**-কাশেম নাতুবি গায়েবের খবর জানে সেটা আনন্দের সাথে মেনে নিয়েছে,যাহার ফলে নানাতুবি আলামে বর্জাখের মধ্যেই জেনে নিয়েছে যে,এক দেওবন্দী ইমাম অমুক স্থানে মুনাযারা মাহফীলে একক অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে,তার মদতের জন্য যেতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ**-তার মধ্যে মদত করার শক্তিও মেনে নেওয়া হয়েছে এবং এটাও মেনে নেওয়া হয়েছে যে,নানাতুবি শ্বশরীরে ক্বর থেকে বের হয়ে যেখানে খুশি যেতে পারে পারে। **তৃতীয়তঃ**-ইন্তেকালের পরে নবী আলাইহিমুস্ সালামগণ ও ওলিদের জন্য জীবিতদের সাহায্য করা দেওবন্দী আলিমদের কাছে প্রমাণিত নয় অর্থাৎ তাহারা সাহায্য করতে পারবে না কিন্তু মরণের নিজেদের মওলুবি কাশেম নানাতুবি সাহায্য করতে পারবে এটাতে তাদের দৃড় বিশ্বাস আছে। পাঠকবৃন্দ এবার নিজেই বলুন যে,ইহাতে কি এটা প্রমাণ করে না যে,দেওবন্দীদের কাছে কুফরী ও শির্কের বাহাশ কেবল মাত্র নবী আলাইহিমুস্ সালামগণ ও ওলিদের সম্মান ও ইজ্জতকে ধ্বংস করার জন্য তারা হাতিয়ার স্বরুপ ব্যবহার করে আসছে?

যদি তাহা শির্ক হত তাহলে তাহা আপনজন ও নবী আলাইহিমুস্ সালামগণ ও ওলিদের জন্য বিভক্ত করা হত না। একজনের জন্য শির্ক এবং অন্য জনের জন্য তাহা শির্ক নয় এই পার্থক্য থাকত না।এটা ঠিক বলছি কি না?

নিজের হাতেই নিজের মাযহাবের খুন!

মনে হয় গিলানী ঘটনাটি বর্ণনা করার পর তার মনে পড়েছে যে,আমরা নবী আলাইহিস্ সালামগণের পবিত্র রুহ দ্বারা জীবিতদের সাহায্য করাটাকে মুশরিকের আক্বীদা বলে অ্যাখা দিয়ে থাকি তাই এত খোলাখুলি ভাষায় বা শব্দের দ্বারা নিজের মওলুবিদের জন্য তাদের মুশরিকি আক্বীদার ঘটনা বর্ণনা করা যাবে কি? এই চিন্তা করে নিজের মাসলাককে বাঁচানোর জন্য এই ঘটনাকে অমান্য করা উচিৎ ছিল কিন্তু তা না করে আপন মওলুবিদের খোদায়ি শক্তিকে প্রমাণ করার জন্য নিজ মাযহাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। **আমার মনে হয়(লেখক)এই রকম দৃষ্টান্ত আর কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না।** নিজের হাতেই নিজের মাযহাবের খুন! এই ঘটনা লেখার পর হাসিয়াতে(টিকাতে)লিখেছেঃ-মৃত বুজুর্গ ব্যক্তিদের রুহের সাহায্যের ব্যাপারে ওলামায়ে দেওবন্দের আক্বীদা হল ওটায় যে, যে আক্বীদা আহলে সুন্নাত জামায়াতের আছে। যখন ক্বোরআন পাকে ইহা বর্ণিত আছে যে,পাক রুহের দ্বারা সাহায্য করে থাকি। সহিহ্ হাদীসে আছে যে,মিরাজের রাত্রিতে নামায কম করানোর জন্য হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছেন এবং অনান্য নবীদের সাথে সাক্ষাৎ হল এবং সুসংবাদ পেলেন।

অনুরুপ যদি কোন বালামুসিবতে আল্লাহ পাক কোন পাক রুহের দ্বারা মদত বা সাহায্য করেন তাহলে তা ক্বোরআন ও হাদীসের খিলাফ নয়।

টীকাঃ-সাওয়ানেখে কাসেমী খণ্ড-১,পাতা-৩৩২)।

সুব্হান আল্লাহ্! হক্বের শান দেখুন ওফাত প্রাপ্ত বুজুর্গদের পবিত্র রুহ দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়,যে কথা বা মাসআলার কথা আমরা তাদেরকে বলে আসছি আজ সেই প্রশ্ন সে নিজেই করেছে। এবারে এর উত্তর ও তাদের মাথায় :-যারা এক বেদাগ ইসলামী আক্বীদাকে কুফ্র ও শির্কের নাম দিয়ে আসলের চেহারাকে নষ্ট করেছে। তারই জন্য শত শত পৃষ্ঠা ধরে শহীদের রক্তের মতো কালি খরচ করে লিখেছে, শির্ক,বিদয়াত,হারাম,যাহা আপনারা প্রথম অধ্যায়ে পাঠ করে এসেছেন।তবে কিন্তু গিলানীর লেখনী দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, যারা একমাত্র আহ্লে সুন্নাতুল জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত একমাত্র তারাই ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চায়। এইবারে আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের ব্যক্তিদেরকে বিদয়াতি বলে বলে লিখে সে নিজে নিজেই মিথ্যুক হয়ে পড়েছে এবং ভদ্রতা থেকে বহু নিচে নেমে যায় নি কি?

টীকাঃ-যা গিলানি লিখেছে তা পড়ার মতো লিখেছে। সত্য বলতে কি আল্লাহ্ তায়ালা তাহার মাখলুক দ্বারা সচরাচর একটা সাহায্যের মাধ্যম তৈরী করেছেন যেমন সূর্য থেকে আলো এবং গাভী ও মহিষ থেকে দুধ পাওয়া যায় ইহা কি আবিস্কার করার জিনিস?

টীকাঃ-সাওয়ানেখে কাসেমী খণ্ড-১,পাতা-৩৩২)।

গিলানী কারণ জিজ্ঞাসা করছে! আরে তোমরাই তো একশত বছর ধরে লড়ায় করে চলেছো, যদি এই লড়াইয়ের লাশের তড়পানো দেখতে পাচ্ছো না,তোমার কলমের তরবারীর মতো যে রক্ত ঝরে পড়েছে তা লক্ষ করো।-লেখক

টীকাঃ-যেখানে শেষ করা হচ্ছে কলম সাড়া দিচ্ছে। কোথায় আজ হক্বের দাবীদার হক্বকে মজবুত করার জন্য তোমাদের এই বিজয়ের পতাকা ধর হাতে মজবুত করে। বুজুর্গদের রুহ হতে সাহায্য নেওয়া বা মদত চাওয়ার খিলাফ আমরা নয়(সাওয়ানেখে কাসেমী খণ্ড-১,পাতা-৩৩২)।

আল্লাহু আকবার!

দেখতে পাচ্ছেন তো! মওলুবি কত নির্মম হয়ে নিজের হাতে নিজের মাজহাবকে খুন করেছে। যে মাযহাবকে তার মাযহবের মওলুবিরা ১০০ বছর ধরে মহলে পরিণিত করে গেল, সেই মহলকে মওলুবি নিজে হাতেই নিমিষেই ধূলিসাৎ করে দিল।

ইতেক্বাদ(বিশ্বাস)ও আমলের লড়াই

সাওয়ানেখে কাসেমী নামক বইখানী মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত ও মওলুবি তৈয়বের তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয়েছে অত এব ওলামায়ে দেওবন্দের নিকটে ইহার অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে,এই মওলুবি নানাতুবিকে মানব সমাজে অতি উচ্চ করার জন্য সত্যকে যেভাবে দাফন করেছে,তাহা শত চেষ্টার পরেও গোপন করে রাখতে পারেনি।

ওফাতপ্রাপ্ত বুজুর্গদের রুহের কাছে মদত চাওয়ার ব্যাপারে তাদের যে আক্বীদা,উদাহরণ স্বরুপ তাদের মাজহাবের প্রচারকারী কিতাব যেটা প্রত্যেক ঘরে ঘরে রাখা হক্কুকী ইমানের অংশ বলে দাবী করেছে মওলুবি রশীদ গঙ্গুহি(ফাতাওয়ায়ে রশীদীয়া)।

সেই অভিশপ্ত কিতাব **তাক্বীয়াতুল ইমান** থেকে তার আসল লেখনীর অনুবাদ তুলে দিলাম।

"মুরাদ(হাজাত,অভাব)পূর্ণকরা,বালা মুসিবত ঠেলে দেওয়া,মুশকিলে মদত করা,সময়ে হাজির হওয়া এই সমস্ত হল আল্লাহরই শান। কোন নবী, পয়গম্বর, আওলিয়া, পির, শহীদ, ভূত,পরীর কোন ক্ষমতা নাই যে তারা উক্তরুপ কর্মগুলি করতে পারবে। আর তাদের কাছে মদত চায় এবং এই ভরসায় নযর ও নিয়াজ করে,তার কাছে মান্নত করে ও মুসিবতের সময় ডাক দেয়। এইধরণের ব্যক্তিগণ **মুশরিক** হয়ে যায়। যদি সে মনে করে যে,এইশক্তি তার নিজস্ব অথবা আল্লাহ্ পাকের দানের সে পেয়েছে,উভয় অবস্থায় শির্ক বলে প্রমাণিত হবে"(তাকবীয়াতুল ইমান,পাতা-১০)।

ইহাই হল দেওবন্দীদের আক্বীদা যে,মৃতব্যক্তি,জিন্দা,নবী,ওলীর দ্বারা মুরাদ পূর্ণকরা,হাজাত পূর্ণ করা,বালা মুসিবত ঠেলে দেওয়া,মুশকিলে মদত করা,খারাপ সময়ে হাজির হয়ে সাহায্য করার কোন শক্তি নাই,না নিজস্ব না খোদার দানে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা ও আল্লাহর দেওয়াও কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা তারা উপরক্ত কর্মগুলি করতে পারবে।

দেওবন্দীরা,নবী,ওলীর বহুত বড় শত্রু তাহা প্রমাণ হয়ে গেছে কিন্তু নিজেদের ঘরের মওলুবি দেওবন্দীদের নেতা নানাতুবির ব্যাপারে তাদের আক্বীদা হলসম্পূর্ণ আলাদা যে,মরণের পরে নানাতুবি হাজাত পূর্ণ করল,বালা মুসিবতকে ঠেলে দিল এবং অসময়ে এমন শান শৌকতে হাজির হল যে,সারা জাহানে তার বাঁশুরি বেজে উঠল। একই কথা যাহা সমস্ত স্থানে শির্ক ছিল,সকলের জন্য শির্ক ছিল,যেকোন অবস্থায় শির্ক ছিল। হায় আফসোস! যখন নিজের মওলুবির কথা এল তখন সেই শির্কটা ইসলামের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল, ইমান হয়ে গেল,অকাট্য প্রমান কয়ে গেল,ক্বোরাণের দলীল হয়ে গেল,হাদীসের সাপেক্ষ হয়ে গেল। কিন্তু যখন কোন গরীব মুসলমান নবী আলাইহিস্ সালাম গণের ও আওলিয়া আল্লাহ্ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের প্রতি হাজাত পূর্ণ করার আক্বীদা রাখে তখন দেওবন্দীরা শির্ক শির্ক বলে বেড়ায়,চারিপাশে তখন নাকি ক্বোরআন,হাদীস তাদের অনুকূলে থাকে।

পাঠক বৃন্দ ইনশাফ করুন। আপনাদের কাছে ইনশাফ চাই!

☆আপন মিথ্যার এক লজ্জাজনক উদাহরণ☆

ওফাতপ্রাপ্ত বুজুর্গদের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ মুনাজির মওলুবি মনজুর নুমানি আলফুরক্বান মাসিক পত্রিকা যেটা লক্ষ্নৌ থেকে প্রকাশ হয় তার মধ্যে লিখেছে,যেটা পাঠ করলে আপনারা দেওবন্দীদের আসল আক্বীদা বুঝতে পারবেন।

নুমানির লেখা—"যে সমস্ত বান্দাকে আল্লাহ্ কোন এমন শক্তি দান করেছেন যাহার দ্বারা সে একে অপরকে উপকার ও মদত করিতে পারে। যেমন হাকীম,উকিল,ডাক্তার ইত্যাদি সকলেই জানে তাদের নিজস্ব কোন গায়েবী ক্ষমতা নাই এবং তাদের কব্জায় কিছুই নাই। তারাও আমাদের মতো মহতাজ বান্দা ব্যাস্ এইটুকু যে, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার সাথে যোগ্য করে দিয়েছেন,যেন আমরা তাদের কাছে সাহায্য নিতে পারি এর জন্য তাদের কাছে সাহায্য নেওয়াটা শির্ক হবে না। শির্ক ঐ সময় হবে যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর দেওয়া জাহেরী সিলসিলার বাহিরে গায়েবী অবস্থার উপর নির্ভর করে সাহায্য চাওয়া হয় এই আক্বীদার উপর নির্ভর করে যদি সাহায্য চাওয়া হয় তাহলে তা শির্ক হয়ে যাবে"(আলফুরক্বান জামাদিল আওয়াল-১৩৭৩হিঃ,পাতা-২৫)।

প্রকাশ তাকে যে,দারুল উলুম দেওবন্দের পূর্ব লিখিত মুনাজারার ঘটনায় যাহা নানাতুবির জন্য বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে জাহেরী সিলসিলা ছেড়ে গায়েবীভাবে সাহায্য করার আক্বীদা প্রকাশ হয়েছে কিন্তু তাতে শির্ক বলে প্রমান হয় এই প্রশ্ন কখনও উঠতে পারে না।

এইবার নুমানির শেষ মন্তব্যটুকু তারই লেখা থেকে পাঠ করুন—

"মুসলমানের দাবীকারী ক্ববর পূজকদেরকে ও তাজীয়া পূজকদেরকে দেখুন শয়তান তাদের এই মুশরিকিকে এমনভাবে তাদের অন্তরে ভরে দিয়েছে যে,তারা এই বিষয়ে ক্বোরআন ও হাদীসের কোন কথা শুনতে রাজী নয়।

আমি ইহাদের দেখে আগেকার উম্মতের শির্কগুলি যেগুলি আমার জানা আছে যদি এই কর্মগুলি মুসলমানদের মধ্যে না হত তাহলে আগেকার উম্মতের শির্কগুলি বুঝতে বা জানতে বড় কষ্ট হয়ে দাঁড়াত(আলফুরক্বান জামাদিল আওয়াল-১৩৭৩হিঃ,পাতা-৩০)।"

সুধী পাঠক বৃন্দ! তৈয়ববাদীর ছড়া দেখুন-জনাবকে মুসলমানদের গোপণীয় ভেদ থেকে শির্ক নযরের মধ্যে পড়ে গেল,কিন্তু আপন ঘরের প্রকাশ্য শির্ক নযরে পড়ল না। কত সুবধের মতো বলেছে,যদি মুসলমানদের মধ্যে এইলোকগুলি না হত তাহলে আগেকার উম্মতের শির্কগুলি বোঝার জন্য তার খুব কষ্ট হত। আরে বোকা তোমার ঘরে কিসের অভাব আছে? তোমার ঘরে তো শির্ক বিদয়াতের পাহাড় লেগে আছে।

সুলতানুল হিন্দ ও সুলতানুল আওলিয়া হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আশরাফ আলী থানবীর কু-ধারণা

ভারত বর্ষে ওফাতপ্রাপ্ত বুজুর্গদের মধ্যে সুলতানুল আওলিয়া হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কারামাত ও বুজুর্গির চর্চা আজ ৮০০শত বছর ধরে বাদশা,আমির, ফকির,দরবেশ,গরীব আপন পর সকলেই তার ফায়েজে উপকৃত হয়ে আসছে। তার ইতিহাস যার জন্য প্রমাণ করে আসছে।তার খোদা প্রদত্ত দেওয়া শক্তিতেই এই ফায়দা মানুষ পেয়ে আসছে। কিন্তু হায়! একজন মওলুবি এই সমস্ত কারামাতকে দেবদেবীর সাথে তুলনা করে লাঞ্ছিত করছে।

যেমন মওলুবি আশরাফ আলি থানবীর মালফুজাত জমাকারী খাজা আজিজুল হাসান আশরাফ আলি থানবীর মুখের কথাকে এইভাবে নকল করেছে-ইংরেজ লিখেছে যে,বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে,হিন্দুস্থানে একজন মুরদা পড়ে পড়ে সমস্ত হিন্দুস্থানে সুলতানি করছে(কামালিয়াতে আশরাফিয়া,পাতা-২৫২)।

ইংরেজদের এই কথা বলার পর থানবী বলে উঠল সত্য খাজা সাহেবের সঙ্গে এইরাজ্যের লোকেদের বিশেষ করে আমির উমরাদের আক্বীদাত বা বিশ্বাস রয়েছে। আজিজুল হাসান বলে উঠল যখন ফায়দা হয় তখন এই তখন এই বিশ্বাস আক্বীদাত? উত্তরে থানবী বলে উঠল,যেমন যে আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাস রাখে তার তেমনি কাজ হয়, অনুরুপ মূর্তি পূজাতেও ফায়দা পাওয়া যায় বা ফায়দা হয়(কামালিয়াতে আশরাফিয়া,পাতা-২৫২)।

হ্যাঁ, মূর্তি পূজার ফায়দা আশরাফ আলী থানবীই ভালো বলতে ও ভালো বুঝতে পারবে কারণ যে, যে যেমন লোক তার চিন্তাটাও সেই রকমই হয়। আসুন এইবারে থানবীর কথার দিকে আসা যাক,বড় লজ্জাজনক ব্যাপার যে,একজন বে-দ্বীনের ও একজন মুসলমানবলে দাবীকারী মওলুবির চিন্তা ধারা লক্ষ্য করার মত,দুশমনের নযরে হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হলেন হিন্দুস্থানের সুলতান আর বন্ধুর নযরে পাথরের মূর্তি। ইহা কি লজ্জাজনক বাক্য নয়? অবশ্যই তাহা লজ্জাজনক বাক্য।

যখন নিজেদের ঘরের কথা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সে সমস্ত শক্তির মালিক হয়ে যায় যেমন নাকী নানাতুবির ঘটনা আপনারা পূর্বে পাঠ করে এসেছেন তাকে ডাকারও দরকার নাই সে আলামে বর্জাখ থেকে সোজাসোজি চলে এল। তাহাও প্রথমরুপে যেন মাথার চোখ দিয়ে তাকে সকলে দেখতে পাই ও চেনে এমন কি সে সাহায্যও করল এবং চলে গেল।

কিন্তু হায়! যখন সুলতানুল আওলিয়া হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কথা এল তখন কিন্তু পূর্বের মতো ইমানের জোস নাই সব বিকল হয়ে গেল। যুক্তির সাথে তাহার তুলনা করল এই হল ইমানি জোস,নানাতুবির প্রশংসায় যে কলমের কালি নদীর স্রোতের মত চলছিল সেই কলমের কালি সুলতানুল আওলিয়া হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর জন্য সুক্ষ্ণ কেন? এর কি কোন উত্তর আছে? এর কি কোন কারণ আছে? কারণ হল এটাই যে,দেওবন্দীরা কেবলমাত্র নবী আলাইহিস্ সালামগণের ও ওলিগণের ইজ্জত ও হুরমতকে জখম করার জন্য এসমস্ত অস্ত্র রুপে বর্ণনা করে এসেছে।

আমি মনে করি এত লেখার পর ইহা বলার আর দরকার হবে না যে,ওফাতপ্রাপ্ত বুজুর্গদের ব্যাপারে দেওবন্দী আলিমদের আক্বীদা কি? ইহার উত্তর আমার উপর নয় বরং তাদের মাথায় একটায় কথা একই ব্যাপার,নবী আলাইহিস্ সালামগণের ও ওলি রাহিমাহুমুল্লাহ্ গণের জন্য মান্য করা হল শির্ক মূর্তিপূজা। আবার ওই একই ব্যাপার তাদের ঘরের বুজুর্গদের জন্য হল ইসলাম ও ইমান। যদি সত্যিকারের তৌহিদি(নেশা)থাকতো,তবে কি এইরুপ হত যে, ঘরে বাহিরে,দুটি অবস্থা,না,কোন দিন হত না।

মরণের পরেও গঙ্গুহি ও নানাতুবি মাতৃগর্ভের খবর সম্বন্ধে অবগত

মওলুবি আতিকুর রহ্মান দেহেলবী যে দেওবন্দী জামায়াতের একজন বিশিষ্ট পেশোয়া ও দারুল উলুম দেওবন্দের মেনেজিং কমিটির পূর্ণাঙ্গ মিম্বার। সে বুরহান পত্রিকার কর্ণধার,মওলুবি আহম্মদ সাইদ আকবার আবাদী,যে দেওবন্দের নাম করা আলিম,বাপের মৃত্যুর পর কিছু দুঃখ কাহিনী মৃতের জীবন কাহিনী সংযোজিত ঘটনার বর্ণনাকারী,স্বয়ং আহম্মদ সাইদ। আতিকুর রহ্মান দেহেলবী যহা বুরহান মাসিক পত্রিকায় তুলে ধরেছে। সাইদের নিজের মিলাদ নামা পড়ার মতো—আমার থেকে আগে আমার আব্বার এক ছেলে ও মেয়ে হয়,তারা কম বয়সেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এরপর ১৩ বছর আর কোন মেয়ে হয় নাই। শেষ পর্যন্ত সে চাকরি ছেড়ে অন্যস্থানে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল(আগ্রা ঔষুধের দোকানে চাকরি করত)কিন্তু যখন কাজী আব্দুল গণী যে আব্বার পীর ছিল,জানতে পারল স্থান ছেড়ে যেতে নিষেধ করে পাঠালো। আর তার সাথে শুভ সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে,তোমার পুত্র সন্তান হবে। এই খুশখবর দেওয়ার পর কয়েক বছরপর ৭ই রমজান সুবহ্ সাদিকের সময় আমার জন্ম হয়। সেই সময় আমার আব্বা আমার জন্মের দুই ঘন্টা পূর্বে মওলুবি গঙ্গুহি ও নানাতুবি স্বপ্নে দেখে যে,তারা দুইজন ঐ ঔষুধ তাশরীফ এনেছে এবং তারা বলেছে তোমার ছেলের উত্তম(মুবারক)নাম সাইদ রাখিও,এই স্বপ্ন দেখার পর আমার জন্ম হয়।

তাই আব্বা বদ্ধপরিকর হয়ে পরিকল্প হয়ে গেল যে, ছেলেকে দেওবন্দে পাঠিয়ে আলিম করবো(বুরহান মাসিক পত্রিকা,দিল্লি আগষ্ট-১৯৫২,পাতা-৬৮)।

লেখকের মন্তব্য

সুধি পাঠক বৃন্দ! সামান্য নিরপেক্ষ হয়ে চিন্তা করে দেখুন,সাইদের বাপের পীর আব্দুল গণী সাইদের জন্মের বহু বছর পূর্বেই জেনে গিয়েছিল এবং বলে ছিল তোমার ছেলে হবে।সেই খুশখবরি মুতাবিক ৭ই রমজান সাইদের জন্ম হল এই দুনিয়ায়। চিন্তা করার বিষয় গর্ভের নাম নিশানি নাই অথচ খবর দিয়েছে,আর ঠিক সেই মত হয়েছে, ইহা কি গায়েবের খবর নয়?

আবার ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি? গঙ্গুহি ও নানাতুবি জন্মের ঠিক ২ঘন্টা পূর্বে এসে গেল এমনকি নাম দিয়ে গেল। আর সাইদ মওলুবির বাপ তাহা নতশিরে মেনে নিল,ইহা কি গায়েবের খবর নয় কি?

এরই নাম হল এক ঢিলে দুই পাখি,কিন্তু দুঃখের বিষয় হল! নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্য এই আক্বীদা আর নবী আলাইহিস্ সালামগণের ও ওলি রাহিমাহুমুল্লাহ্ গণের ব্যাপারে তাদের তরবারি কলমের মতো কেটে যাচ্ছে এবং তাদের মুখে ইমাম বুখারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই হাদীস শরিফটি লেগে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,মাফাতিহুল গায়েব,যাহা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর তাহা হল ৫ প্রকারের যাহা সুরা লুকমানের শেষ অংশে বর্ণিত আছে-

অর্থাৎ ১)ক্বিয়ামত কখন হবে তার ঠিক সময় ২)মাতৃগর্ভে কি আছে? পুত্র না কন্যা। ৩)ভবিষ্যতের খবর। ৪)মরণের সময় ও স্থান(ফতেহ বেরেলীকা দিল কাশ নাযারা,পাতা-৮৫)।

আসুন ক্বোরআন শরীফ থেকেও আয়াত শরীফটা দেখে নেওয়া যাক-

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

অনুবাদঃ- নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং বর্ষন করেন বৃষ্টি এবং জানেন যা কিছু মায়ের গর্ভে রয়েছে,আর কোন আত্মা জানেনা যে,কাল কি উপার্জন করবে এবং কোন আত্মা জানেনা যে,কোন ভু-খণ্ডে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা,সব বিষয়ে খবরদাতা(লুকমান আয়াত-৩৪)।

লেখকের মন্তব্য

ক্বোরআন শরীফ হল হক্ব এবং হাদীস শরীফ মান্য করা হল ওয়াজিব। কিন্তু এইটুকু আরয করতে বাধ্য হলাম যে,ক্বোরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস শরীফ দ্বারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌মে গায়েবকে পাহাড়ের মতো আড়াল করে দিল না কি?

যদিও ক্বোরআন শরীফে সুরা তাক্‌ভীরের ৩০ নং আয়াতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌মে গায়েবের ব্যাপারে প্রমান আছে আয়াতটি হল—

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

অনুবাদঃ-এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন(সুরা-তাক্‌ভীর,আয়াত নং-২৪)।(কানযুল ইমান)।

কিন্তু ক্বোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ দ্বারা কাজী আব্দুল গণী গঙ্গুহি ও নানাতুবির ইল্‌মে গায়েবকে আড়াল করতে সক্ষম হয় নাই,যদি নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্য কোন পথ বাহির হতে পারে, তাহ্‌লে সেই তাবিল করে কি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইল্‌মে গায়েব প্রমাণ করা যায় না কি? অবশ্যই যায়। কিন্তু তার স্থান দিলের মধ্যে থাকবে তবেই না,যাহা ছিল বের করে নেওয়া হয়েছে তাই নয় কি?

আরেক এক মাখলুককে খুন করল আব্দুর্ রহীম বেলায়তীর এক মুরীদ

মওলুবি কাসেম নানাতুবি আপন জামায়াতের এক পির সাহেবের ঘটনা বর্ণনা করেছে এইভাবে—

শাহ্ আব্দুর্ রহীম বেলায়তীর একজন মুরীদ ছিল,তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ খান সে রাজপুত বংশের লোক ছিলো,সে আবার বেলায়তীর খাস মুরীদ ছিল,তার অবস্থা এইরুপ ছিল যে,যদি কারো বাড়িতে গর্ভবতী থাকতো তাহলে সে তাবিজ আনার জন্য যেত।

আর সে বলে দিত ছেলে হবে, না মেয়ে হবে,এবং সে যেরুপ বলত ঠিক সেরুপই হত(আরওয়াহে সালাসা,পাতা-১৩৬)।

লেখকের মন্তব্য

ইহা স্বপ্নও নয় আর লেখাও নয়,আব্দুল্লাহর কাছে ইহা একেবারে আয়নার মতো হ্যে গিয়েছিল,সে বলে দিতে পারত ছেলে হবে না মেয়ে হবে!আর সে যেটাই বলত সেটায় হত। ইহা দুটি বিষয় প্রমান করে ১)হয় যেরুপ হবে তা ঠিক দেখার পর বলত। অথবা ২)যাকে যাহা বলে দিত থিক তাই হত। এই স্থানে কোন দুঃখ কষ্ট নাই অথবা ক্বোরআন ও হাদীসের বাধা নাই,অবাধে মাথা পেতে মেনে নিল। কিন্তু হায়! যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মেনে নেওয়ার কথা বলা হয় তখন সেটা শির্ক ও কুফ্‌রীতে পরিণত হয়,এবং তারা এটাও বলে যে,ইহা খোদায়ী শক্তি বান্দার জন্য হতে পারে না,এই উক্তি করে দলিল দিয়ে থাকে। যদি আব্দুল্লাহ্‌খান ঐশক্তি মানে,তাহলে মানতে হবে সে খোদায়ী শক্তিপ্রাপ্ত,না হয় তাক্‌বিয়াতুল ইমান কিতাবটিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করো। না হলে এটা বল যে, নানাতুবি যাকিছু বলেছে বা লিখেছে তাহা মিথ্যা।

দেওবন্দীদের কাছে কুফ্‌র ও শির্কের বাহাস একমাত্র নবী আলাইহিস্ সালামগণের ও ওলি রাহিমাহুমুল্লাহ্ গণের ব্যাপারে সম্মান ও ইজ্জত নিয়ে খেলা করার জন্য। আর যদি তাহা না হয় তাহলে আপন ও পর এই দুটি পথ কেন? ঘরে জায়েজ,বাহিরে তাহা শির্ক ও কুফ্‌র! পাঠক বৃন্দ ইনসাফ করুন।

চোখে দেখা এক গায়েবী খবর

যখন মওলুবি কাসেম হজ্জের জন্য তৈরী হল,উল্লেখিত মুসলিম আব্দুল্লাহ খানের খিদমতে হাজির হল এবং বিদায়কালে দোয়া করার জন্য বলল,উত্তরে সে বলল-ভাই আমি তোমার জন্য কি দোয়া করবো? আমি নিজ চোখে তোমাকে দোজাহানের বাদশা রাসুল্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বোখারী শরীফ পাঠ করতে দেখেছি(আরওয়াহে সালাসা,পাতা-২৫৪)।

লেখকের মন্তব্য

দেখতে পাচ্ছেন তো! দেওবন্দী জামায়াতের একজন পীরের মুরীদ,যার চোখে কোন পরদা আড়াল করতে পারলো না,সে সোজাসোজি সমস্ত গুপ্ত রহস্য দেখে ফেললো।কিন্তু হায়! নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে দেওবন্দীদের আক্বীদা হল"নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওয়ালের পিছনের খবরও জানেন না"(বারাহিনে কাতীয়া)।

দেওয়ানজী জিকিরের সময় দেওয়ালের পিছনের সবকিছু দেখতে পেত

দেওয়ানজী নামে একব্যক্তির জন্য মওলুবি আহসান গিলানী তার নিজ কিতাব সাওয়ানেখে কাসেমীর মধ্যে এজ আশ্চর্যজনক ঘটনার উল্লেখ করেছে "মওলুবি তৈয়ব এই খবর দিল যে,ইয়াসিন নামের দুই ব্যক্তির কাসেম নানাতুবির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল।

দেওয়ানজী দেওবন্দের বাসীন্দা ছিল,তৈয়বের কথামতো জানা যায় যে,তার সঙ্গে মওলুবির ঘরোয়া সম্বন্ধ ছিল। লিখেছিল দেওয়ানজী নিসবৎ বুজুর্গ ছিল,নিজ ঘরেই জিকির আজকার করত, প্রাক্তন মুহতামীম মওলুবি হাবিবুর রহমান বলত,ঐ দেওয়ানজীর কাশ্ফ প্রবল আকার ধারণ করেছিল,রাস্তার সড়কে যারা আসা-যাওয়া করত সেটাও সে দেখে নিত এবং দেওয়ালের দুরত্বের পরদা জিকিরের সময় থাকত না"(সাওয়ানেখে কাসেমী,খণ্ড-২,পাতা-৭৩)।

লেখকের মন্তব্য

সুধি পাঠক বৃন্দ দেখতে পাচ্ছেন তো! মওলুবি কাসেমের ঘরের খাদিমের ঘরের কাশফের অবস্থা এই যে,মাটির দেওয়াল পর্যন্ত আয়নার মতো পরিস্কার হয়ে যায় এতে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু হায়! দোজাহানের বাদশা রাসুল্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দেওয়ালের আড়াল এদের জন্য আড়াল থাকে তাই দোজাহানের বাদশা রাসুল্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওয়ালের পিছনের অবস্থা জানতে বা দেখতে সক্ষম নন। ইহা কি দুঃখজনক ঘটনা নয়! অবশ্যই ইহা দুঃখজনক ঘটনা।

আসুন এই সম্বন্ধে দেওবন্দের শ্রেষ্ঠ মুনাজির মনজুর নুমানির লেখনি তুলে ধরি

দেওবন্দীদের আক্বীদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওয়ালের পিছনের খবর জানে না

"যদি হুজুরের দেওয়ালের পিছনের সমস্ত কথা মালুম বা জানা থাকতো, তাহলে দরজায় যে মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের নাম ও পরিচয় হযরত বিলালকে জিজ্ঞাসা করতেন না"(ফায়সালা কুন মুনাজারা,পাতা-১৩৬)।

এইবার আপনারাই ফয়সালা করুন! দেওবন্দীদের অন্তরে এর চেয়ে বেশী কি আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতা থাকতে পারে? তাদের অন্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনির আগুন জ্বলছে,তারা এর চেয়ে বেশী কি আর প্রকাশ করবে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দেওয়ালের পিছনের খবর জানা নাই অথচ দেওয়ানজী সব কিছুই জানে এটা এই শয়তানের এজেন্টদের আক্বীদা তাহলে বলুন এরা কি আপনাদের নজরে মুসলমান থাকবে?

উক্ত দেওয়ানজীর জন্য একটি কাশফের ঘটনা আহসান গিলানী তার পুস্তকের ৭৩ পাতায় লিখেছ,এমনকি দেওয়ানজীর কাশফের বয়ান দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকেও নকল করা হয়েছে,বলা হয়েছে যে,মিসালি জগতে তার কাশফ হল যে,দেওবন্দ মাদ্রাসার চত্বরের পাশে একটি লাল রেখার মতো সুতা ঘেরা আছে, এই কাশফের তাবির বা ব্যাখা সে নিজেই করেছে।

যে ইসায়ি বেদ্বীনদের আক্বীদা ফুটে উঠবে এই মাদ্রাসায় (ফায়সালা কুন মুনাজারা,পাতা-৭৩)।

লেখকের মন্তব্য

এইস্থানে আমার কিছুই বলার নাই,তবে এইটুকু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে,যারা নিজেদের আয়েব বা দোষ ত্রুটিকে লুকানোর জন্য অপরের ঘাড়ে ইংরেজদের গুলামির অপবাদ দিয়ে থাকে। তদের উচিৎ প্রথমে নিজেদের ঘরের খবর নেওয়া ও কাশ্‌ফ নাম দেখে নেওয়া,যদি কাশ্‌ফ নামা সত্য না হত, তাহলে লেখক কোন দিন এতবড় ঘটনাকে প্রকাশ করতে সাহস পেত না। আবার শুধু কাশ্‌ফের কথা নয়,ঐতিহাসিক প্রমাণ তাদেরই ঘরের কিতাবে লিখিত আছে সেটাও আবার জিম্মেদার লোকের লেখা।

দেওবন্দ মাদ্রাসা ইংরেজদের গুলামীতে চলে

এক দেওবন্দী ফাযিল মওলুবি মহম্মদ হাসান নানাতুবির জন্য একটা জীবনি লিখেছে,যেটা পাকিস্থানের ওসমানিয়া ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়েছে,সে তার কিতাবে পাঞ্জাবের,লাহোর খবরের উদ্ধৃতি দিয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারী,১৮৭৫ এর, সে লিখেছে ৩১শে জানুয়ারী,১৮৭৫ রবীবার দিন লিফটেন গভার্ণামেন্টের এক গুপ্ত অফিসার যাহার প্রতি আমার পূর্ণ পূর্ণ ভরসা আছে। যাহার নাম পামর, দেওবন্দ মাদ্রাসা ভিজিট করার পর সে যে রিপোর্ট লিখেছে,তার নকল লেখক নিজের কিতাবে লিখেছে এই যে,

"যে সমস্ত কাজ বড় বড় কলেজে হাজার হাজার টাকা খরচ করার পর হচ্ছে, সেই কাজ এখানে(দেওবন্দে) কড়িতেই হচ্ছে,যে কাজ প্রিনসিপাল হাজার টাকা বেতন নিয়ে করে, সেই কাজ একজন মওলুবি চল্লিশ টাকা বেতনে করছে। এই মাদ্রাসা (দেওবন্দ মাদ্রাসা)সরকারের খিলাফ নয় বরং সরকারের সাপেক্ষ ও সরকারের সাহায্যকারী"(মওলুবি মহম্মদ হাসান নানাতুবি, পাতা-২১৭)।

লেখকের মন্তব্য

হক্ব যখন বলে তখন মাথার উপর দিয়ে চলে। ভিজিটকারী ইংরেজের কথা—এই মাদ্রাসা সরকারের খিলাফ বা বিরুদ্ধে নয় বরং সরকারের সাহায্যকারী। এবার এই ফয়সালা আপনারাই করুন। এতবড় সত্যকে গোপন করার জন্য প্রচার করা হচ্ছে যে, এই মাদ্রাসা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল।

আসুন শুধু তাই নয় এই মাদ্রাসা ইংরেজ সরকারের আড্ডাখানা ছিল। তৈয়বের বর্ণনা থেকে একটু অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরি,তাহলে বুঝতে পারবেন ইংরেজদের সাথে দেওবন্দের সম্পর্কটা কেমন ছিল।

তৈয়বের উক্তি "এই মাদ্রাসায় কর্মরত মানুষের মধ্যে অধিকাংশ এমন বুজুর্গরা ছিল,যারা ইংরেজ সরকারের পুরাতন কর্মচারী ও অবসর প্রাপ্তরা ছিল। যাদের জন্য ইংরেজ সরকারের সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না"(সাওয়ানেখে কাসেমী,পাতা-২৪৭এর টীকা)।

আবার ইহাও লেকা হেছে যখন কোন সন্দেহের মাদ্রাসা ভিজিট করার জন্য এলো তখন উল্লেখিত বুজুর্গরা আগে বেড়ে সরকারকে নিজ বিশ্বাসের কথা বলে বিশ্বাস দিলো,আর তাহাই কার্যকরী হল(সাওয়ানেখে কাসেমী,পাতা-২৪৭এর টীকা)।

ঘরের জিম্মেদার মানুষ হিসাবে তৈয়বের বর্ণনা কি কোন ওযর রাখে? তাহা কি বর্ণনা করার কথা নয়? অবশ্যই সে একজন জিম্মেদার দেওবন্দী মওলুবী দেওবন্দীদের কাছে তার কথার গুরুত্ব আছে। এইবার এর ফয়সালা আপনারাই দিবেন যে, যে মাদ্রাসা ইংরেজ গভর্মেন্টের সহায়তায় বা গুলামীতে চলছে,যে মাদ্রাসার কর্মী ইংরেজ গভর্মেন্টেরই লোক,তারাই আবার প্রচার করছে যে, আমরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছি,ইহা কি সর্বসাধারণের চোখে ধূলা দেওয়া নয়? অবশ্যই এটা হল সর্বসাধারণের চোখে ধূলা দেওয়া।

ইংরেজ সরকারের দারোগা নানাতুবির হুকুম মানতে বাধ্য

মানজুর আলী খানের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে,মানজুর আলী খানের মওলুবি কাসেম নানাতুবির সঙ্গে বরাবরই উঠাবসা ছিল,মানজুর আলী বলেছে একদিন আমি মওলুবি কাসেম নানাতুবির সঙ্গে নানাতুবিয়া গ্রামে যাচ্ছিলাম এমন সময় একজন নাপিত কাঁদতে কাঁদতে হজরতের কাছে আবেদন করল যে,হুজুর নানাতুবিয়া থানার দারোগা এক মেয়েকে অপহরণ করার অপবাদে আমার চালান করে দিয়েছ,

মনজুরের কথায় মওলুবি কাসেম নানাতুবিয়া পৌঁছার পর সঙ্গে সঙ্গে মুনসী সুলেমানকে ডেকে রাগান্বিত অবস্থায় বলল,জানো এই গরীবকে থানাওয়ালা বেকসুর ধরেছে তুমি গিয়ে তাকে বলে দাও,এই নাপিত আমার লোক একে ছেড়ে দাও,না হলে তুমিও বাঁচবে না। নাপিতের হাতে কড়া পড়লে তোমার হাতেও কড়া পড়বে (সাওয়ানেখে কাসেমী,খণ্ড-১,পাতা-৩২১-৩২২)।
লেখা হয়েছে মনজুর মওলুবির হুকুম মতো থানায় গিয়ে বলে দিল। দারোগা উত্তর দিল আর কিছু করার নাই,কারণ ডাইরি করা হয়ে গেছে। মওলুবি কাসেম আবার মনজুরকে পূণরায় থানাতে পাঠাল এবং বলল তাতে কি হয়েছে? নাম কেটে দাও। দারোগা তখন ছুটে এসে মওলুবি কাসেমের কাছে অনুনয় বিণয় করে বলল,হুজুর ডাইরি করা হয়ে গেছে,ডাইরি থেকে নাম কাটলে আমার চাকরী চলে যাবে। মওলুবি কাসেম বলল তোমার চাকরীও যাবে না,বা কিছু হবে না। তখন দারোগা নাপিতকে ছেড়ে দিল এবং দারোগার কোন ক্ষতি হল না (সাওয়ানেখে কাসেমী,খণ্ড-১,পাতা-৩২৩)।

মন্তব্য

শুধু আমি এতটুকু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে,মওলুবি কাসেম যদি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল তাহলে ইংরেজ সরকারের পুলিশ বিভাগ নানাতুবির এত অনুগত কেন? আবার ধমক দিয়ে বলল ছেড়ে দাও নাহলে নাপিতের পরিবর্তে তোমাকেও তাহ কড়া পরতে হবে।

দারোগাকে এই ধমকের দ্বারা প্রমাণ হয় যে,মওলুবি কাসেমের সাথে ইংরেজদের উপর মহলের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাই নয় কি? অবশ্যই মওলুবি কাসেমের সাথে ইংরেজদের উপর মহলের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মুরাদাবাদের মওলুবি শাহ ফজলুর রহমান দেওবন্দী হজরত খিজির আলাইহিস্ সালামকে ইংরেজদের হয়ে লড়তে দেখেছে

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছিলো তাদের মধ্যে অন্যতম হল মুরাদাবাদের মওলুবি শাহ ফজলুর রহমান দেওবন্দী। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, সে ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে এবং কোন নেতার নাম নিয়ে বলছে আর লড়াই করে কি ফায়দা হবে? আমি হজরত খিজির আলাইহিস্ সালামকে ইংরেজদের হয়ে লড়তে দেখেছি(সাওয়ানেখে কাসেমী,খণ্ড-২,পাতা-২০৩)।

লেখকের মন্তব্য

হজরত খিজির আলাইহিস্ সালামের দর্শন হঠাৎ নয়,লেখনীর ধারাতে মনে হচ্ছে যেন হজরত খিজির আলাইহিস্ সালাম খোদার তরফ হতে সহায়তা করার জন্য এসেছিলেন।ঐ লড়ায়ের পর গঞ্জ মুরাদাবাদেরই এক বিরান মসজিদে মওলুবি বসেছিল হঠাৎ ইংরেজদের কিছু সৈন্যকে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল তা দেখে মওলুবি সেই স্থান হয়ে নেমে এলো এবং এক ঘোড়া চালকের সাথে কথা বলার পর পূর্বের স্থানে ফিরে এসে বলল।

জিজ্ঞাসা করতে মনে ছিল না, কিন্তু সে নিজেই বলতে আরম্ভ করল, আমি যে ঘোড়া চালকের সাথে কথা বলছিলাম সেই ঘোড়া চাল ছিল হজরত খিযির আলাইহিস্ সালাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এমন কেন?(অর্থাৎ আপনি ইংরেজ সেনাদের সাথে ঘুরছেন কেন?)উত্তর দিলেন হুকুম হয়েছে(সাওয়ানেখে কাসেমী,খণ্ড-২,পাতা-১০৩)।এখান পর্যন্ত যা পড়লেন তা ছিল বর্ণনা,এইবার তার সারমর্ম পড়ুন।

সারমর্ম

খিযের শব্দের ব্যাখা কি? খিযির ছিল খোদার সাহায্যে মিশালি রুপ(প্রাকৃতিক রুপ) যা এই নামে প্রকাশ পেল। বিস্তারিত জানার জন্য শাহ্ ওলিউল্লাহের লিখিত কিতাবও পড়তে পারেন। যেন মনে হয় বাতুনি জিনিস প্রকাশ পেল এইরুপে(সাওয়ানেখে কাসেমী,খণ্ড-২,পাতা-১০৩)।

মন্তব্য

কথা শেষ কিন্তু প্রশ্ন মাথায় চেপে আওয়াজ দিচ্ছে,যখন খিযিরের রুপে আল্লাহর মদত ঐ সেনার সাথে দেখা গেল তখন যারা ঐ সেনার সাথে লড়ায় করছিলো তাদেরকে কি শহিদ,গাজি এবং মুজাহিদ বলা যাবে কি? আমি আলোচনা থেকে অনেকদূরে সরে পড়েছি তবু আরো একটু ধৈয্য ধরে আশিক এলাহির বর্ণিত বিষয় থেকে মলুবি রশীদ গাঙ্গুহির ইংরেজ গভর্মেন্টের কাছে আত্মসমর্পন ফুটে উঠেছে পড়ুন এবং ফয়সালা দেন!

মওলুবি রশীদ গাঙ্গুহির ইংরেজ গভর্মেন্টেরকাছে আত্মসমর্পন

মওলুবি রশীদ গাঙ্গুহি যখন কোন একব্যক্তির কাছে খবর পেল যে,ইংরেজদের দফতরে তার নাম ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধচারণকারীদের মধ্যে লিখিত রয়েছে। তখন উত্তরে গাঙ্গুহি বলল "সে তো জানতো যে,আমি সত্যিকারের ইংরেজ গভর্মেন্টেরই লোক তখন এই মিথ্যা রটানতে কি হতে পারে? আবার যদি আমি মারা যায় সরকারই হল মালিক যা ইচ্ছা করতে পারে"(তাজকেরায়ে রশিদিয়া,পৃষ্টা-৮০)।

মন্তব্য

সুধী পাঠকবৃন্দ কিছু জানতে পারলেন? কোন কথাটিকে রশীদ গাঙ্গুহি মিথ্যা বলেছে। হ্যাঁ, গাঙ্গুহি ঐ কথাটিকে মিথ্যা বলেছে যে,ইংরেজদের বিরুদ্ধে সে জিহাদ ঘোষনা করেছিলো।
হায় আফসোস! গাঙ্গুহির এই পরিস্কার বক্তব্যকে কেউ স্বীকার করে চাই, না,করে বিশেষ করে তার অনুস্মরণকারীদের অবশ্যই তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে,গাঙ্গুহির এই পরিস্কার বক্তব্যকে জানিয়ে দেওয়ার পরেও তার অনুস্মরণকারীরা তাকে দোষি প্রমাণ করে আসছে। ইতিহাস এর প্রমাণ দিবে যে,একজন নেতাকে তার সাঙ্গ পাঙ্গরা মিথ্যুক p ã aN k e r e C। "সরকার মালিক তাই সরকারের যা ইচ্ছা হবে সে করতে পারে"এই কথা প্রমাণ করে যে,সে কত বড় সরকারের গোলাম? যেব্যক্তি মনে প্রাণে সরকারের গোলামীকে স্বীকার করে নিয়েছে সেই ব্যক্তিই এধরণের কথা বলতে পারে।

হায়! দুঃখের বিষয় হল যে, যে খোদার দুশমন সে তো অবশ্যই নবীর দুশমন। রশীদ গাঙ্গুহি পোড়া মুখে বলে উঠলো যে,ইংরেজ হল মালিক সমস্ত কিছুর অধিকারী আমি যদি মরে যায় তাহলে সরকার যা চাইবে করতে পারে অর্থাৎ তার মরা দেহটাকে দাফন না করে পুড়িয়েও দিতে পারে। দেখুন সরকারের পোষা কুকুরের মতো সমস্ত কিছু আনুগত্য করলে বিদায়াত,শির্ক,হারাম কিছুই হবে না।কিন্তু দোজাহানের মালিক ও মুখতার হুজুর তাজদারে মাদীনা আহমাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা এলে, তা শির্ক,বিদায়াত ও হারাম হয়ে দাড়ায়।

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাদের আক্বীদা হল-যার নাম মহম্মদ অথবা আলি সে কোন জিনিসের মালিক নয়"(তাক্‌বিয়াতুল ইমান)।

নিঃসন্দেহে গোলামের হক্ব আছে যে, যেব্যক্তি যার গোলামীকে স্বীকার করেছে সে তো তারই প্রশংসা করবে এবং যার দুশমন তার প্রশংসা করলে তো কলিজ্বা অবশ্যই ফেটে যাবে। এখানে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য যার ভাগ্যে যা আছে সেটাই সে পাবে তায় নয় কি? সেটায় ঘটেছে, এবার আপনারা ফয়সালা দিন! সঠিক ফয়সালা করুন এবং এই বদমাজহাব থেকে দূরে থাকুন।

নানাতুবির ইল্‌মের দরিয়া যার কুলবে পড়ে তার জীবন নিয়ে টানাটানি হয়ে যায়

মওলুবি আহসান গিলানী আরওয়াহে সালাসা কিতাব থেকে নকল করে নিজের কিতাব সাওয়ানেখে কাশেমীর মধ্যে লিখেছে;- দেওবন্দের এক মাসজিদ যার নাম হল ছত্তার মাসজিদ। সেখানে অনেক লোক বসেছিল এবং তাদসের সাথে মওলুবি ইয়াকুব আলি নানাতুবিও বসেছিল,এই ঘটনা হল ঐসময়ের যখন সে মাদ্রাসার মুহতামীম ছিল।

মওলুবি ইয়াকুব আলি বলে উঠল ভাই আমি আজ ফযরের নামাযের পরে মরে যাচ্ছিলাম। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছিলো? সে উত্তরে বলে উঠল আজ আমি মুজাম্মিল সুরা পড়ছিলাম,হঠাৎ আমার অন্তরে একটা এতবড় দরিয়া প্রবাহিত হল যে,তা আমি বরদাস্ত করতে পারলাম না। জীবন বের হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেল। রক্ষা পেলাম এইজন্য যে, যেভাবে এসেছিল সেভাবে চলে গেল তাই বেঁচে আছি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল যে,নামায পর আমি চিন্তা করলাম এবং কাশফের দ্বারা বুঝতে পারলাম যে,হজরত মওলুবি নানাতুবি ঐসময় আমার দিকে তায়াজ্জু(দৃষ্টিপাত) দিয়েছিলো। মিরাট হতে ইহা তারই বিদ্যার দরিয়া,যার কুলবে আসে তার জীবন নিয়ে টানাটানি হয়ে যায় বা জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

এরপর সে আবার নিজে থেকেই বলতে লাগলো বলো দেখি- যারা কম বিদ্যা রাখে কিংবা এই পথ থেকে দূরে,তারা কি বুঝবে? কোথায় মিরেট আর কোথায় দেওবন্দের ছত্তার মাসজিদ। মিরেট হতে দেওবন্দের এই মাকানের ফয়সালা বাধা প্রাপ্ত হল(সাওয়ানেখে কাসেমী,খণ্ড-১,পাতা-৩৪৫)।

মন্তব্য

যে মাকামি ফয়সালা তাদের কাছে নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের এবং ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের এমন কি ইমামুল আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের জন্য বাধা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁরা দূর হতে দেখতে বা জানতে পারে না। কিন্তু মওলুবি কাসেমের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হল না কেন?

আবার ইয়াকুবের তো গায়েবী শক্তির সীমা নাই,দেওবন্দে বসে সে মিরাটের কাশেমের গায়েবী দৃষ্টপাতকে দেখে ফেলল,সেটাও আবার ১ঘন্টা,২ঘন্টা নয়,বরং মুহুর্তের মধ্যে সে বুঝতে পারলো। আফসোস নিজের বুজুর্গদের জন্য তাদের আক্বীদা হল এরকম কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাদের আক্বীদা হল সম্পূর্ণ আলাদা।

থানবীর মতে নবী আলাইহিস্ সালাম অনেক সময় সমস্যার সমাধান খুজে পান নি

অনেক সময় অনেক কাজে তিনাকে চিন্তিত দেখা গেছে,তবু অনেক সময় তিনিও(নবী আলাইহিস সালাম)সমাধান খুজে পান নি। বিশেষ করে কিস্সায়ে আফাকের ঘটনা উল্যেখযোগ্য। দেখুন যা তিনিও জানতে পারেন নাই,যেমন নাকি সহিহ্ হাদীসে তার প্রমাণ রয়েছে একমাসের পর যখন ওহি নাযিল হল তখন তিনি জানতে পারলেন আর শান্তি পেলেন(হিফযুল ইমান পাতা-৮)।

লেখকের মন্তব্য

সুধী পাঠক বৃন্দ!এই নিষ্ঠুতার ইনসাফ করুন। যারা নবী আলাইহিস্ সালামের প্রেমিক উম্মতগণ নিজেদের জন্য শত শত মাইল গোপন কাহিনী ও দিলের খবর মুহূর্তে জেনে নিতে পারেন কিন্তু হায়রে নবী আলাইহিস্ সালামের চির শত্রুর আক্বীদা হল যে,একমাস ধরে চিন্তার পর তিনি(আলাইহিস্ সালাম)কিছু বুঝতে পারলেন না এবং সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না,গুপ্ত জিনিসে গুপ্ত রয়ে গেল।এত পরিস্কার সাক্ষী ও প্রমাণের পরও হক্ব রাস্তা কে জানতে বাকী থাকবে? হাশরের মাঠে হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের শাফায়াতের বিশ্বাসী উম্মতগণ উত্তর দিন!

কাসেম নানাতুবি মনজুর আলির হাতে ধরে আল্লাহর আরশে পৌঁছে দিল

নানাতুবির এক সাগরিদ মওলুবি মনজুর আলির কথায়-আমি একটি ছেলের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পড়ি,তার জন্য আমার সমস্ত কাজ কর্ম পণ্ড হতে আরম্ভ হয়ে গেল মওলুবি কাসেম নানাতুবি তার ইমানের শক্তির দ্বারা জেনে ফেলল। এবং সে তা গোপন রেখে আমার সাথেবন্ধুত্ব শুরু করে দিল এবং সে বলতে লাগল এরই নাম হল শিক্ষা,এরই নাম হল আদর্শ,এইভাবে কিছুদিন কাটানোর পর যখন আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বেড়ে গেল।তখন সে নিজেই এই কথার সূচনা করল এইভাবে,বন্ধু বল দেখি যার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা হয়ে গেছে সেই ছেলেটি কি আর আসে কি না? আমি লজ্জায় মাথা ঝুকিয়ে বসে থাকলাম তখন আমাকে নানাতুবি বলল ইহা মানুষের সাথে হয়ে থাকে,ইহা লুকিয়ে কি হবে?

আসল কথা হল যে,নানাতুবি এমন ভালোবাসা ও এমন ত্বরিকা ব্যবহার করল যে, আমি নিজেই তা বলতে বাধ্য হলাম অথচ এর জন্য সে অসন্তুষ্ট হল না, বরং শান্তনা দিল(আরয়াহে সালাসা পাতা-২৪৬)।১

১)প্রকাশ থাকে যে,এখন যেমন যুবক ছেলেরা যুবতী মেয়েদের প্রেমে পাগল হয়ে যায় ঐসময় দেওবন্দী আলিমগণ পুরুষ হয়েও যুবক ছেলেদের প্রেমে পাগল হয়ে যেত এমনকি তাদের সাথে পায়ু সঙ্গম পর্যন্ত করত-কয়েকটি নমুনার মাধ্যমে অনুভব করুন!

"একদা দেওবন্দীদের গুরু আশরাফ আলী থানবী নামায পড়তে যাচ্ছিলো তার এক কাছে তার এক মুরীদ এসে বলল হুজুর আমার দিলে বারবার একটা বেহুদা খেয়াল আসছে থানবী খুশিতে বলল,বলে ফেল! বলে ফেল! সেই মুরীদ তখন মহিলার মতো মাথা নামিয়ে লজ্জিতভাবে বলল আমার মনে বারবার এই খেয়ালটা আসছে যে, যদি আমি মহিলা হতাম এবং হুজুরের স্ত্রী হতাম। থানবী তখন খুব খুশি হয়ে হাসতে হাসতে মাসজিদের ভিতরে প্রবেশ করল এবং বলল সাওয়াব পাবে(আশরাফুস্ সাওয়ানে)"

"যদি আঙ্গুলে নাপাকি লেগে যায় তাহলে চেটে নিলে পাক হয়ে যাবে কিন্তু চাটা ঠিক নয়।(বেহেশ্তীজেওর,পাকি আউর নাপাকি কে বায়ান,লেখক-থানবী)" থানবীর অবস্থা দেখুন! সেই মুরীদকে না ধমকিয়ে বলল এতে নেকি আছে।অর্থাৎ যদি সে মহিলা হত এবং থানবীর বিবি হত এতে নেকি আছে।দেওবন্দীরা নিজের পীরের বৌ হওয়াতে খুব খুশী হত। এবারে তারা কি কি করত আল্লাহই ভালো জানেন? তাছাড়া এদের কাছে নাপাক চেটে নিলে পাক হয়ে যায়,তাই এরা একে অপরের সাথে যে,পায়ু সঙ্গম করবে এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। তাছাড়া আপনারা এই কিতাবের মধ্যেই পড়লেন যে,নানাতুবির এক ছাত্র একটা ছেলের প্রেমে পড়েছিলো এবং নানাতুবি বলল চুটিয়ে প্রেম করো ইহা মানুষের সাথে হয়ে থাকে অর্থাৎ হতে পারে যে তার সাথেও এধরণের ঘটনা ঘটেছে-সংকলক

এরপর মনজুর লিখেছে আমি যখন আমি ঐপ্রেমে পাগল হয়ে পড়লাম এবং নান ক্ষতি হতে লাগল তখন বাধ্য হয়ে একদিন নানাতুবির খিদমাতে হাযির হলাম ও বললাম,হুযুর আল্লাহর ওয়াস্তে আমারদিকে দৃষ্টিপাত করুন। এইবার আমি এই জিনিস হতে পরাহিত হয়েছি। নানাতুবি হেসে বলল শান্ত হয়ে পড়লে কেন? আমি বললাম হুযুর দয়া করুন,তখন সে বলল যে,মাগরিবের নামায পড়ার পর একটু বসে যাবে।

মাগরিবের নামায পড়ার পর আমি মাসজিদে বসে থাকলাম। নানাতুবি আওয়াবিন নামায পড়ার পর আমাকে ডাক দিলো, আমি ডাকে হাযির হলাম। সে বলল হাত দাও,যেমনি হাতে হাত দিলাম আমার হাতকে জোরে দড়ি পাকানোর মতো ঘুরিয়ে দিলো। খোদার কসম! আমি একেবারে চোখ দিয়ে দেখলাম যে,আমি আরশের নিচে আছি এবং চতুর্থ পাশ থেকে আমাকে নূরে ঘিরে নিয়েছে। যেন আমি খোদার নূরের সমুদ্রে আছি(আরয়াহে সালাসা পাতা-২৪৭)।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ দেখুন! আলিমুল গায়েবের দর্বারে এই পরদা উত্তলনকারীর শক্তির পরিসীমা তো দেখুন-পরশ পাথরের মত হাতে হাত দিতেই চোখ রওশন হয়ে গেল। আর আরশ পর্যন্ত সমস্ত পরদা নিমিষে সরে হয়ে গেল এবং স্বীয় রঙ্গিন মেজাজ ছাত্রকে ঐস্থানে পৌঁছে দিল যেস্থানে হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ছাড়া কোন মানবের যাওয়ার শক্তি হয় নি। ঐগায়েবী আলমের উপর নিজের অধিকারের এইধরণের বর্ণনা করেছে এবং তার ব্যাপারে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু হায়! যখন খোদার প্রিয় হাবীব হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের ব্যাপার আসে তখন সকলেই একমত হয়ে যায়। এবং বলতে থাকে,"নবী আলাইহিস সালাম দেওয়ালের পিছনের খবর জানে না"(বারাহিনে কাতীয়া পাতা-৫৬)। তাহলে আরশের খবর জানবে কি করে? আপনাদের হাতে তুলে দিলাম এর ইনসাফ করুন! ইহা কি ইসলামী চরিত্র না অন্য কিছু?

নানাতুবি শিয়াদের ৪জন মওলুবির উত্তর দিয়ে কারামাতের সাথে জালসা খতম করল

মুনজির আহসান গিলানী লিখেছে- কোন এক গ্রামে নানাতুবি উপস্থিত হল,সেখানে শিয়ারাই বেশীরভাগ বাস করে থাকে। সুন্নীরা যখন নানাতুবিকে ঐগ্রামে দেখল তখন ওয়াজ নসীহতের মাহফিলের ঘোষণা করে দিল। শিয়ারা সঙ্কটে পড়ে গেল,তারা জালসাকে বন্ধ করার জন্য ৪জন শিয়াদের মুজাহিদ আলিমকে লক্ষ্নৌ থেকে এনে পরামর্শ করল যে,নানাতুবিকে ৪০টি প্রশ্ন করা হবে।ঐ ৪জন আলিম চার কোনে বসে ১০টি করে প্রশ্ন করবে এবং একজনের প্রশ্নের উত্তর শেষ হওয়ার পূর্বে আরেকজন প্রশ্ন শুরু করে দিবে এইভাবে জালসা লণ্ড ভণ্ড করে দেওয়া হবে।

নানাতুবির যেখানে ওয়ায হবে সেখানে সমস্ত শিয়ারা উপস্থিত ছিল,জালসা আরম্ভ হল,তারা যেভাবে প্রশ্ন সাজিয়ে ছিল, নানাতুবি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করল এবং শিয়াদের মুজাহিদরা বোকাকার মতো চুপচাপ থেকে গেল,এবং শান্তির সাথে জালসা খতম হল(টীকাঃ-সাওয়ানেখে কাসেমী খণ্ড-২,পাতা-৭১)।

নানাতুবি শিয়াদের একজিন্দা মানুষের জানাযা পড়ে তাকে মেরে ফেলল

নানাতুবি শিয়াদের একজিন্দা মানুষের জানাযা পড়ে তাকে মেরে ফেলল

মুজতাহিদ ও স্থানীয় শিয়ারা জালসার প্রশ্ন ও উত্তরটিকে তাদের পরাজয় ও অপমান মনে করে তা লুকাবার জন্য এক নতুন তদবির শুরু করল। তার এক যুবককে ঠিক করল এবং তাকে বলল তোমার মরার খবর প্রচার করবো এবং জানাযা পড়ানোর জন্য কাসেম নানাতুবিকে ঠিক করবো কিন্তু যখন সে ২য় তাক্বীর দিবে তখন তুমি উঠে পালাবে।

এরপর সকলে নানাতুবির কাছে এসে বলল হুযুর একটি জানাযা পড়াতে হবে। নানাতুবি জালালিতে এসে গেল এবং বলল তোমাদের জানাযার পদ্ধতি আলাদা এবং আমাদের জানাযার পদ্ধতি আলাদা আমি কিভাবে পড়াতে পারি? উত্তরে তারা বলল হুযুর আপনাকেই পড়াতে হবে। শিয়ারা উত্তরে বলল আপনিতো কোন জামায়াতেরই বুজুর্গই আছেন। নানাতুবি বাধ্য হয়ে জানাযার জন্য তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু তার জালালি চোখ লাল চেহেরা থমথম করছিলো এবং সেই সাজানো লাশকে তার সামনে রাখা হল, নিয়াত করে চার তাক্বির পড়া হয়ে গেল কিন্তু ঐসাজানো লাসের নড়া চড়া সব বন্ধ হয়ে গেছে। নানাতুবি জনাযা শেষ করে বলল এবার ক্বিয়ামতের দিনেই উঠবে। দেখা গেল সে মারা গেছে এবং শিয়াদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল(টীকাঃ-সাওয়ানেখে কাসেমী খণ্ড-২,পাতা-৭১)।

সত্য আল্লাহর জালালীতে কাঁপে মুমিনের অন্তর। আল্লাহর সেই ভয় নিয়ে ইনসাফ করুন এবং পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থাকুন!

প্রথম ঘটনা

এর দ্বারা নানাতুবির গায়েবী শক্তির বর্ণন করা হয়েছে যে,মুজতাহিদরা মনে মনে যা চিন্তা করে এসেছিল তা সিরিয়েল নাম্বারের মত সব পরস্পরভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে উত্তর দিয়ে দিল।নিজের ঘরের বুজুর্গদের ব্যাপারে গায়েবী শক্তিকে মেনে নেওয়াতে কোন শির্ক,বিদয়াত হয় না কিন্তু নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য তা মানতে অস্বীকার করে থাকে। এবার আপনারাই বলুন সেই বদমাযহাবের সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার করা উচিত?

যখন নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য আতায়ী ইল্মের কথা বলা হয় তখন তাদের গুরুরা বলে থাকে—

“এই কথাতে কোন বুজুর্গী নাই যে,আল্লাহ তাকে গায়েবের খবর জানার শক্তি দান করেছেন যে,দিলের গতির খবর যখন ইচ্ছা জেনে নেয়। যেমন অমুক বেচেঁ আছে বা মরে গেছে অথবা অমুক স্থানে আছে”(তাক্বিয়াতুল ইমান পাতা-২৫)।

অ্যায় ইনসাফ ও হক্ব পথে চলার আখাঙ্খাকারীগণ! হক্ব ও বাতিলের পথ চেনানোর জন্য এখনও কি কোন যুক্তি ও প্রমাণের অভাব আছে?

আমি মনে করছি ব দমাযহাবকে চেনার জন্য ইহাই যথেষ্ট।এবারে আপনাদের ব্যাপার আপনারা কি করবেন দেখুন!

দ্বিতীয় ঘটনা

এঘটনার দিকে আসা যাকঃ-জানাযার ঘটনাকে সামনে রাখুন ও তার গজব ও বলার প্রতি লক্ষ করুন,এবারে ক্বিয়ামতেই উঠবে। খাটের ভিতরে কাপড় ঢাকা আছে অথচ নানাতুবি বুঝে নিল যে,ছেলেটি মারা গেছে। অপরদিকে তার গজবে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে।

এবার দেওবন্দীদের নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য আক্বীদা দেখুন!

“ দুনিয়ায় নিজ ইচ্ছায় কাউকে মদত করা অথবা আপন হুকুম জারী করা এবং আপন ইচ্ছায় কাউকে মারা বা জীবিত করা ইহা একমাত্র আল্লাহরই শান। কোন নবী,ওলি,পীর,মুর্শিদ,ভূত,পরির এই শান (শক্তি) নাই। এবং যারা এরুপ আল্লাহ্ ব্যতিত কাহারোর জন্য মেনে নেবে সে মুশরিক হয়ে যাবে” (তাক্বিয়াতুল ইমান পাতা-১০)।

একধারে নানাতুবির ঘটনা পড়ুন অপরদিকে তাদের আক্বীদার কথাগুলি পড়ুন,তাহলে পরিস্কার হয়ে যাবে। তাদের কাছে শির্ক ও কুফরীর বয়ান কেবলমাত্র নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের ইজ্জত ও সম্মানকে নিয়ে খেলা করার জন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার একটা পদ্ধতিমাত্র।কিন্তু নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্যই সেটা আবার তাদের ইমান ও আক্বীদা হয়ে দাড়িয়েছে, এটা কি কাফিরের পরিচয় নয়? অবশ্যই তা হল কাফিরে পরিচয়।

আহ্মদ শাজাহানপুরী নিজের কারামাতে একজন লোককে মেরে ফেললো এবং থানবী তার উপর ফাতাওয়া দিলো

আশরাফ আলী থানবীর জীবনী লেখক আজিজুল হাসান লিখেছেঃ-হাফিয আহ্মদ শাজানপুরী যদিও ধনী লোক ছিলো কিন্তু বড় ধরণের ওলি ছিল। সে একবার কোন কারণে কোন ব্যক্তির জন্য বদ্দুয়া করলো এবং হঠাৎ সে মারা গেল। এই কারামাতে শাজাহানপুরী সন্তুষ্ট হতে পারলো না বরং ভয়ে থানবীর কাছে পত্র পাঠালো এবং জানতে চাইলো এই কতলে(হত্যায়) আমার কোন গুনাহ হয় নি তো?

উত্তরে থানবী লিখলোঃ- যদি তোমার মধ্যে তাসার্রুফের শক্তি থাকে এবং বদ্দুয়া করা কালীন সময়ে ঐশক্তি দ্বারা কাজ নিয়েছো তাহলে কতলের গুনাহ হবে এবং এই কতল জেনে বুঝে হয়েছে তাই দিয়াত দিতে(দিয়াত বলা হয় শরিয়ত সম্মত ঐঅর্থকে বলা হয় যা হত্যা করার বদলে দিতে হয়)এবং কাফ্ফারা দিতে হবে(আশরাফুস্ সাওয়ানেখ খণ্ড-১,পাতা-১১৫)।

দেওবন্দীরা যা বলে থাকেঃ-দুনিয়ায় নিজ ইচ্ছায় কাউকে মদত করা অথবা আপন হুকুম জারী করা এবং আপন ইচ্ছায় কাউকে মারা বা জীবিত করা ইহা একমাত্র আল্লাহরই শান। কোন নবী,ওলি,পীর,মুর্শিদ,ভূত,পরির এই শান (শক্তি) নাই। এবং যারা এরুপ আল্লাহ্ ব্যতিত কাহারোর জন্য মেনে নেবে সে মুশরিক হয়ে যাবে(তাক্বিয়াতুল ইমান পাতা-১০)।

অথচ থানবী ও তার অনুস্মরণকারীগণ সেই শির্ককে নিজেদের গলার মালা করে নিলো অথচ এখন তারাই তৈহীদের মওলুবি সেজে বসে আছে।

আনোয়ারুল হাসান দেওবন্দীর কাশফ্ সম্বন্ধে ধারণা

মওলুবি আনোয়ারুল হাসান দারুল উলুম দেওবন্দের মুবাল্লিগ লিখেছেঃ-অনেক কামিল ইমান বুজুর্গ যাদের অনেক বয়স হয়েছে তারা তাযকিয়ায়ে নাফ্স ও রুহানী সাফল্যতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। বাতিন ও রুহানী কারণে আল্লাহর তরফ হতে এমন শক্তি হাসিল করে যে,শয়নে, স্বপনে,জাগ্রত অবস্থায় গায়েবের খবর কাশফের দ্বারা প্রকাশ হয়ে যায়,যা অপরের চোখে পড়ে না,বা দেখতে পায় না(বাশিরাতে দারুল উলুম দেওবন্দ পৃষ্ঠা-১২)।

মন্তব্য

এই বেহায়ারা নিজেদের লজ্জাকে শেষ করে এই আক্বীদা করে নিয়েছে যে,তাদের ঘরের কামিল বুজুর্গদের কাছে তাজকিয়ায়ে নাফ্সের জন্য গায়েব জিনিস নিজে নিয়েজে প্রকাশ হয়ে যায়। কিন্তু এইটুকু শক্তি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের ব্যাপারে মানতে নারায থাকে।

যখন তাদের কাছে বলা হয় তাসাউফের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে বহু ওলি আল্লাহর জন্য কাশফের প্রমান পাওয়া যায় তখন তারা বলে যে,নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কাশফ মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কি প্রমাণ আছে?(বারাহিনে কাতিয়া পাতা-৫২)।

তাজকিয়ায়ে নাফ্সের ব্যাপারে এই শয়তানেরা নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের চেয়ে নিজদেরকে উত্তম মনে করে বসেছে(নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

তৈয়ব দেওবন্দীর মতে নবীকে একসাথে সমস্ত ইল্ম দেওয়া হয়নি

ইহা কখনও হতে পারে না যে, তাকে(নবী আলাইহিস সালাম) নবুয়াতের স্থান দেওয়ার পর হঠাৎ করে সমস্ত ইল্মের আলিম করে দেওয়া হয়েছে,অথবা সময় মতো নিজে নিজেই তার অন্তর হতে ইল্ম ফুটে ওঠে(ফারাণে করাচী তৈহীদ পাতা-১১৩)।

মন্তব্য

ঘরের বুজুর্গদের জন্য নিজে নিজেই তাদের বিদ্যার উচ্চতা দেখিয়েছে এবং অপরদিকে হুযুর নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের ইল্ম মুবারককে ছোট করে দেখিয়ছে এবারে পাঠক বৃন্দ এর ইনসাফ আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

মওলুবি রফিউদ্দিন দেওবন্দী দারস্গাহে বসে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত দেখতে পেত

প্রাক্তন মুহতামীম মওলুবি রফিউদ্দিন দেওবন্দী দারুল উলুমের একটি বাড়ির ব্যাপারে বলেছে যে,সে দারস্গাহে বসে বসে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত দেখতে পেত ও কাশফের দ্বারা বুঝতেও পারতো। সে বলেছে যে, আমি নওদার দারস্গাহের মধ্যস্থল থেকে আরশ পর্যন্ত একটি নূর বরাবর দেখতাম(বাশিরাত-পাতা-৩১)।

রফিউদ্দিন দেওবন্দী নানাতুবির ক্বরকে এক জন নবীর ক্বরের সঙ্গে তুলনা করেছে

খিত্তাহে সালেহিন অর্থাৎ যেখানেব নানাতুবি,মাহমুদুল হাসান,হাবিবুর রহমান,আজিজুর রহমান এবং শত শত আলিম ও ছাত্র দাফন হয়েছে। শাহ রফিউদ্দিন দেওবন্দী ঐস্থানের জন্য কাশ্ফ করে বলেছে যে, ঐস্থানে যার দাফন হলো তার মাগফিরাত হয়ে গেল(বাশিরাত-পাতা-৩১)।

শাহ রফিউদ্দিন দেওবন্দী কাশফের দ্বারা নানাতুবির জন্য আরো লিখেছে যে,নানাতুবির ক্বর খাস কোন নবীর ক্বরে রয়েছে(বাশিরাত-পাতা-৩৬)।

মন্তব্য

এই কাশফের দ্বারা শাহ রফিউদ্দিন দেওবন্দী কি ঐ ক্বর স্থানকে জানাতুল বাক্বীর সাথে তুলনা করেছে কি না? ভেবে দেখুন! প্রথম হতেই কি সেখানে কোন নবীর ক্বর ছিল যা খালি করে তাকে দাফন করা হয়েছে। আর যদি সেটাই হয় তাহলে তা কোন নবীর দেহ ছিল? আর যদি তা না হয় তাহলে এধরণের কাশফের কি অর্থ হয়? শব্দে উলটা পাল্টা করে কি এটাই সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে,নানাতুবির ক্বরই হলো একজন নবীর ক্বর। হয় তো এটাই হল তার উদ্দেশ্য যদিও প্রকাশ্যে তাকে নবী বলা হয় নাই কিন্তু তার উপরে অহি আসার মতো অবস্থা হত।

ইমদাদুল্লার মতে নবীর দ্বারা যে কাজ নেওয়া হয় তা নানাতুবির দ্বারাও নেওয়া হয়

যেমন গিলানী লিখেছেঃ-যে সে একবার তার পীর মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ কে বলল,হুজুর যখন আমি তসবিহ নিয়ে বসি তখন একটা মুসুবত হয় এবং সেটা হল আমার মনে হয় যে আমার উপর শত শত মনের(৪০কেজি এক মন হয়) বোঝা রাখা হয়েছে।সেই সময় আমার দিল ও মুখ সমস্ত বন্ধ হয়ে যায়(সাওয়ানেখে কাসেমী খণ্ড-১,পাতা-২৫৮)।

এর উত্তরে ইমদাদুল্লাহ বলেঃ- ইহা তোমার উপর নবুয়াতের ফায়েজ হয়। ইহা হল ঐওজন যা নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে ওহির সময় হত। তোমার দ্বারা আল্লাহ্ ঐকাজ নিবেন, যা নবীদের দ্বারা নেওয়া হয়(সাওয়ানেখে কাসেমী খণ্ড-১,পাতা-২৫৯)।

লেখকের মন্তব্য

যদিও তাকে সরাসরি নবী বলা হয় নাই তবু বলা হয়েছে যে, নবুয়াতের ফায়েজ ও ওহির বোঝা,তার উপরে অবতীর্ণ হয়,সে নবীদের কর্মের ভারপ্রাপ্ত হয়েছে। এই সমস্ত কথাগুলিকে এক সঙ্গে মিলিত করলে আসল মন্তব্য ফুটে উঠবে। প্রথম চিত্র ও দ্বিতীয় চিত্র সামনে রেখে ইনসাফ করুন! ইহা কি সত্য নয় যে,তারা(দেওবন্দীরা)ঘরে একমত রাখে এবং বাইরে একমত রাখে বা প্রকাশ করে থাকে।

ঘরের মধ্যে যা জায়েজ,ইমান,ইসলাম বলে মেনে নিচ্ছে আবার সবকিছু ঘরের বাইরে অর্থাৎ নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য মেনে নেওয়াটাকে শির্ক ও কুফরী বলছে। ইহা শুধুমাত্র নানাতুবির প্রেমেই পড়ে এই অবস্থা হয়েছে। তাহা নয় বরং দেখতে পাবেন যাদেরকে আকাবির বলে মেনে নিয়েছে সকলের সঙ্গে একই আক্বীদা রেখেছে। শুধুমাত্র নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের শত্রুতায় তাদের উপর এধরণের আক্বীদা রেখেছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেওবন্দী ওহাবীরদের ধর্মীয় গুরু মওলুবি রশীদ গঙ্গুহির জন্য যেসমস্ত শক্তি ও গায়েবের বিদ্যার অধিকারী হওয়ার প্রমাণ তাদেরই ঘরের কিতাবে লিখা হয়েছে সেগুলি তুলে ধরছি এবং তাদের অনান্য যে সমস্ত পান্ডারা আছে তাদেরও কিছু ঘটনা এই অধ্যায়ে পাবেন। তারা যেসমস্ত কথা শির্ক ও বিদয়াত বলে থাকে ঐকর্মগুলিকে নিজেদের ঘরের জন্য জায়েজ এবং ইমান ওইসলাম মনে করে থাকে। উদ্ধৃতিসহ দিলাম আপনারা পড়ুন এবং ইনসাফ করুন।

দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ আলিম আসিক ইলাহি মিরাটির লিখা কিতাব তাজ্‌কিরাতুর্ রশিদীয়া থেকে প্রথমে কয়েকটি ঘটনা পড়ুন।

ঘটনা-১

দেওবন্দীদের আক্বীদা হল রশীদ গঙ্গুহি অন্তরের খবর জানে

রশীদ গঙ্গুহির,এক ওলি মুহাম্মদ নামক ছাত্রের একবার বাড়ি থেকে খরচ আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ছেলেটি ১থেকে ২দিন পর্যন্ত উপবাসে থাকল। কিন্তু এই ঘটনা সে কাউকে বলেনি।পরের দিন কিতাব নিয়ে সকাল বেলায় পড়তে বের হল পথে একটি দোকানে হালুয়া বানাতে দেখলো।দাঁড়িয়ে কিছুক্ষ্ন দেখার পর সে আবার মাদ্রাসার দিকে চলল, কারণ পয়সা নাই সবর করা ছাড়া আর উপায় নাই। এদিকে গঙ্গুহি তার অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে,ঐছাত্রটি আসার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে চার আনা পয়সা দিয়ে বলল যাও। আমার খুব হালুয়া খাবার ইচ্ছা করছে তুমি যেখানে ভালো মনে করবে সেখান থেকে নিয়ে আসবে। ছেলেটি উক্ত দোকান থেকে হালুয়া কিনে এনে গঙ্গুহির কাছে নামিয়ে দিলো। তখন গঙ্গুহি বলল মিঞা ওলি মুহাম্মদ তুমি হালুয়া খেয়ে নাও,আমি ইহাতে আনন্দ পাবো(তাজ্‌কিরাতুর্ রশিদীয়া পাতা-২২৭)।

এ ঘটনার দ্বারা বোঝা গেল সে সবসময় গায়েবের খবর জানতো ও অন্তরের রহস্যও জেনে ফেলতো যেমন তার ছাত্রটি বলেছেঃ- মওলুবি ওলি মুহাম্মদ এই ঘটনার বলত আমাকে হযরতের সামনে যেতে খুব ভয় লাগে কারণ অন্তরকে কন্ট্রোল করা বড় কঠিন,আর হযরত অন্তরের গুপ্ত কথা জেনে ফেলে(তাজ্‌কিরাতুর্ রশিদীয়া পাতা-২২৭)।

মন্তব্য

অন্তরের ভেদ জেনে নেওয়া ইহা হঠাৎ নয় বরং বারবার গঙ্গুহি এইভাবে জেনে ফেলে। তার জন্য কোন বাধা নেই। আপন ঘরের বুজুর্গদের জন্য অবাধে গায়েবের খবর জানার শক্তিকে মেনে নিলো কিন্তু হায়রে দুঃখ! তাদের আসল আক্বীদা হল যে,উক্ত কর্মগুলি নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য মেনে নেওয়াটা হল শির্ক।

"যদি কেউ কারোর জন্য ইহা বলে যে,যা আমার মুখ থেকে বের হয় শুনে ফেলে বা অন্তরে যা উদয় হয় সেটাও জেনে নেয় এইরুপ বিশ্বাসে মানুষ মুশরিক হয়ে যাইবে,এইরুপ সমস্ত কথা হল শির্ক"(তাক্বিয়াতুল ইমান পাতা-১০) দেওবন্দীদের এই অভিশপ্ত কিতাব থেকে প্রমাণ হয়ে গেল যে,মওলুবি ওলি মুহাম্মদ ও দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ আলিম আসিক ইলাহি মিরাটি যে এই ঘটনাট লিখেছে,অবশ্যই দুজনেই মুশরিক হয়ে গেল।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারলেন তো! যে কর্মগুলি নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য মেনে নেওয়াটা হল শির্ক। সেই বিষই আবার নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্য জায়েজ,ইমান ও ইসলাম হয়ে গেল এইবারে ইনসাফ আপনাদের তাহে ছেড়ে দিলাম।

ঘটনা-২

ভণ্ড রশীদ গঙ্গুহি নিজেকে ওলি বলে দাবী করেছিল

একদা মওলুবি আব্দুল মুমিনের অন্তরে উদয় হল যে,শুনেছি যারা ওলি হয় তারা ধন সম্পদ রাখে না, ও কাপড় ইত্যাদিও ভালো রাখে না কিন্তু হযরত তো ভালো কাপড় পরে আছে। রশীদ গঙ্গুহি সেই সময় লোকেদের সঙ্গে কথা বার্তা করছিলো, সে হঠাৎ আব্দুল মুমিনের দিকে লক্ষ করে বলল ভাই যা আমি পরে আছি এসমস্ত লোকেদেরই দেওয়া। অনেকদিন হয়ে গেল আমি আমার জন্য কাপড় তৈরী করাইনি(তাজ্কিরাতুর্ রশিদীয়া পাতা-১৭৩)।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ দেখতে পাচ্ছেন তো! এদিকে প্রশ্ন উদয় হওয়ার সাথে সাথেই তার উত্তর দেখতে পাচ্ছেন কেমন শক্তির অধিকারী হল গঙ্গুহি,আব্দুল মুমিন মনে মনে চিন্তা করছিলো যে,গঙ্গুহি ওলি কি না? সাথে সাথেই গঙ্গুহি তার উত্তর দিয়ে দিলো এবং নিজেকে ওলি বলে দাবী করে ফেলল।

অপরদিকে তাদের নিকটে সমস্ত সৃষ্টির সেরা ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এধরণের ধারণা হলেই সে কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে।তাদের আক্বীদা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হল পাথরের মতো, না তাঁর(আলাইহিস্ সালাম)কিছু জানার ক্ষমতা আছে, না কিছু করার ক্ষমতা আছে। ইনসাফ করুন!

ঘটনা-৩

রশীদ গঙ্গুহি মহিলার মনের কথা জেনে নিয়ে তাকে মুরিদ করলো

মওলুবি নযর মহম্মদ বলেছে যে, যখন আমি আমার স্ত্রীকে মুরিদ করানোর ইচ্ছা করলাম,তখন আমার মনে উদয় হল যে,হযরত আমার স্ত্রীর কথা শুনবে আর আমি কিন্ত এর ভীষণ বিরোধী। আমি ব্যতিত অন্য কেউ আমার স্ত্রীর কথা শুনবে,এই চিন্তা করছিলাম আর হজরতের ইহা কারামাত যে, সে কাশফের দ্বারা আমার মনের কথা জেনে ফেলল এবং বলল তোমার বিবিকে ঘরের ভিতরে রেখে দরজা বন্ধ করে বসিয়ে দাও(তাজ্কিরাতুর্ রশিদীয়া পাতা-৫৯)।

মন্তব্য

এই ঘটনাতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে,গঙ্গুহি নিজ কাশফের দ্বারা মনের কথা জানতে পারলো,ইলহামের দ্বারা নয়। কিন্তু এই একই কথা যদি হুযুর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বলা হয় তাহলে তা মেনে নেওয়াটা হল শির্ক।এই শির্কের বোমা বারুদ হয়ে ফুটে উঠবে তাদের লিখিত কিতাবের পাতায় পাতায় ও সভার মঞ্চে মঞ্চে কিন্তু এই স্থানে ঘরের কথা হওয়ার জন্য তা জায়েজ হয়ে গেল। পাঠকবৃন্দ ইনসাফ করুন!

ঘটনা-৪

রশীদ গঙ্গুহি মনের কথা জেনে ফেলল তায় আলি রেজা লজ্জিত হল

রশীদ গঙ্গুহির ছাত্র আলি রেজা ছাত্র জীবনে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার বারবার ওজু নষ্ট হয়ে যেত এমনকি এক দু সময়ে ৩থেকে ৪বার পর্যন্ত ওজু করার দরকার হত। সে বলে আমার মনে হল হজরত দেরী করছে, আর আমি ওজু করতে করতে পেরেশান,কিছুক্ষ্ণ পর হজরত এসে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল।নামাযের পরে সকলেই তার হুযরার দরজা আসার পূর্বে বিদায় নিলো কিন্তু হজরত আমাকে ডেকে বলল,ভাই এখানে লোকেরা জামায়াতের জন্য একটু দেরীতেই আসে,তায় আমার একটু দেরী হয়ে গেল। তখন আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলাম(তাজ্কিরাতুর্ রশিদীয়া পাতা-২৪৪)।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ দেখতে পাচ্ছেন তো! গঙ্গুহি গায়েবের খবর দিলো আর ভেদ খুলে গেল এবং গঙ্গুহির ছাত্র লজ্জিত হলো। অদৃশ্যের কথা জেনে নেওয়ার পর দুঃখ প্রকাশ ছাড়া এখানে তো ঐছাত্রের কোন দোষ ছিল না অর্থাৎ গঙ্গুহি মনের খবর জেনে নিয়ে ছিলো।

ঘটনা-৫

গঙ্গুহিকে দেওবন্দীরা মুজাদ্দীদ মনে করে

একদা মওলুবি খেলায়াত হোসেনের মনে উদয় হল যে,মুজ্জাদ্দিদ সাহেব নিজ কিতাবে কিভাবে লিখলো যে, যিক্‌রে যেহ্‌র করো ইহা তা বিদয়াত। যখন সে হজরতের খিদমাতে হাজির হলো হজরত মলুবি সাহেবকে লক্ষ করে বলল অনেক সময় যিক্‌রে যেহেরের হুকুম নকশেবন্দী হযরতগণও দিয়ে থাকেন (তাজ্‌কিরাতুর্‌ রশিদীয়া পাতা-২২৯)।

মন্তব্য

এদিকে উদয় হল তো ঐদিকে খবর হয়ে গেল। এই পুস্তকেই আপনারা পূর্বে পড়ে এসছেন যে,দেওবন্দীদের আক্বীদা হলো কেউ যদি আল্লাহ ব্যতিত কারোর জন্য মনের কথা জানতে পারে বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। তাদের উত্তর তাদের মাথার উপরে থাক,আমাদের উপরে নয়।

ঘটনা-৬

গঙ্গুহি শিয়াদের মনের খবর জেনে নিলো

একদা দুজন ব্যক্তি গঙ্গুহির কাছে হাযির হয়ে সালাম করে আরয করলো আমরা মুরিদ হতে চাই। গঙ্গুহি তাদেরকে বলল দুই রাকায়াত নামায পড়ে এসো। কিছুক্ষণ তারা মাথা নামিয়ে থাকলো এবং চলে গেল। তখন গঙ্গুহি বলল তারা শিয়া ছিল এবং আমাকে পরিক্ষা করার জন্য এসেছিল।খবর নিয়ে দেখা গেল যে,সত্যই তারা শিয়া ছিল(তাজ্‌কিরাতুর্‌ রশিদীয়া পাতা-২২৭)।

এখান থেকে দেওবন্দীদের অনান্য কিতাব থেকে ঘটনা তুলে ধরছি

ঘটনা-৭

রশীদ গঙ্গুহি বলেছে আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন আমার মুখ থেকে কখনোও ভুল বাহির করবেন না

একবার মওলুবি ইসহাক্ব কান্ধলবীকে বলল অমুক মাসয়ালা শামী কিতাবে আছে। উত্তরে বলল হুযুর এই মাসয়ালা শামী কিতাবে নাই,হুকুম দিলো কিতাবখানা নিয়ে এসো,যখন কিতাবখানা এনে দেওয়া হল,তখন গঙ্গুহি বলল এই কিতাবের অমুক পৃষ্ঠার শেষ অংশে দেখ? কারণ তখন গঙ্গুহি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো আর দেখতে পেত না। দেখাগেল উক্ত মাসয়ালা ঐ স্থানেই আছে। সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল! তখন হযরত বলে উঠল আল্লাহ্‌ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে আমার মুখ থেকে আল্লাহ্‌ ভূল বার করাবেন না(আরওয়াহে সালাসা পাতা-২৯২)।

এই ঘটনার উদ্দেশ্যে থানবীর টীকা

থানবী এই ঘটনার উদ্দেশ্যে যে টীকা লিখিছে তা পড়ার মতোঃ- হঠাৎ বের হয়ে গেছে এমনও হতে পারে কিন্তু এইস্থানে কাশফ্‌ দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে(আরওয়াহে সালাসা পাতা-২৯২)।

মন্তব্য

পরিস্কার কথায় টীকা দেওয়ার কোন দরকার হয় না। কিন্তু টীকা দেওয়ার কারণ কি? মনে হয় থানবী আগে থেকে অনুভব করেছিল যে,পরবর্তীকালে লোকেরা ইহাকে সাধারণ ঘটনা মনে করবে। তাই এই সরল শব্দের উপরে টীকা লাগিয়ে প্রকাশ করে দিলো যে, ইহা কাশ্‌ফের দ্বারা হয়েছে।
রশীদ গঙ্গুহির এই কথাটি যে,"আমার মুখ থেকে আল্লাহ্ ভূল বার করাবেন না অর্থাৎ তার মুখ থেকে শুধু হক্ব কথাই বের হবে"। ইহার দ্বারা কয়েকটি প্রশ্ন উঠ আসবে।

প্রথম প্রশ্ন

রশীদ গঙ্গুহির আল্লাহর সাথে কখন ও কোথায় দেখা হয়েছিলো যে,তার সাথে ওয়াদা করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

ইহা কি পূর্ণ পূর্ণভাবে একিনের সাথে বলা যেতে পারে যে,সারা জীবনে গঙ্গুহির মুখ থেকে কোন ভূল বের হয় নাই। ইহা একমাত্র আমাদের প্রিয় আক্বা ও আল্লাহর হাবীব নবী নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই মেনে নেওয়াটা হল হক্ব বা সত্য।
আমি সম্পূর্ণ দাবীর সাথে বলছি যেটা শরীয়তের মাসয়ালা যে,যত বড়ই ওলি হোক না কেন,ভূল ভ্রান্তি থেকে পবিত্র মানা যবে না।

যদিও কোন কোন ওলিকে আল্লাহ্ পাক গুনাহ্ থেকে পবিত্র রেখেছেন। একমাত্র নবী ও ফারিশ্তা আলাইহিমুস্ সালামগণ হচ্ছেন মায়াশুম বা নিস্পাপ।

তৃতীয় প্রশ্ন

উক্ত শব্দ দ্বারা কি আল্লাহকে দোষি করা হল না? অবশ্যই আল্লাহকে দোষি প্রমাণ করা হয়েছে।

চতুর্থ প্রশ্ন

অনেক ভাবনা চিন্ত করার পর আমি ইহা বলতে বাধ্য হলাম যে,গঙ্গুহি এমন একজন আদম সন্তান যার মাকাম বা স্থান মানুষের চেয়ে অতি উচ্চ। নবী রাসুল ও পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামগণও হলেন মানুষের অন্তর্ভূক্ত এবং তাদের দ্বারাও ভূল হতে পারে(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক্)ইহা হল দেওবন্দীদের আক্বীদা।

থানবীর মতে তাহক্বীকে(অনুসন্ধানে)নবী আলাইহিমুস্ গণের দ্বারাও ভূল হতে পারে

থানবী লিখেছে-"তাহ্ক্বীকে(অনুসন্ধানে)ওলি এবং নবীদের দ্বারা ভূল হতে পারে"(ফাতাওয়ায়ে ইমদাদিয়া খণ্ড-২,পাতা-৬৪)।

মন্তব্য

এইখানে নবী প্রেমিকদের কর্তব্য কি? তা পাঠকবৃন্দ আপনাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি আগে বাড়ছি।

ঘটনা-৮

গঙ্গুহির অন্তরে ৩বছর ইমদাদুল্লাহ ঢুকে ছিল এবং ৩বছর নবী আলাইহিস্ সালাম ঢুকে ছিলেন

একদা গঙ্গুহি বড় জালালি অবস্থায় ছিল এবং সেই সময় তাসাওউরে শাইখের মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো,এমন সময় গঙ্গুহি বলে উঠল,কি বলেছি? লোকেরা বললো, বলুন ইহা বলুন ৩বার ঐরুপ বলার পর বললো,৩বছর পর্যন্ত হযরত ইমদাদুল্লাহেরে পূর্ণ আকৃতি আমার অন্তরে বিদ্যমান ছিল তাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি কোন কাজ করি নাই। আবার জালাল বেড়ে গেলে এবং বললো বলছি,লোকেরা বলল,বলুন। তখন গঙ্গুহি বললো অতই(৩বছর)বছর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হৃদয়ে ছিলেন,আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করি নাই।আবার জোস বেড়ে গেলো এবং বলল,বলেছি। লোকেরা বললো বলুন তখন উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে গেল এবং বললো থাকতে দাও(আরয়াহে সালাসা পাতা-২৯১)।

মন্তব্য

হয়তো এইবার সে বলতো যে আমার অন্তরে স্বয়ং খোদা হাযির আছেন(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

এইস্থানে নূরের কথা নয়, হুযুর স্বশরীরে হাযির ছিলেন।তার অন্তরে স্বশরীরে হাযির না থাকলে,কথা হত কেমন করে? নিজেদের কথার জন্য কোন বাধা নাই,সমস্ত কিছু তাদের কাছে ঠিক।

এইবার প্রশ্ন উঠবে ৩বছর পর্যন্ত কি হুযুর আলাইহিস্ সালাম নিজের কবরে ছিলেন না? আবার যদি উভয় স্থানে ছিলেন তাহলে এর উত্তর কি হবে?

থানবীর মতে হুযুর আলাইহিস্ সালাম মিলাদ মাহফিলে তাশরীফ আনেন না

থানবী মাহফিলে মিলাদকে কেন্দ্র করে লিখেছে যে,যদি মেনে নেওয়া হয় যে,হুযুর আলাইহিস্ সালাম মিলাদ মাহফিলে তাশরীফ আনেন,তাহলে তার শরীর কতটা ছিল(এক সঙ্গে তো অনেক জায়গাতে মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান হয়)। আবার ইহাও যদি হয় তাহলে কোথাও গেলেন এবং কোথাও গেলেন না, ইহাও ফালতু কথা হাজার স্থানে কেমন করে যেতে পারেন? (ফাতাওয়ায়ে ইমদাদিয়া খণ্ড-৪,পাতা-৫৮)।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ দেখুন! নিজের ঘরের বুজুর্গদের গায়েবী শক্তিকে তারা সকলেই চোখ,কান,নাক ও মুখ বন্ধ করে নতশিরে মেনে নিলো। কিন্তু হায় দুখের বিষয়! যখন মা আমিনা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহার লাল হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কথা আসে তখন এমন এমন উক্তি করে বসে যে, যা পড়ে ও শুনে নবী প্রেমিকদের যে মুহাব্বতের পরিবেশ থাকে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং তারা লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে।

আমার মুখ থেকে হক্ব বের হবেই ইন্‌শা আল্লাহ্,আবার তার … F aw d ab l k er ŸZ , "আমি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে জিজ্ঞাসা করে সমস্ত কাজ করে যাচ্ছি" গঙ্গুহির এই উক্তি চরম থেকে চরম সীমায় পৌঁছেছে। যারা সত্য পথ অবলম্ববী, যারা ইমানি আস্বাদ গ্রহন করেছেন,তাদের চোখ থেকে অশ্রু নয় রক্ত ঝরছে— কারণ ঐকথাটি বলে নিজের জীবনের সমস্ত ভালো,মন্দ,ভূল,গুনাহ,কূকৃতি এবং কূকর্ম এসমস্ত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। কারণ কোন দিন ইহা প্রমান করা যাবে না যে,গঙ্গুহি জীবনে কোনোদিন গুনাহ ও ভূল ভ্রান্তি করে নাই। তার কথার দ্বারা এটাও প্রমান হচ্ছে যে,গঙ্গুহি জীবনে যা কিছু করেছে সবকিছুই নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পরামর্শে করেছে। অতএব ইহাও বলা যেতে পারে যে,গঙ্গুহির দ্বারা শরীয়তের সাপেক্ষে বা শরীয়তের বিরুদ্ধে যা কিছু ঘটেছে সমস্ত কিছুই নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের হুকুমে হয়েছে।(মায়াজাল্লাহ,আস্তাগফিরুল্লাহ)।

ঘটনা-৯

গঙ্গুহির দাবী তার মুখে হক্ব ছাড়া কিছুই বের হয় না

আশিক ইলাহি মিরাটি বলেছেঃ-ইহা আমি গঙ্গুহির মুখে শুনেছি যথা

"শুনে নাও হক্ব হচ্ছে ওটায় যা রশীদ গঙ্গুহির মুখ থেকে বের হয়,এবং আমি কসম করে বলেছি যে,আমি কিছুই নয় কিন্তু এই যামানায় হিদায়েত ও নাযাত আমার ইত্তেবার(অনুকরণের) মধ্যে মাওকুফ(রক্ষিত)রয়েছে"(তাজ্‌কিরাতুর্‌ রশিদীয়া পাতা-২১৭)।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ পক্ষপাতিত্য ছেড়ে ইনসাফের অন্তর দিয়ে বিবেচনা করুন যে,

প্রথমতঃ

গঙ্গুহি কি বলতে চাইছে? সেইহা বলতে চায়নি যে,আমার মুখ দিয়ে হক্ব বা সত্য বের হয় বরং সে বলতে চেয়েছে"আমি ছাড়া কারোর মুখ দিয়ে হক্ব বের হয় না"। এই শব্দটির দ্বারা বর্তমান কালের সমস্ত ওলামায়ে ইসলামকে এক খোলা চেলেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। শত শত দুঃখ দেওবন্দীদের ঐআলিমদের প্রতি যারা এই কথাটিকে প্রচার করে শথ শত ওলামায়ে হক্বের সম্মান ও ইজ্জতকে নষ্ট করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ

এই যামানার নাযাত(মুক্তি) রক্ষিত রয়েছে আমার অনুকরণের মধ্যে। ইহার অর্থ হল যে,এই সময়ে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের অনুকরণ যথেষ্ঠ নয়। আর এই কথা একমাত্র রাসুলই বলতে পারেন কোন নায়েবে রাসুলও বলার অধিকার রাখে না। কথাটির উপর তলিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে ভেসে উঠবে যে,গঙ্গুহি নায়েবে রাসুল হয়েও থাকতে রাজী নয় বরং সে অন্য স্থান মনস্থ করে নিয়েছে।

ইসমাইল দেহেলবীর মতে কারোর পথ ও পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া এবং তার কথাকে নিজের জন্য দলীল মনে করা হল শির্ক

কারোর পথ ও পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া এবং তার কথাকে নিজের জন্য দলীল মনে করা,ইহাও ঐকথা যা আল্লাহ পাক নিজের জন্য খাস(নির্দিষ্ট)করেছেন। অতএব যে এইরুপ কর্ম বা পথ অবলম্বন করবে সে অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে(তাক্বিয়াতুল ইমান-পাতা-৪২)।

মন্তব্য

এর উত্তর দেওয়ার অধিকারা আমাদের নাই বরং তাদেরই আছে। যখন ইহা মেনে নেওয়া হল শির্ক,তখন তা গঙ্গুহির নিকটে নাযাতের পথ হল কি করে? কোথাও দরজা খোলা আবার কোথাও দরজা বন্ধ এর ভেদ তারাই জানে।

ঘটনা-১০

আশরাফ আলী থানবী নিজের কথা অপরের নাম দিয়ে চালাতো

থানবীর খলিফা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী লিখেছে যে,অনেক বুজুর্গদের ঘটনা হুযুর নিজেই বর্ণনা করতেন। কিন্তু কথা হল অন্যরুপ(অর্থাৎ নিজের কথা বা কর্মকে অপরের নাম দিয়ে বলত যাতে সকলে অনুভব করতে না পারে)

আমাদের মনে উদয় হত যে,থানবী রওশন জমির আছে ,এমন যেন না হয় যে,আমাদের মনের সমস্ত গোপন কথা তার কাছে আয়নার মতো যেন না হয়ে যায় কারণ থানবীর চেয়ে কাশ্ফ ও কারামাতে কে বড় আছে?

উক্ত সময় গায়েবের খবর জানার বিষয় নিয়ে বড় জোরদার আলোচনা হলো ও কাশ্ফেরও কথা চলতে লাগলো এবং কিছুক্ষন পর মাহফিল শেষ হয়ে গেল(হাকিমুল উম্মত-পাতা-২৪)।

মন্তব্য

যে গায়েবের খবরকে কেন্দ্র করে ৬০থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত লড়াই করে আসছে। তারা নতশীরে বলেছে যে,সমস্ত গায়েবের খবরের জাননেওয়ালা হল আল্লাহ্ এবং ইহা অন্য কারোর জন্য মেনে নেওয়াটা হল শির্ক। আবার এইস্থানে সেই গায়েবের খবরকে আয়নার মতো থানবীর নিকটে হাযির করেছে। অথচ দেওবন্দী জামায়াতের সমস্ত লোক চুপ কেন? জবাব চাই!

আব্দুস্ শুকুর কাকুরি বলেছঃ-আমরা বলি না যে,হুযুর গায়েব জানিতেন বা গায়েবের খবর দিয়ে থাকেন বরং বলে থাকি ওহির মাধ্যমে তাকে গায়েবের খবর দেওয়া হয়েছে। হানাফী ফিক্বাহা গায়েবের খবর দেওয়ার প্রতি কুফরির ফাতাওয়া দিয়েছে খবর পাওয়ার ব্যাপারে নয়(ফতেহ্ হাক্বানী পাতা-২৫)।

মন্তব্য

যে বিষয়ে হানফি ফিক্বাহ্ ফাতাওয়া দিয়ছে সেই বিষয় বস্তুকে তারা থানবীর জন্য মেনে নিয়েছে অথচ কেউ কিছু বলতে রাজি নয় কারণ ইহা ঘরের কথা।

কিন্তু যখন গরীব সুন্নী মুসলমানগণ ঐধরণেরই কথা যখন হুযুর নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের জন্য মেনে যে, আল্লাহ পাক হুযুর নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে আতায়ী ইল্‌মে গায়েব প্রদান করেছেন। তখন ঐশয়তানদের কলমে শুধু শির্ক ও কুফরের ফাতাওয়া দিয়ে থাকে এবং সাধারণ জনগণ মনে করে যে,তারা যা লেখে এবং বলে সেটাই সত্য। পাঠকবৃন্দ ইনসাফ করুন,তাদের ঘরে ও বাহিরে এই দ্বিমত কেন? কোথাও জায়েজ,আবার কোথাও ইমান আক্বীদত হয়ে ওলির পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

ঘটনা-১১

মুরিদের ডাকে আশরাফ আলি থানবী হাযির নাযির হয়ে যায়

অনেক দিনেরই কথা একজন লোক হযরতেরই মুরিদ ছিল,এবং এই থানাভবনের এই খানকাতেই বসেছিল,সে বলে উঠল যে,আপনারা হযরতকে এখানেই দেখছেন কিন্তু আমি মনে করি। হযরত না জানি কোথায় কোথায় থাকেন। কারণ আমি একবার আলিগড়ের এক মেলায় দোকান নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেই মেলায় আসার পর মন একটু চঞ্চল হতে লাগলো। আমি আসবাব পত্র সব গুটিয়ে বাক্‌সে বন্ধ করতে আরম্ভ করলাম অথচ ঐসময়টি ছিল কেনাবেচা করার সময়।মাগরিব পরে মেলাতে আগুন লেগে গেলো। আমি চিন্তা করলাম বাক্‌সো গুলি কি করে বের করে আনবো।

এমন সময় হঠাৎ করে হযরত থানবী হাযির । সে বলল জলদি জলদি করো। একধারে আমি অপরধারে হযরত।এইভাবে রক্ষা পেলাম। জিজ্ঞাসা করা হল হুযুরকে জিজ্ঞাসা করোনি যে, হুযুর কোথায় এসেছিলো।এস উত্তরে বলল সে সময় কি জিজ্ঞাসা করার ছিল(আশরাফুস্ সাওয়ানে খণ্ড-৩,পাতা-৭১)।

মন্তব্য

কিছুক্ষন আগে থানবীর ফাতাওয়াতে আপনারা পড়েছেন যে,মিলাদ শরীফে হুযুর নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হাযির হতে পারেন না। এখন কিন্তু সেই ভাবমুর্তি আর নাই কারণ এটা হল ঘরের ব্যাপার। কিন্তু হুযুর নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের ব্যাপারে তাদের ভাবমুর্তি হল যে,হুযুর নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কাউকে সাহায্য করতে পারে না কিন্তু থানবী হাযির হয়ে সাহায্য করতে সক্ষম। দেওবন্দিদের আক্বীদা ঘরে ও বাহিরে-ঘরে জায়েজ আবার হুযুর নবীয়ে পাক নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের জন্য মেনে নেওয়াটা হল নাজায়েজ(নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক্)।

ঘটনা-১২

এক মহিলা মুরীদ্‌নীকে মরণের সময় থানবী উঁটে করে নিয়ে গেল

একদা হযরত আপন এক মুরিদ্নীর কথা এভাবে প্রকাশ করছিলো যে,তার মরণের কিছুক্ষণ আগে সে বলে উঠল। হযরত আমার জন্য উট নিয়ে এসেছে এবং বলছে চলো।এরপর তার মৃত্যু হয়ে গেল(আশরাফুস্ সাওয়ানে খণ্ড-৩,পাতা-৮৬)।

মন্তব্য

থানবী নিজে গায়েবের খবর জানে সেই কথা সে প্রচার করলো এবং এটাও বলে দিলো যে, সে সাহায্যও করতে পারে। নিজের মুখে নিজের প্রচার(আস্তাগ ফিরুল্লাহ)। থানবী তার মুরিদেরকে জানিয়ে দিলো যে,সে মরণের খবর রাখে এবং তার সময়ও জানে যে, কে কোথায় কখন মরবে? এবং সাহায্য করার জন্য উট নিয়ে হাজির হয়ে যায়। একস্থান থেকে অন্যস্থানে অন্য সকলের জন্য অসম্ভব কিন্তু তার জন্য কোন ব্যাপারই নয়। পাঠকবৃন্দ আপনাদের আদালতে আমার আবেদন যে,আপনারা ইনসাফ করে এর ফয়সালা করে দিন!

এইবারে দেওবন্দীদের শাইখুল ইসলাম মওলুবি হাসান আহম্মদ মাদনীর ঘটনা বর্ণনা করছি এগুলি ঠাণ্ডা মাথায় পড়ুন এবং তাদের আক্বীদা সম্বন্ধে আরো জেনে নিন।

ঘটনা-১৩

হোসেন মাদানীর সাথে মঞ্চে পর স্ত্রীগণ বসে থাকলেও মাদানী একজন বড় ধরণের ওলি

হোসেন মাদানীর যোগ্য পুত্র আসাদ বর্ণনা করেছে যে,গেজালী সাহেব দিল্লী নিবাসী মদীনা পাকে আমার কাছে এই ঘটনাটি বললঃ-একটি রাজনৈতিক জালসাতে আমি যোগ্দান করলাম।সেই জালসায় শাইখুল ইসলাম শরিক ছিল এবং সেখানে মঞ্চে দেখলাম যে, মেয়েরাও বসে আছে। আমার অন্তরে ধাক্কা দিলো ঐব্যক্তি কি করে ওলি হতে পারে? যার পাশে মেয়েরা বসার স্থান পায়। আমার এই খেয়াল আসার সঙ্গে সঙ্গে হযরত এর জন্য রেগে খুন হতে লাগলো। আমি বাড়ি চলে এলাম এবং সে রাত্রিতে স্বপ্নে হযরতকে দেখলাম যে,আমাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে আছে। সেই রাত হতে আমার অন্তর খোদার যিকিরে মগ্ন হয়ে গেল এবং ঘৃনার পরিবর্তে তার মুহাব্বতে আমার অন্তর ভরে গেল(শাইখুল ইসলাম নাম্বার,পাতা-১৬২,দিল্লী দফতর হতে প্রকাশিত)।

মন্তব্য

ইহা কি গায়েবেরত খবর নয়? যে একজন অপরিচিত লোক যে মাজলিস থেকে নারাজ হয়ে চলে গেল এবং মাদনী সেটা বুঝে ফেললো।

আবার এতেও সে শান্ত হল না বরং স্বপ্নযোগে তার সাথে কোলাকোলি করে তার অন্তরকে পরিস্কার করে দিলো এবং ঘৃণার স্থলে মুহাব্বত ভরে দিলো। এরই নাম হল এক তীরে দুটি শিকার। একদিকে গায়েবের শক্তির প্রচার হল এবং অপরদিকে সাহায্য করার শক্তির প্রচার করে দিলো বলুন হল না এক তীরে দুটি শিকার! কিন্তু হায় যদি এই শক্তি যদি নবী আলাইহিস্ সালামগণ এবং ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য মেনে নেওয়া হয় তখন দেওবন্দীদের কলিজাতে আগুন লেগে যায় এবং এই বলে ফাতাওয়া দিতে থাকে যে, ইহা হল খোদায়ী শক্তি। যেমন আপনারা এই কিতাবেই পূর্বে পড়ে এসেছেন।

এখন আর শির্ক ও বিদায়াত এবং খোদায়ি শক্তি রইল না কারণ হল ইহা নিজের ঘরের কথা।

ঘটনা-১৪

হাসান মাদানী নিজের মৃত্যুর খবর ১বছর পূর্বে বলে দিলো

মওলুবি রিয়াব আহম্মদ ফায়জাবাদী সদর জামিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ লিখেছে যে, একবার এক সাক্ষাতে আমি মওলুবি সাহেবকে বললাম। ইনশা আল্লাহ্ আবার বছরের শেষে সাক্ষাত হবে। উত্তরে বলল আর সাক্ষাৎ হবে না। এইবার ইনশা আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের ময়দানে সাক্ষাৎ হবে। শুনে মাহফিলের সমস্ত মানুষের কান্দা কান্দির মতো অবস্থা হয়ে গেল। মাদানী বলে উঠল কান্দিলে কি হবে? আমার কি মরণ হবে না?

এই অধম(রিয়াব আহম্মদ)হযরতের সাথে ইল্‌মে গায়েব ও বয়স বৃদ্ধির ব্যাপারে কিছু আলোচনা করার জন্য গিয়েছিলো কিন্তু দুঃখের জন্য আর বলতে পারলাম না(শাইখুল ইসলাম নাম্বার,পাতা-১৫৬)।

মন্তব্য

এই ঘটনার সারমর্ম আর কি হতে পারে? যে, হোসেন মাদানি নিজের মরণের সময়ের কাছাকাছি ১বছর পূর্বে হতেই জেনে ফেলল যে,এটাই তার রিয়াবের সাথে শেষ সাক্ষাৎ এবারে সে মারা যাবে। আর মরতে তো হবেই এতে কিছু করার নাই। তাই লোকেরা কেন্দে ফেলল এবং উপস্থিত সকলে বিশ্বাসও করে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কে, কোথায়, কখন মরবে? ইহা তো গায়েবের অন্তর্ভূক্ত। যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, তাহলে হোসেন মাদানী জানলো কি করে? দেওবন্দীরা কি হোসেন মাদানীকে খোদা বলে দাবী করছে?(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। হতে পারে কারণ তাদের কাছে আল্লাহ্ ছাড়া মরণের ব্যাপারে কেউ জানতে পারে না। পাঠকবৃন্দ গভীরভাবে চিন্তা করে ফয়সালা করুন!

ঘটনা-১৫

মাদানী নিজের শক্তিবলে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করে দিলো

দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী জামিলুর্ রহমান বিজনোরের একটি রাজনৈতিক সভার বিষয়ে লিখেছে, যা কংগ্রেসের পক্ষ হতে হয়েছিলো এবং সেই সভাতে হোসেন মাদানিও উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহন করেছিলো। ঠিক সভার সময় আকাশাছন্ন হয়ে বাদল এলো এবং আকাশের গতি দেখে সভার আয়োজনকারীরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময়েই একজন ব্যক্তি সভার এসে আমাকে নিরালাতে ডাকলো,কিন্তু আমি সেই মাজ্জুবকে চিনতাম না। সে আমাকে বলল হোসেন মাদাঙ্কিয়ে গিয়ে বলে দাও। এই এলাকার মালিক আমি। যদি সে পানি বন্ধ করতে চাই,তাহলে সেটা আমার দ্বারাতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে হযরতের নিকটে হাযির হলাম। হযরত তখন আরাম করছিলো এবং পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং জিজ্ঞাসা করাতে সমস্ত ঘটনা বলে দিলাম। তখন হযরত রাগান্বিত অবস্থায় বলল,যাও বলে দাও পানি বর্ষন বন্ধ,পানি হবে না(শাইখুল ইসলাম নাম্বার, পাতা-১৪৭)।

মন্তব্য

মাদানী বিছানা হতেই বলে দিলো যে,আর বৃষ্টি হবে না,তার আকাশের দিকে দেখার দরকার হয়নি। যদি ইল্‌মে গায়েব না জানতো তাহলে কি করে বলল যে,আর বৃষ্টি হবে না? আবার একেবারে দৃড়তার সাথে বলে ফেললো আর বৃষ্টি হবে না।
আবার ইহাও হতে পারে যে,সে প্রকাশ করে দিতে চাইছে যে,পানি বর্ষনের ক্ষমতা কেবকমাত্র মাজ্জুব সাহেবের হাতে আছে। আবার এটাও হতে পারে যে, মাজ্জুব সাহেবেরও মাদানীর অনুমতি ছাড়া পানি বর্ষন বন্ধ কিংবা চালু করার ক্ষমতা নাই।

যা হোক দুটির মধ্যে যেটাকেই মেনে নেওয়া হবে সেটার দ্বারাতেই অবশ্যই তাদের তৌহিদি মাযহাবের খুন অনিবার্য হয়ে যাবে।
কারণ তাদের বুনিয়াদী কিতাবে লেখা আছেঃ-এইরুপ পানি বর্ষনের সময় কেউ জানে না,অথচ তার সময় ধার্য আছে,ঠিক সময়েই বর্ষন হবে। সমস্ত নবী ওলি ইহা জানার আগ্রহ রাখে যদি জানার কোন পথ থাকতো তো অবশ্যই জেনে নিত(তাক্‌বিয়াতুল ইমান)।

পাঠকবৃন্দ এই স্থানে আপানাদের ইমানের ঐস্থানকে নাড়া দিতে চাইছি,যে,-যেস্থান হতে প্রেমের দুনিয়ায় লজ্জা ও ইনসাফ এনে দিয়ছে। আপনারা ইনসাফ করুন! একদিকে দেওবন্দী শাইখের বুজুর্গী এবং অপরদিকে নাবীয়ে পাক সাহিবে লাওলাক আক্বায়ে দোজাহান হুযুর তাজদারে মাদীনা আহমাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে তাদের কলমের গতিধারা। যেমন তাদের আক্বীদাঃ-*দুনিয়ার সমস্ত কারবার আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না(বা হতে পারে না)(তাক্‌বিয়াতুল ইমান, পাতা-৫৮)।*

ঘটনা-১৬

মাদানী নিজের রুহানী শক্তিবলে অপরাধির ফাঁসী বন্ধ করে দিলো

মওলুবি আসাদ নিজের আব্বার জন্য সবরমতি জেলে যে ঘটনা ঘটেছিলো তা এইভাবে বর্ণনা করেছেঃ-যেসময় হোসেন আহম্মদ জেলে নযরবন্দ ছিল,সেই সময় মুনশী মুহাম্মদ হোসেন নামে কোন এক বন্দী লোক ঐজেলেই ছিলো।
জেলে তার একজন সাথীর ফাঁসী হয়ে যাওয়াতে সে ভয়ে মুনসী সাহেবকে হযরত মাদানীর কাছে পাঠিয়ে দুয়া করার জন্য আবেদন করল। মুনসী যখন মাদানীর কাছে এসে দুয়ার আবেদন করলো। তখন মাদানী বলল যাও তাকে গিয়ে বলে দাও সে রেহাই(খলাস,মুক্তি) হয়ে গেল। মুনসী সেই জেলিকে গিয়ে বলল বাবা বলছে যে, তুমি খালাস হয়ে গেছো। আবার কয়েকদিন পরে জেলে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, মাত্র আর মাত্র কয়েকটি দিন ফাঁসীর জন্য বাকী আছে। এখনও খালাসীর হুকুম এলো না। তখন মুনসী আবার মাদানীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে,উত্তরে বললো"আমি যে বলে দিয়েছি সে খালাস হয়ে গেল।" এরপর মাত্র একদিন ফাঁসির জন্য বাকী রইল। ঠিক তার আগের দিনে খালাসি বা মুক্তির হুকুম এসে গেল(শাইখুল ইসলাম নাম্বার,পাতা-১৬২)।

মন্তব্য

দুয়া করার আবেদন করার জন্য হতে পারতো যে, তাকে আশাভরসা দেওয়ার জন্য এরুপ বলেছে। কিন্তু মুক্ত হওয়ার আগেই মুক্তি পেয়ে গেল। এইকাজ সেই ব্যক্তিই করতে পারবে যার হাতে কাজ ও কদরের দফতর আছে।

অথবা ইল্‌মে গায়েবের অধীকারী হওয়ার জন্য সবকিছু আগে থেকেই জেনে ফেলেছে এছাড়া একজন বিশিষ্ট আলিমের আর অন্য কোনভাবে তাবিল বা ব্যাখা হতে পারে না। পৃথিবীর কারবারের মধ্যে মওলুবি হোসেন মাদানীর পূর্ণ অধিকার প্রমান করার জন কি এই ঘটনা লেখা হয়েছে? অবশ্যই সেটাই এখানে ঘটেছে। কারণ দোজানের বাদশা নাবীয়ে পাক সাহিবে লাওলাক আক্বায়ে দোজাহান হুযুর তাজদারে মাদীনা আহমাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারে বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলোঃ-**"যার নাম মুহাম্মাদ বা আলি সে কোন জিনিসে অধিকারী(মালিক) নয়(তাক্‌বিয়াতুল ইমান,পাতা-৪২)।"**
পাঠকবৃন্দ এবারে আপনারাই ইনসাফ করুন! হক্ব ও বাতিলের বা সত্য ও গুমরাহীকে চেনার জন্য আরোকিছু চিহ্ন দেওয়ার দরকার আছে কি?

ঘটনা-১৭

মাদানী নিজের মুরিদের কাছে লাগাতার ৬০দিন পর্যন্ত ফজর ও যহরের নামাযের জন্য স্বপ্নে গিয়ে উঠিয়ে ছিলো

মাদানীর এক মুরিদ বলছে যে,আমার বরাবর ফযর ও যহরের নামায কাযা হয়ে যেত। যখন আমি পেরেশান হয়ে গেলাম হুযুরকে লিখে পাঠালাম। তারপর থেকে এমন হয়ে গেল যে,আমার নামায আর কোন দিন কাযা হত না।

কারণ বরাবর তিক নামাযের সময় হযরতকে স্বপ্নের মধতে দেখতাম যে,সে আমার দিকে রাগবশতঃ তাকিয়ে বলতো নামায পড়ার ইচ্ছা নাই কি? আমি ভয়ে উঠে পড়তাম এই অবস্থায় প্রায়ই দেড়,দুমাস কেটে গেল। এবং যখন আমি নামাযের ঠিকমতো পাবন্দ হয়ে গেলাম তখন হযরতের স্বপ্নে আসা বন্ধ হয়ে গেল(শাইখুল ইসলাম নাম্বার,পাতা-৩৯)।

মন্তব্য

শত মাইলদূরে থেকে প্রতিদিন দুইবার করে স্বপ্ন যোগে ঠিক নামাযের আগে উঠিয়ে দিত পীর সাহেব। সে জেনে নিতো যে, আমার মুরীদ এখনও নামায পড়ে নাই,তাই গিয়ে উঠাতো। সেটাও আবার এক দুদিন নয় লাগাতার দেড় থেকে দু মাস পর্যন্ত। তার পর পীর সাহেব জেনে নিল যে, আমার মুরিদের নামাযের অভ্যাস হয়ে গেছে এবং স্বপ্নে যাওয়াটা বন্ধ করে দিলো। মাদানী এখানে একঢিলে দুটি পাখি মেরে ফেলল। একধারে তার গায়েবী শক্তির প্রচার করল তা নয় বরং অকাট্য প্রমানও দিয়েছে। যেমন একটা কেউ শুয়ে আছে এবং তার ঘুম ভাঙ্গে নাই, তাই যে আগে জেগেছে সেই উঠিয়ে দেয় এখানে ঠিক সেরুপ ঘটেছে। এখানে নিজেদের ঘরের কথা তাই কারো কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যখন হুযুর তাজদারে মাদীনা আহমাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এসে যায় তখন তাদের ভাষায় সেটা খোদায়ী শক্তি হয়ে যায় এবং তা শির্কে পরিণিত হয়ে যায়।

ঘটনা-১৮

মাদানীর মতে সবুজ রঙ্গের পাখি খেলে মুখস্ত করার ক্ষমতা অটুট থাকে

দিল্লির মওলুবি আখলাক কাসেমী বলেছে যেঃ-হাজী গুজাক ওয়ালা পাঞ্জাবী খান্দানের একজন ধণী ব্যক্তি ছিলো এবং সে হাফিযে ক্বোরআন ছিল। তবে তার ঠিকভাবে ইয়াদ ছিল না। একদা কোন এক সময় মাদনী তাকে হাফিয সাহেব বলে ডাক দিলো। সেই পাঞ্জাবী হযরতের মুখে হাফিয কথাটা শুনে তার লজ্জায় মরার মতো অবস্থা হয়ে পড়ল কারণ তার তো ঠিকভাবে ইয়াদ নাই। আর হযরত তাকে হাফিয বলে ডেকেছে। এইরুপ মনোভাব করে সে ভিতরে বসে থাকলো সঙ্গে সঙ্গে হযরত বলে উঠল হাফিয সাহেব,আমারও হাফিযা(ইয়াদ)ঠিক নাই। ভাউর(সবুজ)রঙ্গের পাখি আছে। তার গোস্ত খাও যেহেন ঠিক থাকবে।

বর্ণনাকারী আখলাক মওলুবি বলেছে যে,এই স্থনে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ হল যে,হাজী সাহেব বলল,আমার অন্তরে উদয় হল এবং হযরত ইমানি শক্তির দ্বারা তাবুঝে ফেলল। ইহাকে শরীয়তে কাশফুল ক্বুলুব নামে অভিহিত করে(শাইখুল ইসলাম নাম্বার,পাতা-১৬৩)।

মন্তব্য

এইস্থানে আমার কিছুই বলার নাই,তবে এইটুকু অবশ্যই বলবো যে, দেওবন্দীদের কাছে দিলের গোপণীয় বিষয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানার শক্তি ছিলো না। যেমন

"এই কথায় তার (নবীর)কোন বুজুর্গী নাই যে, আল্লাহ্ সাহেব গায়েবের খবর জানার জন্য তাকে শক্তি দান করেছে যে, যখন যার অন্তরের ইচ্ছা গুপ্তভেদ জেনে ফেলে (তাক্‌বিয়াতুল ইমান পাতা-৩)।"

পাঠকবৃন্দ এইস্থানেও আপনাদের উপর ইনসাফের ভার ছেড়ে দিলাম যে,যখন দেওবন্দী মাযহাবের মতে আল্লাহ পাক নিজের প্রেরিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও ইমানি শক্তি দান করেন নাই তখন দেওবন্দিদের এই ৩পাতার মওলুবি এই শক্তি পেল কোথা থেকে? নিশ্চয় এরা হচ্ছে নবী আলাইহিস্ সালামের শত্রু,দ্বীন ইসলামের শত্রু,তাই এদের থেকে বেঁচে থাকুন।

ঘটনা-১৯

মাদানী মুরিদকে মদত দেওয়ার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে আসামের সরু রাস্তায় হাজির

দেওবন্দীদের বিখ্যাত আলিম আজিজুর্ রহমান বিজনুরি লিখেছেঃ-বালি নদী মওলুবি বাজারের একজন ব্যক্তি স্বাধীনতার আগে ঢাকা থেকে শিলং যাচ্ছিলো। আসাম রাজ্যে অধিকাংশ স্থানে পাহাড় পর্বত।

সেখানে বাস ও মটর চলার জন্য যেরাস্তা আছে তা খুব সংকীর্ণ। কেবলমাত্র একটা মাত্র গাড়ি চলতে পারে।উক্ত লোকটি হযরতের মুরিদ ছিলো। যখন তার অর্ধেক রাস্তা চলা হয়ছে,হঠাৎ সে দেখল একটি ঘোড়া দ্রুত গতিতে আসছে অথচ কোন সাওয়ারি নাই। হঠাৎ তার মনে উদয় হল যে, যদি পীর সাহেব থাকতো তো দুয়া করত। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেল যে,পীর সাহেব ঘোড়ার লাগাম ধরে কোথায় গায়েব হয়ে গেল(আনফাসুল কুদসিয়া,পাতা-১৮৬,প্রকাশ-মদীনা বুক ডিপো বিজানোর)।

মন্তব্য

সুধী পাঠকবৃন্দ! ইয়াহা কি আশ্চর্য নয় যে,যা মুরিদের অন্তরে ছিল মুখেও প্রকাশ করেনি অথচ মনের ডাকে মাদানী দেওবন্দ থেকে আসাম রাজ্যে উপস্থিত হয়ে গেল। কোথায় আসাম আর কোথায় দেওবন্দ হাজার কিলোমিটার দূর হতেই মনের ডাক শুনে নিলো এবং সেখানে হাযির হয়ে সাহায্যও করে দিলো এবং বিদ্যুতের মতো গায়েব হয়ে গেল। যদি এখনও ইমান ও ইনসাফের দরজা বন্ধ না হয়েছে,তাহলে প্রথম দৃশ্যকে সামনে রেখে ইনসাফ করুন! যে দেওবন্দী সামাজে শির্ক ও বিদায়াতের বাহন শুধু মাত্র নবী আলাইহিস্ সালাম ও ওলিদের ইজ্জত ও সম্মানের সাথে খেলা করার জন্য লেখা হয়েছে কি, না? হ্যাঁ নিশ্চয় এরা হচ্ছে নবী আলাইহিস্ সালামের শত্রু,দ্বীন ও ইসলামের শত্রু,তাই এদের থেকে বেঁচে থাকুন।

ঘটনা-২০

হোসেন মাদানী মরণের পূর্বে মরণাপন্ন ব্যক্তির মাথায় হাত দিয়ে তাকে সুস্থ করে দিলো

হোসেন মাদানীর এক ডাক্তার মুরীদ হাফিয মহম্মদ যাকারিয়া তার পীর ভায়ের জন্য লিখেছেঃ- একবার তার এক পীর ভাই ভীষনভাবে পীড়িত হয়ে গেল এবং আমাকে ডাকা হল। এবং আমি যখন গেলাম তখন তার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং চোখদুটি পাথরের মতো হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ মরার অবস্থায় পৌঁছে গেছে, ইহা দেখার পর আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। হঠাৎ দেখছি রোগি যেন কাউকে হাত উঠিয়ে সালাম করছে এবং বলছে হুযুর এখানে বসুন। কিছুক্ষন পর সে উঠে বসে গেল এবং নিজের আব্বাকে ডেকে বলল হুযুর কোথায় গেলো? লোকেরা বলল হুযুর কোথায়? রওগি বলে উঠল, হ্যাঁ হুযুর এসেছিলো এবং আমার মাথায় ও শরিরে হাত বুলিয়ে সে বলল ভয় নাই তুমই ভালো হয়ে যাবে এরপর ডাক্তার সাহেব বললো যে, আমি দেখলাম সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে(শাইখুল ইসলাম নাম্বার,পাতা-১৬৩)।

এরপর মওলুবি সুলেমান আযমী ফাযিলে দেওবন্দ যা লিখেছে তা পড়ার মতোঃ-সে বলেছে ইহা হল হযরতের একটা ছোট কারামাত। এর দ্বারা বোঝাগেল যে,হযরতের সঙ্গে মুরিদের কত গভীর সম্বন্ধ ছিল।

মন্তব্য

সুধী পাঠকবৃন্দ! দেখতে পাচ্ছেন তো,ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই বরং ইহা সত্য যে,সে এসে রোগিকে রোগ মুক্ত করে দিলে এবং মুহুর্তেই সুস্থ করে দিলো। নিরপেক্ষতার সাথে এইটুকু চিন্তা করলে আপনাদের অন্তরে এই কয়েকটি প্রশ্ন জেগে উঠবেঃ-❶প্রথম প্রশ্ন-যদি হোসেন মাদানী ইল্‌মে গায়েব না জানতো তাহলে শত মাইল দূরে থাকা সত্বেও সে জানলো কি করে, যে তার এক মুরিদ মরণাপন্ন হয় অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে? এবং তাকে সাহায্য করা উচিৎ।

❷দ্বিতীয় প্রশ্ন- সে রোগির নিকটে স্বপ্নের মাধ্যমে আসে নাই বরং জাগ্রত অবস্থায় অবস্থায় এসেছে সেটাও এমনরুপে এসেছে যে, রোগি ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পেল না। কি আশ্চর্য! মরার আগেই এইরুপ রুহের মতো অদৃশ্য শক্তি পেল কোথা থেকে?

❸তৃতীয় প্রশ্ন-হাত বুলিয়ে দেওয়ার মাত্র মরণাপন্ন রোগি সুস্থ হয়ে গেল তা নয় বরং উঠে বসে গেল।❹চতুর্থ প্রশ্ন-মরণের পর কবর থেকে বেরিয়ে নয় বরং মাদানী মরার আগে এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং সে বিদ্যুতের মতো এলো এবং মুরিদকে সুস্থ করে দিলো।

যদি ইহা দেওবন্দী সমাজে খোদায়ী শক্তি না হয়? তাহলে তাক্‌বিয়াতুল ইমান কিতাবের লেখকের লেখনির মধ্য দিয়ে যা ফুটে উঠেছে যে, ইহা হল খোদায়ী শক্তি তা কার জন্য বা কিসের জন্য?

আবার দেওবন্দী আক্বীদায় যা পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ক্বোরআন ও হাদীসে কোন প্রমান নাই। আবার তারা সে সমস্ত শক্তি বা ইল্‌মে গায়েবের শক্তি ক্বোরআন ও হাদীসের আলোতে নিজের পীরের জন্য প্রমান করে বলল যে, ইহা হচ্ছে একটি ছোট কারামাত। ছোট কারামাত যদি এধরণের হয় তাহলে বড় ধরনের কারামাত কেমন হতে পারে? পাঠক বৃন্দ গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, নবী আলাইহিস্ সালামের জন্য যা মেনে নেওয়া হল শির্ক ও কুফ্‌র, তা উম্মতের জন্য মেনে নেওয়াটা কি হবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ নিজের পীর সাহেবের কারামাত মেনে নিয়ে তাদেরই ফাতাওয়া মতে তারা কি মুশরিক হয়ে গেল না?

ঘটনা-২১

মওলুবি ইব্রাহিমের মরণকালে মাদানী হেসে হেসে ডাক দিলো

মওলুবি ইব্রাহিম মরণকালে নিজের চেলেকে লক্ষ করে বলছিলো,আব্বা হুযুর দাঁড়িয়ে আছে,তুমি তাকে আদর করছো না কেন? হযরত মাদানীও দাঁড়িয়ে হাসছে এবং ডাকছে(এই ঘটনা ঘটে ছিল মাদানীর মরণের পরে)এবং শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব এসেছেন আমাকে উঠাও(মাদ্রাসার মুখপাত্র পত্রিকা,দারুল উলুম দেওবন্দ মার্চ সংখ্যা-১৯৬৮,পাতা-৩৭)।

মন্তব্য

হোসেন মাদারীর দাফন অনেকদিন আগেই দেওবন্দের মাটিতে হয়ে যাওয়ার পর এবং মওলুবি ওলিউল্লার মৃত্যুর পর জাহাজে তার জানাযা পড়ে তাকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে তার ভাগ্যে ২গজ মাটি নসীব হল না। এখন প্রশ্ন হল যদি তারা ইল্‌মে গায়েব না জানতো তাহলে তারা কেমন করে জানলো যে,ইব্রাহিম মওলুবির সময় শেষ হয়ে গেছে,তাকে সঙ্গে করে আনতে হবে তাই সোজা আলামে বর্জাখ থেকে ইব্রাহিম মওলুবির পাশে হাযির হয়ে গেল। পাঠকবৃন্দ বলুন এদের সাথে কি করা উচিৎ? যদি আমি এই আক্বীদা বা বিশ্বাস নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য রাখি তাহলে দেওবন্দের ঐ তৌহিদ বাদীরা আমাকে আবু জাহিলের মতো মুশরিক বলে ফাতাওয়া দিয়ে থাকে।কিন্তু নিজের আলিমদের জন্য তাদের কাছে সব জায়েজ। আপনারা ইনসাফ করে উত্তর দিন!

ঘটনা-২২

এক দেওবন্দী মুরীদ মুরাকাবার দ্বারা তার পীরের জানাযাতে অংশগ্রহন করলো

ভাগল পুর জেলাতে হযরতের এক মুরিদ ছিল। হযরতের মরার পরে তার সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে। তার কথায়-আমি হযরতের মরার পর জুমায়ার রাত্রিতে(প্রকাশ থাকে যে,তার হযরতর বৃহস্পতি বার মারা গিয়েছিল)

তার তাস্‌বিহ্‌ হতে ফারিগ হওয়ার পর,কিছুক্ষন মুরাকাবাতে বসে গেলাম। দেখছি যে,হযরতের মৃত্যু হয়ে গেছে। তার জানাযা হচ্ছে এবং ভীষণ ভীড় হয়েছে,আমিও জানাযতে শরিক হয়ে হয়ে গেলাম। এরপর লোকেরা হযরতকে ক্বর গাহের দিকে নিয়ে যেতে আরম্ভ করল(শাইখুল ইসলাম নাম্বার,পাতা-১৬৩)।

মন্তব্য

কি আশ্চর্য মুরাকাবা,চিঠি নাই,পত্র নাই। হযরতের মরণের খবরও জেনে নিলো শুধু তা নয় বরং জানাযার জামায়াত দেখলো এবং তাতে শরিক হয়ে গেল। প্রকাশ থাকে যে, মুরাকাবা হল জাগ্রত অবস্থায় ধ্যান করার নাম,ঘুমন্ত অবস্থাতে নয়। পাঠক বৃন্দ দেখছেন তো! যে,যেশক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মেনে নেওয়া তাদের কাছে শির্ক। তাদের নিজের জন্য তা মেনে নেওয়া জায়েজ হয়ে গেল। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দেওয়ালের পিছনের ইল্‌ম মেনে নেওয়া হল শির্ক ও কুফ্‌র কারণ তিনি আলাইহিস সালাম তা জানে না,এই হল দেওবন্দীদের আক্বীদার মূল। কিন্তু নিজেদের জন্য মেনে নেওয়াতে কোন বাধা নাই যেমন তাদের সমস্ত ঘটনা গুলি চোখের সামনের ঘটনার মতো তাই নয় কি? পাঠকবৃন্দ এর ইনসাফ আপনাদের আদালতে থাকলো।

ঘটনা-২৩

মাদানী আগেই বুঝে নিত ঈদের চাঁদ কখন উঠবে

রমজান শরীফে এমন বহুবার হয়েছে যে, যেদিন মাদানী বিতির নামাযে সুরা ক্বদর(ইন্না আন জালনা—)পাঠ করত। সেই দিনই সবে ক্বদরের রাত্রি হত। আবার ঈদের জন্যও বহুবার এমন হয়েছে যে, যেরাত্রিতে চাঁদ দেখা যাবে,ঠিক সেই দিন সকাল হতে হযরত ঈদের বন্দোবস্ত করত এবং একদিন আগেই ক্বোরআন খতম করে দিতো যদিও ২৯ দিনের মাস হতো। হযরতের এই ধরণের কর্মের জন্য তার খানকার সকলেই বলে দিতে পারতো(যে,শবে ক্বদর কবে হবে বা ঈদ কবে হবে?)।

মন্তব্য

যেদিন মাদানী বিতির নামাযে সুরা ক্বদর পড়ত ঠিক সেই দিনেই শবে ক্বদর হত। এর মতলব হল এটাই যে,মাদানী যেদিন বিতির নামাযে সুরা ক্বদর পড়ত সেদিন ক্বদরের রাত্রি হতে বাধ্য হত। অথচ আলিম সম্প্রদায় ইহাতে একমত যে, শবে ক্বদর আল্লাহর ইশারার একটা গুপ্ত ভেদ। যা মাখলুক থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কি আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কার বলেন নি যে অমুক তারিখে শবে ক্বদর বরং বলেছেন রমজানের শেষ ১০ দিনের বিজোড় রাত্রিতে(রমজানের ২১,২৩,২৫,২৭,২৯তারিখের রাত্রিতে)শবে কদরের তালাশ (অনুসন্ধান)করো।

কিন্তু হায় কি দুঃখের বিষয়! দেওবন্দী মওলুবি নিজের গায়েবী শক্তির দ্বারা খোদার ভেদকে ছিদ্র করে জেনে নিলো যে, আজ শবেবরাতের রাত্রি। শুধু এই শবে ক্বদরের ব্যাপারে বলে খ্যান্ত হয়নি বরং চাঁদ কখন উদিত হবে সেটাও বহুত আগে জেনে নিতো এবং ঈদের জন্য তৈয়ারী আরম্ভ করে দিতো১

---

১)বর্তমানে আপনারা দেখতে পাবেন যে,দেওবন্দীদের মধ্যে মাদানী এমন একটা ভাইরাস ভরে দিয়ে গেছে যে,তারাও আর চাঁদ দেখার আর কোন গুরুত্ব দেয় না,মাদানীর মতো আগে থেকেই বুঝে নেয় যে,কবে ঈদ হবে? ২৯রমজানের পর আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না এবং ঈদ নিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা ফ্যাসাদ লাগিয়ে দেয় এবং একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরী করে দেয়। সিহা সিত্তার মধ্যে আছে যে,আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা ২৯শে শা¯বান সাধারণ চোখে চাঁদ দেখার চেষ্টা করো যদি মেঘ বাদলের জন্য চাঁদ না দেখা যায় তাহলে ৩০ শা¯বান পূর্ণ করে রোজা রাখবে। অনুরুপ ২৯শে রমজান সাধারণ চোখে চাঁদ দেখার চেষ্টা করো যদি মেঘ বাদলের জন্য চাঁদ না দেখা যায় তাহলে ৩০ রমজান পূর্ণ করে ঈদ পালন করবে। চাঁদের ব্যাপারে, টিবি,তার, সংবাদপত্র,চিঠি,রেডিও,পঞ্জিকা,টেলিফোন,মুবাইল,হটশপ, ফেসবুক, টুইট ও ইমেলের মাধ্যমে খবরের উপর ভিত্তি করে ঈদ পালন করা হল হারাম, কেন না,এই সমস্ত মাধ্যমের দ্বারা খবর শরিয়তে শাহাদাত বলে গন্য হয় না(সংগ্রহীত,বাহারে শরীয়ত)সংকলক।

আবার চদের ব্যাপারে এতবড় একিন ছিল যে,আগে থেকেই মাদানী ঈদের জন্য প্রস্তুতিও আরম্ভ করে দিতো। খানকার দরবেশদেরকেও আকাশের দিকে তাকাতে হত না। নিজের হযরতের জন্য তৌহিদের নিশানবাদীদের এইজায়গাতে এসে ক্বোরআন ও হাদীসের সমস্ত হিদায়াত বেকার হয়ে গেল এবং একমাত্র তাদের পীরের মহব্বতের চেরাগ জ্বলে থাকলো(নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক্)।

ঘটনা-২৪

কে কত কোথায়? চাঁদা দেয় সেটাও মাদানী বুঝতে পারে

মওলুবি ইসহাক্ব হবিব গঞ্জ নিবাসী বর্ণনা করেছে যে,প্রত্যেক রমজানে সিলেটবাসীদের আহ্বানে মাদানী সিলেট যেত। তাই তাদের হযরতের আগমন উপলক্ষে চাঁদা নেওয়া হচ্ছিলো,একজন দোকানদার মন ক্ষুন্ন অবস্থায় ১১টাকা চাঁদা দিলো এবং এই কথা বলল,ইহা কি Tax বটে? সেই চাঁদার টাকা হতে ১১টাকা ফেরত এলো,এবং কুপনে লেখাছিলো যে, যেদোকানদারের কাছে চাঁদা নেওয়া হয়েছে তা ফেতৎ দিয়ে দিবে(আনফাসে কুদ্সিয়া পাতা-১৮৬)।

মন্তব্য

আল্লাহু আকবার কোথায় সিলেট আর কোথায় দেওবন্দ? কিন্তু ঘটনাতিত অবস্থা থেকে মনে হচ্ছে যে,

মাদানী স্বচক্ষে দোকান দারের চাঁদা দেওয়ার রুপ দেখেছে,সাবাস এরই নাম হল আক্বীদা! যাকে মেনে নিয়েছি তার সব কথাকেই মেনে নিয়েছি এইধরণের আক্বীদা হল,দেওবন্দী মাযহাবের হতে পারে সুন্নীদের কখনও হতে পারে না।

ঘটনা-২৫

মাদানী জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় অন্তরের খবর বুঝে নিত

মওলুবি ইদুল ওহিদ সিদ্দিকী প্রকাশ করেছেঃ-যে,মুরাদাবাদ জেলে একদিন হযরতে মানে পানের পার্সেল এলো,যা কেবলমাত্র জেলার(জেল দারোগা)জানতো এছাড়া কেউ জানতো না। জেলার সেই পার্সেল আটক করে নিলো এবং কিছুক্ষন পরে জেল পরিদর্শনের জন্য এলো,মাদানীর সাথে হাফিজ ইব্রাহিম ছাড়া আরো অনেকে ছিলো। যেমন জেলার মাদানীর সামনে এল,সে বলে উঠলো,আমার পানের পার্সেল আপনি কেন আটক করে দিয়েছেন? পরশু পর্যন্ত আবার আমার পানের পার্সেল চলে আসবে। শুনে জেলার অনেক আশ্চর্য হয়ে গেল যে মাদানী কি করে বুঝলো? দারোগা সেই পার্সেল এনে হাজির করে দিলো। মাদানী সেটা থেকে ৬টি মাত্র পাতা নিলো এবং বাকি জেলারকে দিয়ে দিলো এবং বলল পরশু আবার আমার পান আসবে,দেখা গেল ঠিক ৩দিনের মধ্যে মাদানীর কথা মতো পার্সেল চলে এলো এই দেখে জেলার চিন্তা করতে বাধ্য হল যে,

মাদানি কোন সাধারণ মানুষ নয় বরং মনে হচ্ছে সে কোন বড় ধরণের দরবেশ হবে?(দৈনিক নারী দুনিয়া পত্রিকা,আজিম মাদানী নাম্বার,পাতা-২০৮,নতুন দিল্লী)।

মন্তব্য

এরই নাম হল এক তীরে দুই শিকার। পেরিয়ে যাওয়া সময়ের ও আগামীকালের অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের খবর বলে দিলো। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল যে,তাদের কাছে ইহা হচ্ছে ফকিরীর আলামাত বা নিশানী কিন্তু এই খবরটাই যদি আমি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত বা সম্পর্ক করে বলি তখন তারা দরজায় দরজায় শির্ক শির্ক বলে ফাতাওয়া দেওয়ার জন্য ময়দানে বেরিয়ে পড়ে। পাঠকবৃন্দ এইবারে এর ফয়সালা আপনাদের হাতে দিয়ে আগে বাড়লাম।

ঘটনা-২৬

মাদানীর রাগে জেলারের চাকরি খতম হয়ে গেল এবং কৃপাতে পুণরায় ফিরে পেলো

এটাও হলো মুরাদাবাদের জেলেরই ঘটনা,মওলুবি ইদুল ওহিদ সিদ্দিকীর মতে,এক সময় মওলুবির নামে কোথা হতে এক পত্র এলো,যাতে মহকুমার শিনিয়র অফিসারের মহর লাগানো ছিলো। জেলার উক্ত চিঠি মওলুবিকে দিলো এবং এই চিঠি দেওয়ার দরুন জেলারকে তার অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করল এবং তার চাকরি খতম করে দিলো।

এই ঘটনার সাথে সাথেই জেলার মাদানীর খিদমাতে হাযির হল। তাকে দেখে মাদানী মুচকি হেসে বলল যে, যে পান দিয়েছে তার জন্য চাকরি খতম(শেষ) হল। পান দেওয়ার পর ইহা হল,আর পান না দিলে কি হত? সে জেলার বড় আশ্চর্য হল যে, এই মাত্র দফতরে এই ঘটনা ঘটেছে,যা আর কেউ জানে না,এই ব্যক্তি কেমন করে জেনে নিলো? তখন জেলার মলুবিকে নিজের দুঃখের ঘটনা শুনালো তার উত্তরে সে বলল,আল্লাহ্ চাহে আগামীকাল পর্যন্ত জয়েন্টের হুকুম চলে আসবে নিশ্চিত থাকো। জেলারের আনন্দের সীমা থাকলো না। দ্বিতীয় দিন ডাকের মাধ্যমে যে,প্রথম কাগজ তার হাতে এলো তাতে বরখাস্তের হুকুম বাতিল ও বহালির হুকুম ছিলো এও ঘটনার পরে জেলার এবং অনান্য অফিসারগণ তার ভক্ত হয়ে গেল(আজিম মাদানী নাম্বার,পাতা-২০৮,নতুন দিল্লী)।

মন্তব্য

এইস্থানেও একই তীরে দুটি নিশানা ভেদ করল,১)অতীতের খবর দিয়েছিল ২)ভবিষ্যতের খবরও দিয়েছিলো। ইহা পড়ে চোখ থেকে রক্ত ঝরার মতো অনুভব করছি যে,মাদারীর কামাল দেখানোর জন্য বিধর্মীদেরকেও নিজের পীরের প্রেমিক বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু হায়! যদি কোন মুসলমান নিজের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গায়েবের খবরদাতা মেনে নেয় তাহলে তৌহিদ বাদীরা তাকে মুশরিক বলে মনে করে।

পাঠকবৃন্দ এইবারে আপনাদেরকে ফয়সালা দিতে হবে যে, দেওবন্দীরা নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের ও আওলিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য যেটাকে শির্ক লিখেছে সেটাকেই আবার নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্য বুজুর্গীর দলীল ও ইমান এবং দ্বীন ইসলাম বলে মেনে নিয়েছে। দুটির মধ্যে একটি অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। আর সেটা হল দেওবন্দীরাই হল সেই বাতিল দল,তাদের থেকে বেঁচে থাকুন।

এবারে হাজী ইমদাদুল্লাহ মাক্কীর সম্বন্ধে লিখিত কিছু ঘটনার আলোচনা করব,যেঘটনাগুলি লিখেছে আশরাফ আলী থানবী,কাসেম নানাতুবি,রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহির মতো দেওবন্দী বড় বড় আলিমগণ। এই সমস্ত ঘটনাগুলি পড়ুন যে বিষয় গুলি তাদের কথায় নবী আলাইহিমুস্ সালামগণ এবং ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য শির্ক ও কুফরী বলে প্রমান করেছে,আবার সে ধরণেরই বিষয়কে নিজেদের পীর সাহেবের জন্য ইমান ও ইসলামের পরিচয় বানিয়েছে। এগুলি পড়ে ইনসাফ করুন এবং বদমাযহাব হতে দূরে থেকে নিজের ইমান ও আক্বীদাকে বাঁচান।

ঘটনা-২৭

ইমদাদুল্লার মুরীদ কাশফের দ্বারা তাকে ঘুম থেকে উঠালো

ইমদাদুল্লার একজন ভাল মুরীদ মওলুবি মহম্মদ হাসান বলেছে যে,একদা জোহরের পর আমি,মনোয়ার আলি ও মোল্লা মহবুদ্দিন জরুরী কাজের জন্য ইমদাদুল্লার খিদমাতে হাজির হলাম। হযরত অভ্যাস মতো আরাম করার জন্য ছাদে চলে গেছে।কেউ কোথাও নাই। কি করে খবর দেবো? বাহির থেকে ডাক দেওয়াটাও হল বেয়াদবী। অতএব আমরা ৩জনে পরামর্শ করলাম। মুরাকাবা করে হুযুরের রুহের দিকে ধ্যান করে বলে যায়,আপনা আপনি হুযুর নেমে আসবে। কিছুক্ষন হুযুর নেমে এল। আমরা বলে উঠলাম হুযুরের বড় কষ্ট হল,আপনি আরামও করতে পেলেন না।ইরশাদ হল তোমরা আরাম করতে দিলে তো আরাম করবো(কারামাতে ইমদাদিয়া,পাতা-১৩)।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ দেখুন! মুরাকাবা এদের কাছে মানুষকে খবর দেওয়ার কত আসান উপকরণ। যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা গরদান ঝুকিয়ে দিলো আর কথা হয় গেল এবং খবর পেয়ে গেল। না এধারে কষ্ট আছে, না ওধারে কষ্ট আছে।

কোন প্রশ্ন কি করে জানতে পারলো? বা¯রে কেরামাত এধারে সিগন্যাল ওধারে গাড়ি পাস। কিন্তু কত লজ্জাকর ধর্মে কি আপন পর আছে? নিজের পীরের জন্য শির্কের কোন আইন কানুন থাকলো না। যে কথা নবী আলাইহিমুস্ সালামগণ এবং ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য শির্ক ও কুফরী ছিল। তা কি করে দ্বীন ইমান হয়ে গেল?

ঘটনা-২৮

হাজী ইমদাদুল্লা মুরাকাবা করে বলে দিতো কে কোথায় মরবে?

মওলুবি আশরাফ আলি থানুবী বর্ণনা করেছে যে, মুজ্জাফ্ফার হোসেন কান্ধলবী দেওবন্দী জামায়াতের একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ ছিল। সে মক্কা শরীফে অসুস্থ হয়ে পড়ল কিন্তু তার মনের বাসনা ছিল যে,আমার মরণ যেন মাদীনায় হয়। তাই সে ইমদাদুল্লাকে জিজ্ঞাসা করল। হুযুর আমার মরণ মাদীনাতে হবে কি না? হাজী উত্তরে বলল,আমি কি জানি? আরয করল ওযর আপত্তি ছাড়ুন এবং উত্তর দিন। হাজী ইমদাদুল্লা মুরাকাবা করল এবং বলল তুমি মাদীনাতেই মরবে(কেসাসুল আকাবীর,পাতা-১৩৬,লেখক আশরাফ আলি থানুবী)।

মন্তব্য

পাঠকবৃন্দ বলুন দেখি ইহা কি চোখ থেকে রক্ত ঝরার মতো নয় কি? দেওবন্দীরা কাছাকাছি এক শতাব্দী থেকে এই বলে চিৎকার করে আসছে যে,খোদা ছাড়া কেউ ইহা জানে না যে, কে কোথায় এবং কখন মরবে? এমন কি তারা নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবাদের জন্য=ওয়ামা তাদ্‌রী নাফ্‌সুন বি আইয়্যি আরদ্বীন তামুত। অর্থাৎঃ-কে কোন ভু-খণ্ডে মৃত্যুবরণ করবে। জিহ্বার ডগায় লেগে থাকে। অথচ পীরের মুহাব্বত এত গভীর তা আর বাধাপ্রাপ্ত নয় মোরাকাবার সাথে সাথে সে জেনে নিলো অর্থাৎ তাদের কাছে খোদায়ী শক্তি আছে যা খোদা ছাড়া কেউ জানে না। এই বিদ্যা খোদা কাউকে দেয় নাই। যেমন তাদের এক নির্ভর যোগ্য আলিম মঞ্জুর নুমানী, বেরেলী কা দিল কাশ নাযারা নামক কিতাবে লিখিছেঃ-১)ক্বিয়ামত কখন হবে তার ঠিক সময় ২)মাতৃগর্ভে কি আছে? পুত্র না কন্যা। ৩)ভবিষ্যতের খবর। ৪)মরণের সময় ও স্থান(ফতেহ বেরেলীকা দিল কাশ নাযারা,পাতা-৮৫)।

কি আশ্চর্য ব্যাপার! মুরাকাবা এবং ক্বালবী শক্তির এত প্রখরতা যে,চোখের পলক মারার পূর্বেই একটা গুপ্ত ভেদ নিমেষে জেনে নিলো,আবার এটাই তারা নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও মানতে রাজী নয়। যে থানুবী নিজের পীরের জন্য এতবড় অধিকারকে মেনে নেওয়ার পর বর্ণনা করল,সে থানুবী নিজের কিতাব হিফ্‌জুল ইমানের মধ্যে নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লিখেছেঃ-

"অনেক সময় অনেক কাজে তিনাকে চিন্তিত দেখা গেছে,তবু অনেক সময় তিনিও(নবী আলাইহিস সালাম)সমাধান খুজে পান নি। বিশেষ করে কিস্‌সায়ে আফাকের ঘটনা উল্যেখযোগ্য। দেখুন যা তিনিও জানতে পারেন নাই,যেমন নাকি সহিহ্‌ হাদীসে তার প্রমাণ রয়েছে একমাসের পর যখন ওহি নাযিল হল তখন তিনি জানতে পারলেন আর শান্তি পেলেন(হিফযুল ইমান পাতা-৮)।"

থানবীর বর্ণনা যদি দেওবন্দীদের কাছে সত্য হয় তাহলে এর দ্বারা ২টি জিনিস জানতে পারা যায় ১)দেওবন্দীদের কাছে নবী আলাইহিস সালামের গায়েবী ভেদ জানার শক্তি এত দূর্বল যে,তা উদ্ধার করতে পারলো না(নাঊযুবিল্লাহ্‌)। অথবা ২)সে(আলাইহিস্‌ সালাম)আল্লাহর নিকটে এত ছোট যে, ঐজায়গাতে গিয়ে জানাটা সম্ভব নয়,যদি তিনি(আলাইহিস্‌ সালাম)আল্লাহর মাহবুব হতেন তাহলে চিন্তায় মগ্ন হতেন না(নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। কেন না থানুবী লিখেছে যে,এরুপ অনেকবার হয়েছে যা দ্বারা তিনি(আলাইহিস্‌ সালাম) চিন্তিত হয়েছেন এবং ওহির দ্বারা শান্তি পেয়েছেন। পাঠক বৃন্দ এইবারে আপনারাই ইনসাফ করুন! একি হল? নিজের পীরের ইল্‌মকে সাবস্ত বা প্রমান করার জন্য কত বড় অধিকার প্রমান করছে। আবার অপরদিকে নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌মকে ছোট করার জন্য কিধরণের শয়তানী করেছে। ইহা কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনি নয়? অবশ্যই ইহা হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাঁটি শত্রুতা।

হাজী ইমদাদুল্লা খোদার ভয়ে ও এই আয়াতের দিকে লক্ষ রেখে প্রথমে বলল আমি কি জানি? তাতে মুজাফ্ফার সন্তুষ্ট হল না,কারণ সে জানতো ইমদাদুল্লা গায়েবের খবর জানে,তাই বলে উঠল ওযর আপত্তি ছাড়ুন এবং বলুন আমি মাদীনাতে মরবো কি না? তখন উত্তরে সে বলল হ্যাঁ তুমি মাদীনাতেই মরবে। এবারে আপনারাই এর বিচার করুন মাসয়ালাতে আপন ও পরের বলে যদি তার কাছে কিছু না থাকতো তাহলে এই ধরণের আক্বীদা কেন?

ঘটনা-২৯

হাজী ইমদাদুল্লা নিজের রুহানীতে ৯ জিলহজ্জাতে আরাফার ময়দানে থাকত

ইসমাইল তার সহোদর ভাই আব্দুল হানীদ এবং সে মহিউদ্দিন থেকে বর্ণনা করছে যে,হাজী ইমদাদুল্লা ভীষণ দূর্বলতার কারণে বহুদিন হজ্জ করতে পারে নি। আমি বললাম আজ আরাফার দিন(হজ্জের দিন,৯জিলহজ্জা)দেখি হযরত কোথায় আছেন? সে মুরাকাবা করে দেখল যে,হযরত জাবালে আরাফাতের নিচে আছে। আমরা হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি আরাফার দিনে কোথায় ছিলেন। উত্তর বলল কোথাও নয় ঘরে ছিলাম। আমরা বললাম হযরত আপনি আরাফার ময়দানে ছিলেন তখন হযরত বলে উঠল। হে আল্লাহ্! এরা আমাকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে দেবে না(কারামাতে ইমদাদিয়া,পাতা-২০)।

মন্তব্য

ইহা বলা চলে না যে, হাজী সাহেব মিথ্যা বলেছে,অতএব তাকে মিথ্যা থেকে বাঁচানোর জন্য মানতে হবে যে,সে উভয় স্থানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু হায়! পীরে প্রেমেই একটা মানুষের দুই স্থানে একই সঙ্গে থাকাতে তাদের না শরীয়তের কোন ক্ষতি হল, না জ্ঞান বুদ্ধি কম থাকার প্রমান হল বুঝতে পারা মুশকিল। আবার ধন্যবাদ দিতে হবে তাদেরকে যারা মুরাকাবার দ্বারা অনুসন্ধান করেছিল। তারা ঘরে বসে সমস্ত আকাশ পাতাল সন্ধান করে ফেলল এবং শেষে আরাফার ময়দানে তাকে খুজে পেল। ইহা কি কম আশ্চর্যের ব্যাপার? জানা গেল যে, খানকায়ে ইমদাদিয়ার তুলনা বিরল কিন্তু দুঃখের বিষয় দেওবন্দীদের মাযহাবে উক্তশক্তির কোন অংশ আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নাই(নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক্)। আর শাহ সাহেবের ইহা বলা যে, ইয়া আল্লাহ্ এরা আমাকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে দিবে না,ইহা ইসলামী গায়েবের সনদ(সার্টফিকেট)হতে কম নয়।এইবারে ইমানের আলোতে সাক্ষী থেকে বলুন হক্ব ও বাতিলের তফাতের পার্থক্যের জন্য আর কি প্রমাণের দরকার থাকতে পারে?

ঘটনা-৩০

শাহ সাহেব ঘরে বসে সমুদ্রের জাহাজকে কোমরের ধাক্কায় ধারে লাগালো

হাজী সাহেবের কোন এক মুরীদ জল জাহাজে সফর করছিলো,হঠাৎ জোয়ার আসার জন্য জাহাজ জোয়ারের মধ্যে পড়ে গেল এবং জাহাজ ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল,তখন সেই মুরীদ দেখল এখন মৃত্যু ছাড়া কোন উপায় নাই। এইঅবস্থায় নিজের পীর মুর্শিদের দিকে ধ্যান করল এবং বলতে লাগলো এখন যদি সাহায্য না করো,তাহলে কখন সাহায্য করবে। এইভাবে ধ্যান করার সাথে সাথে জাহাজ জোয়ার থেকে বের হয়ে গেল। আল্লাহ বড় কর্মসকর্ত্তা সকলের জীবন বাঁচিল। এদিকে দ্বিতীয় দিন হাজী সাহেব তার এক মুরীদকে বলল কোমরে ভীষণ ব্যাথা,খাদীম মালিশ করতে লাগলো কিন্তু কাপড় সরাবার মাত্র কোমরে দেখতে পেল যে,অনেকটা চামড়া সরে গেছে এবং তার সাথে সাথে আরোও জখম দেখতে পেল এবং বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে,আপনি তো কোথাও যান নি,তাহলে কোথায় ঘষা গেল,কিভাবে এই জখম হলো? কিন্তু শাহ সাহেব উত্তর দিতে নারাজ কিন্তু বারাবার জিজ্ঞাসার করার কারণে বলে ফেলল যে,একটা জাহাজ ডুবে যাচ্ছিলো এবং তার মধ্যে তোমার সিসিলার এক পীর ভাই ছিলো,তার কান্নাকাটি দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। কোমরে করে উঠিয়ে দিলাম এবং তারা মুক্তি পেয়েছিলো মনে হয় সে সময়েই ঘষা গেছে। তারই জন্য বেদনা হচ্ছে। যাই হোক আর কাউকে বলো না(কারামাতে ইমদাদিয়া,পাতা-১৮)।

মন্তব্য

নিজের জামায়াতের পীরের গায়েবী শক্তি ও দর্শন শক্তি এবং খোদায়ী শক্তির ও সাহায্যের কথা বর্ণনা করেছে যে,হাজার হাজার মাইল দূর থেকে মনে মনে ফরিয়াদ করা মাত্র শুনে ফেলল শুধু তাই নয় এটাও জেনে নিলো যে,কোথায় ঘটনাটি ঘটছে এবং মুহুর্তের মধ্যে সেখানে সাহায্য করার জন্য হাযির হয়ে গেল এবং কোমরের ধাক্কায় জোয়ারের কবল থেকে দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু খানকার মদ্যে কেউ জানতে পারলো না। মদত দিয়ে সে ফিরে এলো। কিন্তু হায় কি দুঃখ! তাদের আক্বীদার ভাষা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্য এরুপ"অনেকে প্রথমের বুজুর্গদের দূর হতে ডাকে আর এতটুকু বলে ইয়া হযরত আপনি আল্লাহর নিকটে দুয়া করুন যেন,সে নিজের ক্বুদরতে আমার হাযত(অভাব)পূর্ণ করে। অথচ তার মনে করে আমরা শির্ক করি নাই কারণ ওলির কাছে সাহায্য চাহি নাই,দুয়া করেছি,ইহা ভূল। যদিও দিয়া করার জন্য শির্ক হয় নাই কিন্তু ইয়া বুজুর্গ বলে ডাকার জন্য শির্ক হয়ে গেল(অর্থাৎ দুয়াকারী ব্যক্তি মুশরিক হয়ে গেল)(তাক্বিয়াতুল ইমান পাতা-২৩)।"

কিন্তু এখানে দুটি শির্ক একত্রিত হয়েছে ১)ডাকা ২)সাহায্য চাওয়া কিন্তু তবু তারা বর্তমানে তৌহিদের ঠিকাদার হয়ে বসে আছে। আমরা কেবলমাত্র মুশরিক হয়েছি এই জন্য যে,যেসমস্ত বিষয় বস্তু ও আক্বীদা তারা নিজেদের বুজুর্গদের জন্য জায়েজ বলে প্রমান করেছে,সেই বিষয় বস্তুকেই আমরা মরুর দুলাল রাসুলে হাশমী দোজাহানের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য,শহিদে কারবালা,গওসে জিলানী,খাজা আজমীরি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের প্রমান করে থাকি,

এবং মেনে চলি।ইহার নাম যদি শির্ক হয়,তাহলে আমরা তা আনন্দ সহকারে কবুল করছি। কারণ সমস্ত উম্মতের ঐআক্বীদাও আসল যা আমাদের মধ্যে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন তো এদের কাছে দুধরণের শরীয়ত আছে ১)যা নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্য ২)নবী আলাইহিমুস্ সালামগণ,কুতুব,এবং আওলিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমদের জন্য তাই নয় কি? একই ঘটনা এক জায়গাতে শির্ক ও বিদায়াত আবার অন্য জায়গাতে তা জায়েজ এবং ইমানের বুজুর্গির পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই নয় কি? অবশ্যই এধরণেরই ব্যাপার ঘটেছে।

অন্তরের এই আগুনকে কোনভাবেই চাপা রাখা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামে দুটি শরিয়ত কখোনও চলতে পারে না,আর তা কোন দিন ইসলাম বলে গণ্য হবে না। যে ইসলাম আমরা আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে পেয়েছি তা হল হক্ব। যদি আল্লাহর ভয় থাকে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতের দাবী থাকে,তাহলে ইনসাফ করুন! কে হক্ব আর কে বাতিল?

এখান পর্যন্ত হাজী ইমদাদিল্লা সাহেবের ঘটনা শেষ করলাম।

এবারে দেওবন্দী জামায়াতের বিখ্যাত কূখ্যাত কিছু আকাবীরদের লেখনি থেকে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রমান করবো, তারা নবী আলাইহিমুস্ সালামগণ,কুতুব,এবং আওলিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমদের জন্য যা শির্ক ও হারাম বলেছে কিন্তু নিজের ঘরের বুজুর্গদের জন্য তা জায়েজ বলেছে তা দেখে নেবো।

ঘটনা-৩১

মওলুবি ইয়াকুব দেওবন্দী কাশ্‌ফ ও গায়েব জানতো

কারী তৈয়ব লিখেছেঃ- মলুবি ইয়াকুব দারুল দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিল কিন্তু সে কেবলমাত্র একজন আলিম ছিল না বরং সে একজন আল্লাহর ওলি ছিল। তার দ্বারা বহু কারামাত প্রকাশ পেয়েছে এবং তার বিষয়ে অনেক কিছু পূর্ব বুজুর্গদের কাছে শোনা গেছে। মওলুবির মধ্যে জাজ্‌বা ছিল(মজ্‌জুব অবস্থা)। সে অবস্থায় যখন যা তার মুখ দিয়ে বার হত ঠিক সেইরুপ হত। দারুল উলুম দেওবন্দের পুরাতন পাঠ্যস্থান যার নাম নাওদারা। উক্ত ঘরেই হযরত হাদীস পড়াতো।একদা মওলুবি ইয়াকুব বলে উঠল যে,তার জানাযা এই নাওদার ঠিক মাঝামাঝিতে হবে এবং যার জানাযা এইস্থানে হবে তারও মুক্তি হয়ে যাবে(গরীব নাওয়াজ সংখ্যা,পাতা-৫)।

ইহা তো ছিল এক পাগলের কথা এবারে জ্ঞানী গুণিদের ইমান ও ইতেক্বাদের বিষয় যা লিখেছে তা হলঃ-খাস করে এই মাদ্রাসার যত জানাযা ও শহরের অধিকাংশ জানাযা এইখানেই পড়া হয় আমি(কারী তৈয়ব)নিজে উক্ত স্থানটি বাঁধিয়ে দিয়েছি(গরীব নাওয়াজ সংখ্যা,পাতা-৫)।

মন্তব্য

বুজুর্গানে দ্বীনের ইসালে সাওয়াব করার জন্য কোন সময় অথবা দিন ধার্য্য করা ও মাহফিলে যিকিরের দিন ও সময় ধার্য্য করলে এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় এবং বলতে থাকে ইহা বিদয়াত ও হারাম কিন্তু হায়! কিভাবে সমস্ত মাদ্রাসা ঐইয়াকুব মওলুবির কথার কাছে আত্মসমর্পন করল। অন্যস্থানে জানাযা পড়লে কি মাগফিরাত হবে না? তবে কেন একটা স্থানকে নির্দিষ্ট করা হল জানাযা পড়ার জন্য? ইহা কি তাদের কাছে বিদয়াত ও হারাম নয়? অবশ্যই বিদয়াত ও হারাম হওয়াটা দরকার ছিল,কিন্তু কেন হল না?

ঘটনা-৩২

মওলুবি ইয়াকুব খাযা গরীব নাওয়াজের উপর মিথ্যা আরোপ করল

মওলুবি ইয়াকুবের মাজ্জুব অবস্থার জন্য তার মনে এটা বসে গিয়েছিল যে,এখনও আমি অসম্পূর্ণ(মারেফাত শিক্ষার ক্ষেত্রে নাবালক)আছি। তাই সে বলত যে, পীর মুর্শিদ হাজী সাহেব মক্কায় আছেন। সেখানে যাওয়াটা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার এইপথে পূর্ণতা আনার জন্য মওলুবি কাসেম ও মওলুবি রশীদ গঙ্গুহি যথেষ্ট,এমন কি তাদেরকে বার বার বলত ভাই আমাকে মারেফাফাতের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে দাও। কিন্তু তারা উত্তর দিত তোমার মধ্যে কিছুই নাই,আর যদি কিছু আছে তাহলে দেওবন্দ মাদ্রাসায় হাদীস পড়াতে থাকো যেটুকু বাকী আছে তা পূর্ণ হয়ে যাবে। এই কথা শুনে রেগে বলত সব কিছু লুটে বসে আছো আর আমার জন্য কৃপণতা করছো(গরীব নাওয়াজ সংখ্যা,পাতা-৬)।

সমস্ত দিক থেকে যখন আশাহীন হয়ে পড়ল তখন বাধ্য হয়ে বাধ্য হয়ে আজমির শরীফে হাজরী দেওয়ার জন্য মনস্থ করল যে,যেটুকু আমার মধ্যে কম রয়েছে গারীব নাওয়াজের দর্বারে গিয়ে পূর্ণ করবো। এই বলে সে আজমির শরিফের দিকে রওয়ানা হল এবং সেখানে গিয়ে মাজারে কিছু দূরে এক পাহাড়ের কাছে নিজের কুটির নির্মান করলো এবং সেখান হতেই মাজারে হাজির হত এবং অনেকদের পর্যন্ত মুরাকাবা করে বসে থাকতো।একদিন সেরুপ মুরাকাবাতে বসে আছে এবং সে খাজা গারীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু কে দেখতে পেল। খাজা গারীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন,তোমার কাজ সিদ্ধ, দেওবন্দের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াতেই পূর্ণ হবে(গরীব নাওয়াজ সংখ্যা, পাতা-৬)।

পরের দিন সে আজমির হতে রাওয়ানা হল এবং সোজা নিজের বাড়ি নানোতায় হাজির হল,বাড়ি হতে গঙ্গুহি যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল,বরাবরের মতো মওলুবি গঙ্গুহি খানকার মধ্যেই ছিল। এমন সময় একজন তাড়াতাড়ি হযরতকে এসে খবর দিলো যে, ইয়াকুব মওলুবি আসছে,হযরত নাম শোনামাত্র খাট থেকে নেমে দাড়ালো,যখন মওলুবি কাছে সালাম দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বলল না। গঙ্গুহি বলল এর উপরে আমার কোন এহসান নাই,এই কথা তিনবার বলল,এরপর আবার বলল খাদীমও(গঙ্গুহি)সেই কথায় বলেছিল। যা হযরত খাযা সাহেব বলেছেন। হ্যাঁ ছোটর কথা কে মানে যখন উপর থেকে ধমক পেল তখন নিজেই কবুল করল(গরীব নাওয়াজ সংখ্যা,পাতা-৬)।

মন্তব্য

এইধরণের ঘটনা দেওবন্দী মাযহাবে খিলাফ হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র ফজিলতের জন্য লেখা হয়েছে। কেন না যতদূর তাদের খাজা আজমিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর গায়েবী বিদ্যা ও সাহায্য করার আক্বীদা ও প্রেম আছে তা,আপনারা প্রথমেই পাঠ করেছেন যে,তাদের ওলির ব্যাপারে আক্বীদা কি রকম? তারা শুধু অস্বীকারকারী নয় এর প্রতিবাদে জিহাদ করাটাও ফরজ মনে করে এবং মনে করে আসছে। আমি এখানে কয়েকটি প্রশ্ন করে তৈয়বের কাছে উত্তর চায়।

প্রথমতঃ

যদি খাজা আজমিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর গায়েবী বিদ্যা না থাকতো তাহলে কি জানলো যে,দেওবন্দ একটা মাদ্রাসা আছে সেখানে মওলুবি ইয়াকুব হাদীস পড়াতে পড়াতে আমার কাছে এসছে?

দ্বিতীয়তঃ

আবার তিনি কি করে জানলেন যে,আগমনকারী রাহে সুলুকের পূর্ণতা অর্জন করতে এসেছে অথচ তার সেই পূর্ণতা মাদ্রাসায় হাদীস পড়াতে পড়াতে পূর্ণ হবে?

তৃতীয়তঃ

তিনি কি করে জানলেন যে,আগমনকারীর আর ১০বছর বয়স বাকী আছে এর মধ্যেই রাহে সুলুকের(ইল্‌মে মারেফাত)পূর্ণতা করে নিবে?

চতুর্থতঃ

সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হল ইয়াকুবকে খাজা আজমিরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু মুয়ারকাবার মধ্যে জানালেন,তার কোনরকমের খবর নাই কিন্তু গঙ্গুহি জানলো কি করে? কিভাবে সম্ভব হল? সব চেয়ে দুঃখ হল এটাতে যে,তাদের মাযহাবের নিয়মানুসারে এই বর্ণনায় শত শত শির্ক ঢুকে আছে অথচ তারা মনে প্রাণে তৌহিদবাদী বলে দাবী করে। আবার যদি আমরা ঐকথাটাই মেনে নি,তখন তারা আমাদরেকে মুশরিক,ক্ববর পূজক,বিদয়াতী বলে প্রচার করতে থাকে কিন্তু যখন বাহুর মধ্যে রক্ত পড়তে থাকে তখন সে হত্যাকে লুকিয়ে ফেলা বড় কঠিন নয় কি?

পঞ্চমতঃ

লক্ষ লক্ষ সুন্নী মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে কারণ তারা জানে যে,সুলতানুল হিন্দ খাযা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা দুনিয়ার লোকে ওলি বলে মেনে নিয়েছেন-

তাই মিথ্যাভাবে মুরাকাবার ঘটনা সাজিয়ে সুলতানুল হিন্দ খাযা গরীব নাওয়াজ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র মুখ দ্বারা এই কথা বলার মিথ্যা আরপ লাগানো হয়েছে যে,যাও তুমি দেওবন্দে হাদীস পড়াতে থাকো এবং পড়াতে পড়াতে তুমি ইল্‌মে মারেফাত হাসিল করবে। জগতের লোক মনে করবে যে,দেওবন্দ হল সঠিক পীঠস্থান সেখানে ইল্‌মে মারেয়াফাত হাসিল হয়। তাই নয় কি?

সুধী পাঠক বৃন্দের কাছে আমার আবেদন যে, তাদের এই মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকুন এবং নিজের ইমান আক্বীদাকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন।

ঘটনা-৩৩

শাহ সাহেব মায়ের গর্ভ থেকে তার বাপের সাথে কথা বলেছে

হাফিজ রহিম বক্‌স লিখেছেঃ-এখন শাহ সাহেব মাতৃগর্ভেই আছে,একজন ভিকারি এলো এবং ঐসময়েই তার আব্বা আব্দুর রহিম বাড়িতে ছিল। সে বাড়ি হতে একটি রুটি দুভাগ করে এক অংশ দিয়ে দিল। ভিখারি চলতে লাগলো,আব্দুর রহিম ভিখারীকে ডেকে ঐবাকী অর্ধেক রুটিটা দিয়ে দিল। ভিখারি চলতে লাগলো,আব্দুর রহিম ভিখারীকে আবার ডাকলো এবং ঘরের সমস্ত রুটি দিয়ে দিল। তারপর বাড়ির লোককে বার বার বলতে লাগল গর্ভ হতে বাচ্চা বার বার বলছিল ঘরে যত রুটি আছে তা খোদার রাহে গরীব মিসকিনকে দিয়ে খরচ করে দাও(হায়াতে ওলি পাতা-৩৯৭)।

মন্তব্য

যেন শাহ সাহেব গর্ভ থেকে সমস্ত কিছু দেখছিল যে, তার আব্বা ভিকারীকে এক খণ্ড রুটি দিয়েছে,অপর খণ্ড ঘরে রেখেছে এবং ঘরে আরো রুটি রাখা রয়েছে,তখন সে বারবার বলল রুটি ভিকারীকে দিয়ে দাও এবং তার আব্বা তার কথায় সমস্ত রুটি ভিখারীকে দান করে দিলো এবং তখন শাহ সাহেব চুপচাপ হয়ে পড়লো। হায়রে কি দুঃখ! যে, রাসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদ্যা ও দৃষ্টি শক্তির শত শত প্রশ্ন শত শত অপবাদ দিল কিন্তু হায়! এই মাতৃগর্ভের শিশুর চোখে এত আলো এত দৃষ্টি শক্তি এলো কোথা থেকে? যে শত শত পরদা ছিন্ন করে ঘরের সমস্ত জিনিসকে দেখে নিল?

ঘটনা-৩৪

শাহ আব্দুর রহিম সাহেব মুরাকাবার দ্বারা সারাজগতকে দেখল

আকদা মুহাম্মদ কুলি,ঔরঙ্গজেবের সেনাতে কন একজায়গাতে গিয়েছিল। সে অনেকদিন নিখোজ থাকার জন্য তার আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে তার ভাই সুলতান চিন্তায় পড়ে গেল। যখন বহুদিন হয়ে গেল তখন আর থাকতে না পেরে শাহ সাহেবের দর্বারে হাজির হয়ে কুলির খবরা খবরের জন্য প্রস্তাব রাখলো।

তখন শাহ সাহেব বলল আমি মুরাকাবা করে করে সমস্ত সেনার মধ্যে দেখলাম এবং মৃতদের মধ্যেও খোজ করলাম। কোথাও পাওয়া গেল না। পরে সেনাদের ধারে পাসের খিমাগুলি দেখতে লাগলাম।তখন কি দেখছি জান? সে অসুক হতে ভাল হয়ে গোসল করেছে এবং ভালো গেরুয়া রঙ্গের কাপড় পরে একটা চেয়ারে বসে আছে ও ঘর আসার জন্য তৈরি হচ্ছে। অতএব আমি তার ভাই সুলতানের কাছে বললাম চিন্তার কিছু নাই।কুলি জীবিত আছে,সে দু তিন মাসের মধ্যে বাড়ি আসবে। অতঃপর যখন কুলি বাড়ি ফিরল হুবাহু উপরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল(হায়াতে ওলি পাতা-৩৭২)।

মন্তব্য

এইবার আপনারাই ইমানের সাথে ইনসাফ করুন! এর দ্বারা ইহা বলা যাবে না যে,সে প্রত্যেক জায়গাতে হাযির হয়ে খোজে বেড়িয়েছে বরং এটা বলতে হবে যে, সে দিল্লিতে বসেই নিজের রুহানী শক্তি বলে তালাশ বা সন্ধান করল বিভিন্ন তাবুতে, দুনিয়াতে যত লোক মারা গেছে তাদের মধ্যে,যখন পেল না তখন পাশের তাবুগুলিতে খোজতে আরম্ভ করল এবং যা সে দেখতে পেল সেটা বর্ণনা করল। জমিনে মাথা ঠুকতে ইচ্ছা করে যে,একজন আদনা(সামান্য পর্যায়ের উম্মতের এই ভণ্ডামিটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল। আবার সেই ধরণের শক্তিকেই রাসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মেনে নেওয়াটাকে শির্ক ,বিদায়াত ও হারাম বলে প্রতিবাদ করতে থাকে তখন তাদের কোন অসুবিধা বোধ হয় না।

ঘটনা-৩৫

শাহ আব্দুল ক্বাদীর ১ম রমজানে ২পারা পড়লে অবশ্যই ২৯শে মাস শেষ হত

শাহ আমীর খান বলেছেঃ-যদি ঈদের চাঁদ ৩০দিন পর হওয়ার হত,তাহলে শাহ আব্দুল ক্বাদীর দেওবন্দী প্রথম রমজান্নে তারাবিতে ১পারা পড়ত আর যদি চাঁদ ২৯ দিন পর হওয়ার হত তাহলে প্রথম রমজানে ২পারা পড়ত। যেমন বারবার পরিক্ষা করা হয়েছে। এইজন্য শাহ আব্দুল আজিয সাহেব প্রথমদিনে নিজের লোক পাঠাতো,যে,দেখে আসবে শাহ সাহেব আজ তারাবিতে কত পারা পড়েছে? যদি সে ফিরে বলত আজ শাহ সাহেব তারাবিতে ২পারা পড়েছে তখন শাহ আব্দুল আজিয সাহেব বলে উঠত ২৯দিন পর চাঁদ উঠবে। ইহা অন্য ব্যাপার যে,আসমানে মেঘ থাকার জন্য চাঁদ দেখা যায় না ও কোন প্রমান পাওয়া যায় না।

এতে মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী এতটা বাড়িয়ে বলেছে যে,এইকথা দিল্লিতে মাশহুর(বহুল প্রচারিত) হয়ে গিয়েছিল যে,সমস্ত ব্যবসিক ও জনগণ এই ব্যাপারে একমত যে,১পারা পড়লে ৩০রমজান এবং ২পারা পড়লে ২৯ রমজান হবে(আরওয়াহে সালাসা পাতা-৪৯)।

মন্তব্য

উক্ত ঘটনা চেলেঞ্জ করছে যে,ইহা শুধু এক রমজানের জন্য নয় বরং বরাবরের জন্য নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। আর শাহ সাহেব একমাস আগেই জানতে পারত যে,২৯দিন না,৩০দিন পর ঈদ হবে। মাহমুদুলের কথায় ইহা আরো দৃড়ভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে যে,শাহ সাহেবের কাশফে ভূল হত না। থানবী মারদুদ লিখেছে থানবী লিখেছে-"তাহ্ক্বীকে(অনুসন্ধানে)ওলি এবং নবীদের দ্বারা ভূল হতে পারে"(ফাতাওয়ায়ে ইমদাদিয়া খণ্ড-২,পাতা-৬৪)। কিন্তু মাহমুদুলের কথায় শাহ সাহেবের ভূল হতে পারে না(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

পাঠকবৃন্দ এইবারে আপনারা ইনসাফ করুন! ইহা কি অশ্রুর বিনিময়ে রক্ত ঝরার মতো ব্যাপার নয় কি? নিজেদের বুজুর্গদের বুজুর্গী প্রমান করার জন্য প্রেমভরে লেখে বর্ণনা করা হচ্ছে যে,সে ১মাস আগেই কাশ্ফের দ্বারা জেনে নিত এবং তা নির্ভূল হত। কিন্তু হায় নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের শত্রুতা কতটা তা প্রকাশ পেয়েছে (যা আপনারা আগে পড়ে এসেছেন) যে,তাদের আক্বীদায় রাসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর কিছুই জানতে পারল না।(মায়ায আল্লাহ্)।

ঘটনা-৩৬

শাহ আব্দুল ক্বাদীর আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে

শাহ আব্দুল ক্বাদীর আকবরি মাসজিদে থাকতো,সেখানে দুদিকে বাজার ছিল। আর মাসজিদের দুদিকে হুজরা ছিল। তার ৩টি চবুতর ছিল। তার মধ্যে একটা হুজরাতে শাহ সাহেব থাকতো। নিজের চবুতরায় সে পাথরে হেলান দিয়ে বসে থাকত। বাজার থেকে ফিরার ও আসার পথে তারা হজরতকে সালাম করত। যদি কোন সুন্নী সালাম দিত,সে সালামের উত্তর ডান হাতে দিত এবং যদি কন শিয়া সালাম দিত তাহলে বাম হাতে উত্তর দিত। ইহা বর্ণনা করার পর মওলুবি আব্দুল ক্বাইউম বলেছেঃ-আমি বলেছি আলমুমিনো ইয়ানজুরু বি নুরিল্লাহ্ অর্থাৎ মিমিন আল্লাহর নুর হতে দেখে(আরওয়াহে সালাসা পাতা-৫৫)।

মন্তব্য

মুমিন আল্লাহর নুর হতে দেখে, এই শব্দ থেকে জানা যাচ্ছে যে,ইহা কন পোশাক ও আকৃতির জন্য নয় বরং তা গায়েবী শক্তি ছিল। তাই মওলুবি আব্দুল কাইউম নুরে এলাহির দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিল।

বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে,ইহা দুদিনের কথা নয়। সে বরাবর বলত আর সে বরাবর গায়েবী শক্তির অধিকারী ছিল তাই নয় কি? এখানে চিন্তা করার বিষয় যে, শাহ আব্দুল ক্বাদীরের জন্য সদা সর্বদা গায়েবী শক্তি ও অধিকারকে চোখ বন্ধ মেনে নিল এতে তাদের তৌহিদে কোন ক্ষতি হল না। কিন্তু যদি তাদেরকে বলা হয় রাসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন তাহলে তাদের জন্য সেটা মেনে নেওয়া বড় কষ্টকর হয়ে দাড়ায়।

এবং তাদের তৌহিদে বড় ধাক্কা লাগে তাই শির্ক শির্ক বলে পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়। পাঠকবৃন্দ ইনসাফ করুন!

ঘটনা-৩৭

শাহ আব্দুল ক্বাদীর কাশফের বড় অধিকারি ছিল

থানবীর কিতাব আশরাফুত তানাবিহ্ লেখা হয়েছেঃ-মওলুবি ফজলে হক্ব শাহ আব্দুল ক্বাদীরের কাছে হাদীস পড়ত। শাহ সাহেব বড় কাশফের অধিকারী ছিল বরং তার খান্দানের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী কাশফের অধিকারী ছিল। যেদিন ফজলে হক্ব কোন চাকরকে কিতাব আনতে নিযুক্ত করত যদিও ফজলে হক্ব সেখানে হাজির হওয়ার আগে কিতাব নিয়ে আসত। শাহ সাহেব কাশফের দ্বারা জেনে নিত এবং সেদিন সে আর পড়াতো না। কিন্তু যখন নিজে কিতাব নিয়ে আসত সেদিনও কাশফের দ্বারা জেনে নিত এবং পড়াত। বর্ণ নাকারীর বলেছে , ওলি আল্লাহ্গণ দিলের খবর রাখে। তাদেরকে মন্দ ধারণা করা ক্ষতিকর(আরওয়াহে সালাসা পাতা-৫৭)।

এইবার ঐখান্দানেরই শাহ ইসমাইল দেহেলবীর লিখিত পুস্তকের এই লাইন গুলি পড়ুন তাদেরাক্বীদা ও আমলের লড়াই সামনে ফুটে উঠবে।

"যারা সব গায়েবের খবরের দাবি করছে কেউ কাশফের দাবী করছে,কেউ কাশফের আমল শিক্ষা করছে,ইহারা হল মিথ্যুক দাগাবাজ(তাক্বিয়াতুল ঈমান পাতা-২৩)।"

ওলামায়ে দেওবন্দের কাছে শাহ আব্দুল ক্বাদীর ও শাহ ইসমাইল দেহেলবী দুজনেই নির্ভরযোগ্য আলিম।এবার এর ফয়সালা তাদের উপরেই থাকলো। এদের দুজনের মধ্যে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক?

ঘটনা-৩৮

থানবী রাত্রিতে জামিল আলির ক্ববরে ফাতিহা পড়তে যেত

আশরাফ আলি থানবী নিজের জামায়াতের একজন বুজুর্গ হাফিজ জামিল আলির ঘটনা বর্ণনা করেছে এভাবেঃ-একজন কাশফের অধিকারি হাফিয সাহেবের মাযারে রাত্রিতে ফাতিহা পড়তে লাগলাম। ফাতিহা পড়ার আগে বললাম ভাই ইনি কি কোন বুজুর্গ আছেন?(মনের মধ্যে চিন্তা করল) সে বড় রসিক ছিল তাই যখন আমি ফাতিহা পড়তে লাগলাম,সে বলল যাও কোন মুর্দার ক্ববরে গিয়ে পড় এখানে জীবিতের উপরে ফাতিহা পড়তে এসেছো(আরওয়াহে সালাসা পাতা-২০৩)।

মন্তব্য

বর্ণনাকারীর বর্ণনার একটু ভঙ্গিমা দেখুনঃ-গায়েবের পরদা তুলে যখন খুশি যাহার বিষয়ে জেনে নেওয়া যে কোন লোকের জন্য কঠিন হতে পারে কিন্তু এদের মধ্যে এটা নিয়ম হয়ে গেছে।

ইতিহাসে মনে হয় এই প্রথম রশিক মুর্দা যে,ফাতিহা পড়তে নিষেধ করে সাওয়াব ও রহমত হতে বৈরাগ্য অবলম্বন করল। ঘটনার দিকে লক্ষ করার বিষয় যে, নিজের মুর্দার বুজুর্গী সাবস্ত করার জন্য কি না,আকাশ পাতাল এক করে ছাড়লো কিন্তু ইসলামের বুজুর্গদের হীন ও অসহায় প্রমান করার জন্য তাদের কলম বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, কেন?

ঘটনা-৩৯

সাইয়্যেদ আহম্মদ বেরেলবীকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতে বললেন

তাবলিগ জামায়াতের নেতা মওলুবি আবুল হোসেন নাদবী লিখেছেঃ-একবার সাইয়্যেদ আহম্মদ ২৭শে রমজানের রাত্রিতে মনে করেছিল যে,আজকের পূর্ণরাত জেগে ইবাদাত করব। কিন্তু ইশার নামাযের পর ঘুমের তাড়না এত প্রবল হল যে,সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় তাকে দুজন হাত ধরে উঠিয়ে দিলেন-সে কি দেখছে যে,ডান পাশে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বাম পাশে হযরত আবুবাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু আছেন। তাকে বলছেন উঠ্ ও গোসল কর্। সাইয়্যেদ সাহেব দুই হযরতকে দেখার পর ছুটে মাসজিদের হাওজের কাছে গেল যদিও শীতের সময় ও পানি খুব ঠাণ্ডা ছিল তবু সে ঐপানিতে গোসল করে খিদমাতে হাযির হল।

তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন প্রিয় বৎস আজ শবেক্বদর খোদার ইয়াদে মশগুল হও এবং দোয়া ও মুনাজাত করে ইহা বলার পর দুজনে চলে গেলেন(সিরাতে সাইয়্যেদ আহম্মদ শহিদ,পাতা-৮৪)।

মন্তব্য

মওলুবি আবুল হোসেন নাদবী তাবলিগ জামায়াতের এক পূর্ণ অঙ্গ আর এই আক্বীদার ঘোর বিরোধী কিন্তু সেও চোখ বন্ধ করে নিজের ঘরের মওলুবিদের বুজুর্গী প্রচার করার জন্য,তার আক্বীদায় যা শির্ক ও কুফর,তারই ছায়াতলে নিজেকে আনতে বাধ্য হল। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি যে ঘটনা লিখেছো তার দ্বারা কি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গায়েবের খবর রাখা এবং সাহায্য করার প্রমান হয় না কি? তার(আলাইহিস সালাম)এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া কি সাবস্ত হয় না? যা মাখলুকের জন্য মেনে নেওয়া মওলুবি ইসমাইল শির্ক বলে প্রমান করেছে। তাতে কি ঘরে ও বাহিরে দ্বিমত নামে অভিহিত হয় না? শির্ক ছিল নবী আলাইহিমুস সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য মেনে নেওয়া কিন্তু এস্থানে তা রইল না। কারণ একমাত্র ঘরের বুজুর্গদের সম্মান,স্থান ও ফযিলত প্রকাশ করা এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধোকা দেওয়াটাই হল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সমাপ্ত

সংযোজন

সংযোজনের উদ্দেশ্য

হযরত আল্লামা মুফ্তী মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন আহমদ ক্বাদেরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রাহমার এই বই হল অতুলনীয় তিনি বাতিলের যেভাবে উত্তর দিয়েছেন তা অবশ্যই প্রসংসণীয়।এই পুস্তকে দেওবন্দীদের কূ-ধারণাগুলি তুলে ধরা হয়েছে যা তারা নবী আলাইহিমুস সালামগণের ও ওলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের জন্য বলেছে। তার উত্তর তাদেরই কিতাব থেকে দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের বিষ দাঁত তুলে দিয়েছেন। এই বই এ বেশীরভাগ অংশে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ইল্‌মে গায়েব আছে সেটাকে দেওবন্দীরা অস্বীকার করেছে। মুফতী সাহেবের মেজোছেলে মাওলানা নাজমুদ্দীন রেজবী সাহেব আমাকে বলেছেন মুফতী সাহেব আপনি যেভাবে ইচ্ছা বইটির সংস্করণ করুন। এবং আমার স্নেহাশীষ মাওলানা বসির উদ্দীন সাহেব বললেন এই বই এ নবী আলাইহিমুস সালামগণের জন্য ইল্‌মে গায়েবের প্রমানের জন্য কিছু ক্বোরআন শরীফের আয়াত মুবারক এবং হাদীস তুলে ধরা হয়নি। তাই হুযুর আমার আকাঙ্খা যে,সেগুলি আপনি তুলে ধরুন। সে কথা মাথায় রেখে হুযুর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক ইল্‌মে গায়েব প্রদান করেছেন তা প্রমাণ করার জন্য ক্বোরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সামান্য কিছু সংযোজন করলাম।

ইল্‌মে গায়েব কাকে বলা হয়?

মুফাস্‌সিরিনগণ সর্ব সম্মতিক্রমে বলেন যে,যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ অনুভব করতে পারে না তাকে ইল্‌মে গায়েব বলে। অথবা এইভাবে বলা যেতে পারে যে,ইল্‌মে গায়েব সেই বস্তুকে বলা হয়,যা সাধারণভাবে মানুষ নিজের জ্ঞান ও চোখ দ্বারা কিংবা কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করতে পারে না(তাফসীরে কাবীর,খণ্ড-১,পাতা-১৭৪)।

ইল্‌মে গায়েব সম্পর্কে কি রকম আক্বীদা থাকা দরকার?

ইল্‌মে গায়েব হল ২প্রকার ১)ইলমে যাতী(নিজস্ব ইলম) ২)ইলমে আতায়ী(কারো দেওয়া ইলম)।

ইলমে যাতী কাকে বলে?

ইলমে যাতী আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট,আল্লাহ তায়ালা নিজেই আলিম,তিনি যদি না বলেন তো কেউ জানতে পারবে না। আল্লাহ ব্যতিত কারোর জন্য ইলমে যাতী হল মহাল(অসম্ভব)। অনু পরিমাণও যাতী ইলম কারোর জন্য মেনে নেওয়া হল কুফরী। ক্বোরআনে যাতি ইলমের ব্যাপারে অনেক আয়াত আছে তার মধ্যে একটি আয়াত তুলে ধরছিঃ-

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط

উচ্চারণঃ-কুল লা¯ ইয়ালামু মানফিস্ সামা¯ওয়া¯তি ওয়াল আরদ্বিল গায়বা ইল্লাল্লাহ্।

☆English Translation☆

Say you, 'whosoever are in the heavens and earth do not know themselves the unseen but Allah(Kanz-UL-Eeman).

অনুবাদঃ-আপনি বলুন,অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে না যারা আসমান সমূহে ও যমিনে রয়েছে,কিন্তু আল্লাহ। (সুরা নামাল-আয়াত-৬৫,কানযুল ইমান)।

আতায়ী ইল্ম কাকে বলে?

ইল্মে আতায়ী(প্রদানকৃত) ইল্ম:-আল্লাহ তায়ালার প্রদান করাতে(দেওয়াতে)এই জ্ঞান হাসিল হয়। আল্লাহ তায়ালার প্রদান করাতে নবী ও রাসুল আলাইহিমুস্ সালামগণ অসংক্ষ্য গায়েবের ইল্ম রাখেন। যা মেনে নেওয়াটা হল ধর্মের বিধান,যা অমান্য করা হল কুফ্রী। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র ক্বোরআনে অনেক আয়াতের দ্বারা ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে ৩টি আয়াত আমি এখানে তুলে ধরছিঃ-

১নং-আয়াত

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

উচ্চারণঃ-ওয়া আন্যালাল্লাহু আলাইকাল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া আল্লামাকা মালাম্ তাকুন্ তায়ালাম্।

☆English Translation☆

And Allah has sent down to you the Book and Wisdom and has taught to you what you did not know(Kanz-UL-Eeman).

অনুবাদঃ-আর আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না।(সুরা নিশা আয়াত-১১৩,কানযুল ইমান)।

২নং-আয়াত

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾
اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

উচ্চারণঃ-আ¯লিমুল গাইবি ফালা য়ুজহিরু আলা¯ গায়বিহী আহাদান। ইলা মানির তাদ্বা¯ মির্ রাসুলিন-।

☆English Translation☆

The Knower of Unseen reveals not His secret to anyone. Except to His chosen Messengers(Kanz-UL-Eeman).

অনুবাদঃ-অদৃশ্যের জ্ঞাতা,সুতারাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকে ক্ষমতাবান করেন না। আপন মনোনীত রাসুল ব্যতীত(সুরা জিন আয়াত-২৬ ও ২৭,কানযুল ইমান)।

৩নং-আয়াত

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

উচ্চারণঃ-ওয়ামা কা নাল্লাহু লিয়ুত্ব লিয়াকুম আলাল গাইবি ওয়ালা কিন্নাল্লাহা ইয়াজতাবী মির্ রুসুলিহি মাইইশা য়ু।

☆English Translation☆

And it is not befitting to the dignity of Allah that O general people! He let you know the unseen. Yes, Allah chooses from amongst His messengers whom He pleases(Kanz-UL-Eeman)

অনুবাদঃ-এবং আল্লাহর শান এ নয় যে,হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিবেন। তবে আল্লাহ্ নির্বাচিত করে নেন তার রাসুল গণের মধ্য থেকে যাকে চান(সুরা আলইমরান আয়াত-১৭৯,কানযুল ইমান)।

ব্যখাঃ- উপরক্ত ৩টি আয়াতের দ্বারা প্রমান হয়ে গেল আল্লাহ্ তায়ালা তার পছন্দীয় নবী ও রাসুল আলাইহিস্ সালামগণকে গায়েবের খবর শিক্ষা দেন। যদি কেহ অস্বীকার করে তাহলে সে ক্বোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করল এবং মুসলমান হতে বহিস্কার হয়ে গেল।

আসুন

নবী ও রাসুল আলাইহিস্ সালামগণ ইলমে গায়েবের অধিকারী সে বিষয়ে বহু হাদীস শরীফ আছে তার মধ্য থেকে ৮টি হাদীস শরীফ দলীল স্বরুপ দেখে নি;-

নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির জন্ম মৃত্যু,জান্নাত ও জাহান্নামে গমন সম্পর্কে অবগত

হাদীস শরীফ-১

হযরত ওমার ইবনে খাত্তাব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন;-

قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

অনুবাদঃ-একদা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হলেন আর সৃষ্টি সম্পর্কে তার জন্মের কথা তুলে ধরলেন,আর জান্নাতী নিজের ঠিকানা জান্নাতে এবং জাহান্নামী আপন স্থান দেখে জাহান্নামে প্রবেশ করল,এই পর্যন্ত শুনালেন এবং বললেন যে, যে এই কথা স্মরণ রাখলো এবং যে ভুলার ভুলে গেল (বুখারী শরীফ,খণ্ড-১,পাতা-৪৫৩,কিতাবুল বাদইল খালক্বি,হাদীস নং-৩১৯২)।

ব্যাখাঃ-এই হাদীস শরীফ হতে এটাও প্রমান হয়ে যায় যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণি সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহগণের মধ্যে কেউ অবশ্যই মনে রেখেছেন অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় ঐ সাহাবীও ইলমে গায়েবের খবর জানে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ঘটমান সারা জগতকে হাতের তালুর মতো দেখতে পান

হাদীস শরীফ-২

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;-

قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّيْ

অনুবাদঃ-আল্লাহ্ তায়ালা সারা দুনিয়াকে আমার (আলাইহিস সালাম)সামনে হাজির করেছেন এবং আমি (আলাইহিস সালাম) সেটা এবং তার মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সকল বস্তু এমনভাবে দেখছি,যেমনভাবে হাতের তালুকে দেখছি(যারকানী খণ্ড-৭,পাতা-২০৪,কানযুল উম্মাল খণ্ড-১১,পাতা-৪২০)।

ব্যাখাঃ-এই হাদীস শরীফ হতে এটাও প্রমান হয়ে যায় যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজগতকে এবং তার মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সকল বস্তুকে হাতের তালুর মতো দেখেন। এটা কি ভবিষ্যতের গায়েবের খবর নয়? অবশ্যই ইহা হল গায়েবের খবর।

হাদীস বিন্দুতে সিন্ধু অর্থাৎ এই হাদীস শরীফ হতে আহলে সুন্নাত জামায়াতের বহু আক্বীদার প্রমান বের হবে।

হাদীস শরীফ-৩

حدثني عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إني فرط لكم، أنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض،أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها).

উচ্চারনঃ-হাদ্দাসানী আম্‌রিবনি খালিদিন হাদ্দাসানাল লাইস আন ইয়াজিদিব্‌নি আবী হাবীব আন আবীল খাইর আন উকবাহ আন্নান্নাবীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাজা ইয়াওমান ফাসাল্লা আলা আহলি উহুদিন ফাসালাতুহু আলাল মাইইয়াতি সুম্মান সারাফা ইলাল মিম্বারি ফাক্বা¯লা ইন্নি ফারাতুল লাকুম আনা শাহীদুন আলাইকুম ওয়া ইন্নি লা আনযুরু ইলা হাওদ্বী আলআ¯ন ওয়া ইন্নি উত্বিতু মাফাতীহা খাযাইনুল আরদ্বি আও মাফাতিহাল আরদ্বি ওয়া ইন্নি ওয়াল্লাহি মা¯ আখাফু আলাইকুম আন তুশরিকু বায়াদী ওয়ালা কিন্নী আখাফু আলাইকুম আন তানাফাসূ ফীহা।

অনুবাদঃ-হযরত উকবা ইবনে আমির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,একদা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন,অতঃপর ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের জন্য এভাবে দুয়া করলেন,যেভাবে মৃতদের জন্য দুয়া করা হয়। অতঃপর মিম্বারে আরোহন করলেন এবং বললেন আমি(আলাইহিস সালাম) তোমাদের অগ্রগামী এবং আমি(আলাইহিস সালাম) তোমাদের সাক্ষী,আল্লাহর কৃসম! আমি(আলাইহিস সালাম) এখন আমার(আলাইহিস সালাম) হাওযে কাওসারকে দর্শন করছি। সারা জগতের চাবী বা সারা জগতের ধনাগার সমূহের চাবীগুচ্ছ আমাকে(আলাইহিস সালাম) প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহর ক্বসম! নিশ্চয়ই আমি(আলাইহিস সালাম) এই আশঙ্কা করিনা যে, আমার(আলাইহিস সালাম) পরে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে; বরং আমার(আলাইহিস সালাম) আশঙ্কা হচ্ছে যে,তোমরা আমার(আলাইহিস সালাম)পর পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য দুনিয়া দারীতে মত্ত হয়ে পড়বে(বুখারী শরীফ খণ্ড-১,পাতা-১৭৯,কিতাবুল জানাইয শহীদদের জানাযার নামযের অধ্যায় হাদিস নং-১৩৪৪,বাংলাদেশী বুখারী হাদিস নং-৩৩৩৪)।

এই হাদীস শরীফ হতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েব প্রমাণিত হয় এবং নিম্নের ফায়দাগুলিও আমাদের কাছে ফুটে উঠে

আক্বীদা+ লাভ

১)ক্ববর যিয়ারত জায়েজ। ২)ক্ববর যিয়ারতে একা যাওয়া হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ৩)দল বেঁধে যাওয়া হল সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহগণের সুন্নাত। ৪)মৃত ব্যক্তির জন্য দুয়া করা হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহমগণের সুন্নাত। ৫)উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের খাস সম্মানের দিকটা ফুটে উঠে। ৬)উত্তম ব্যক্তির,আদনার ক্ববরে যিয়ারত করতে যাওয়াটা হল নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ৭)আদনা ব্যক্তির,উত্তম ব্যক্তির ক্ববরে যিয়ারত করতে যাওয়াটা হল সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহগণের সুন্নাত।

৮)উঁচু জায়গা বা মিম্বার বা স্টেজ বানানো হল সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহগণের সুন্নাত। কারণ উহুদের প্রান্তে সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহগণ মিম্বারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ৯)স্টেজে বক্তব্য রাখাটা হল নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ১০)বক্তার দর্শকের দিকে তাকানো নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ১১)দর্শকের বক্তার দিকে তাকানো সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহগণের সুন্নাত। ১২)ভবিষ্যতের খবর দেওয়া অর্থাৎ নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইন্তেকালের খবর উহুদের প্রান্তে দাড়িয়ে দাড়িয়েই দিয়ে দিলেন। ১৩)এই ভবিষ্যতের খবরটাও দিলেন যে,উপস্থিত কোন সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহমগণের ইন্তেকাল নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে হবে না তার গ্যারান্টি দিলেন। ১৪)ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির ও নাজির থাকবেন সেটাও প্রমান হল।১৫)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী থাকবেন। ১৬)আমি(আলাইহিস সালাম)তোমাদের অগ্রগামী এই শব্দদ্বারা মিলাদ শরীফেরও প্রমান হয়ে গেল। ১৭)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন হাওযে কাওসারের মালিক। ১৮)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটাও মোযেজা যে,উহুদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কয়েক শত কোটি কিলোমিটার দুরে জান্নাতের মধ্যে হাওজে কাওসারকে দেখে নিলেন(সুব্হান আল্লাহ্)।

১৯)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা জগতের ধনাগার সমূহের মালিক বানানো হয়েছে। ২০)প্রত্যেক খাযানার ভাণ্ডারে চাবী লাগানো আছে এবং সেই চাবীগুচ্ছ নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত মুবারকে আছে। ২১)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্যারান্টি দিয়েছেন যে,ক্বিয়ামত পর্যন্ত আহলে সুন্নাত জামায়াতের ব্যক্তিগণ কখনও শির্ক করবে না। ২২)ভবিষ্যতে আহলে সুন্নাত জামায়াত দুনিয়াদারিতে লিপ্ত হয়ে যাবে। ২৩)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামত অবধি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অবগত।

বিঃদ্রঃ-এই সহিহ্ হাদীস শরীফটি ইমাম মুসলিম, মুসলিম শরীফে এবং ইমাম বুখারী,বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে একবার এবং দ্বিতীয় খণ্ডে একবার অর্থাৎ দুইবার বর্ণিত করেছেন।

নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমার ও হযরত ওসমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার শাহাদাতের ভবিষ্যত বাণি উহুদ পাহাড়ের উপরে ঘোষণা করলেন

হাদীস শরীফ-৪

حدثني محمد بن بشار: حدثنا يحيى، عن سعيد، عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: (اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق، وشهيدان).

উচ্চারণঃ-হাদ্দাসানী মুহাম্মাদুবনু বাশ্শার হাদ্দাসানী ইয়াহ্ইয়া আন সাঈদ আন ক্বাত্বাদা আন্না আনাসাবনা মা¯লিকিন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হাদ্দাসাহুম আন্নান্নাবীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়িদা উহুদান ওয়া আবু বাক্রিন ওয়া ওমারা ওয়া উসমানা ফারাজাফা বিহিম ফাক্বা¯লা উসবুত উহুদ ফা¯ইন্নামা আলাইকা নাবীইউন ওয়া সিদ্দিকুন ওয়া শাহীদান।

অনুবাদঃ-হযরত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমারে ফারুক এবং হযরত ওসমান গণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের সাথে উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন,পর্বত তাদেরকে নিয়ে দুলতে লাগলো তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হে উহুদ স্থির হয়ে যা,কেন না তোর উপরে একজন নবী আলাইহিস সালাম একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ রয়েছেন(বুখারী শরীফ খণ্ড-১,পাতা-৫১৯,বাংলা দেশের বাংলা বুখারী শরীফ খণ্ড-৬ হাদীস নং-৩৪১১,পাতা-২৭৪)।

আক্বীদা+ লাভ

১)ইসলামে উহুদ পাহাড়ের খাস সম্মান আছে। ২)উহুদ পাহাড় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহমগণকে ভালো বাসে। ৩)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জড় বস্তুর ভাষাও বুঝতে পারেন। ৪)এবং জড় বস্তুও নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা বুঝতে পারে। ৫)সুব্হান আল্লাহ পাহাড় নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে ভালোবাসে তাইতো উহুদ পাহাড় খুশীতে দুলতে লাগলো। ৬)প্রকৃত ইমান হল নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার নাম।

৭)উহুদ পাহাড় নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনে খুশী মানালো। ৮)খাঁটি মুমিন নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনে অবশ্যই খুশী মানাবেন। হযরত ওমারে ফারুক এবং হযরত ওসমান গণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার ইন্তেকালের বহু পূর্বে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভবিষ্যতের খবর বলে দিলেন।

দুনিয়াতেই ১০জন সাহাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহমগণকে জান্নাতী ঘোষণা করে জগতকে জানিয়ে দিলেন যে, ভবিষ্যতের গায়েবের খবর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়ত্বাধীন

মিলাদুন্ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মুহাদ্দীসে বাঙ্গাল সাল্লামাহুর লিখিত-

মিলাদুন্ নাবী

কিতাবটি অবশ্যই পড়ুন।

হাদীস শরীফ-৫

حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد
عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن
عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم :- "أبو بكر في الجنة،
وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في
الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة،
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن
أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في
الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة".

উচ্চারণঃ-হাদ্দাসানা¯ কুতাইবা আখবারনা¯আব্দুল আযি যিব্নি মুহাম্মাদ আন আব্দির্ রাহমা¯নিব্নি হুমাইদ আন আবীহি আন আব্দির রাহমা¯নিবনি আওফিন ক্বা¯লা ক্বা¯লা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,আবু বাক্রিন ফীল জান্নাহ্,ওয়া ওমারু ফীল জান্নাহ্,ওয়া ওসমানু ফীল জান্নাহ্,ওয়া আলীয়ু ফীল জান্নাহ্,ওয়া ত্বালহাতু ফীল জান্নাহ্,ওয়ায্ যুবাইরু ফীল জান্নাহ্,ওয়া আব্দুর্ রাহমা¯নিবনি আওফিন ফীল জান্নাহ্,ওয়া সাঈদুবনু আবী ওয়াক্বা¯সিন ফীল জান্নাহ্,ওয়া সাঈদুব্নু যাইদিন ফীল জান্নাহ্,ওয়া আবু ওবাইদাতিবনিল যারা¯হি ফীল জান্নাহ্।

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বললেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন;-১)হযরত আবু বাকার হলেন জান্নাতি,২)হযরত ওমার হলেন জান্নাতি,৩)হযরত ওসমান হলেন জান্নাতি,৪)হযরত আলি হলেন জান্নাতি,৫)হযরতত্বালহা হলেন জান্নাতি,৬)হযরত যুবাইর হলেন জান্নাতি,৭)হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ হলেন জান্নাতি,৮)হযরত সাঈদ ইবনে আবী ওয়াক্বাস হলেন জান্নাতি,৯)হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ হলেন জান্নাতি,১০)হযরত আবু ওবাইদা ইবনে জারাহ্ হলেন জান্নাতি(রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম)(তিরমিযী শরীফ মানাকিব অধ্যায়)।

ব্যাখাঃ-হুযুর তাজদারে মাদীনা আহমাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতেই এই ১০জন সম্মানিত সাহাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিলেন এবং জগতবাসীকে জানিয়েও দিলেন যে,এই ১০জন সম্মানিত সাহাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ দুনিয়া হতে ইমানের অবস্থাতেই ইন্তেকাল করবেন এবং ইবলিস শয়তানের তাদের(রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম) ইমানের কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা নাই।এই ভবিষ্যতের গায়েবী খবরটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া বাসীকে জানিয়ে দিলেন(সুবহানাল্লাহ)।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে হযরত ইমামে হাসান ও হযরত ইমামে হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমাকে জান্নাতে সমস্ত জান্নাতিদের সর্দার হওয়ার ভবিষ্যতের খবর ঘোষণা দিলেন

হাদীস শরীফ-৬

حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليـــــــــه وســـــــلم:

- "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة".

উচ্চারণঃ-হাদ্দাসানা মাহমুদুব্‌নু গাইলান আখবারানা আবুদাউদাল জায়াফারিয়ু আন সুফিইয়ান আন ইয়াযিদিবনি আবী যিয়াদ আন আবী নাঈম আন আবী সাঈদ ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,আলহাসানু ওয়াল হুসাইনু সাইয়্যেদা শাবাবি আহলিল্ জান্নাহ্।

অনুবাদঃ-হযরত আবী সাঈদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বললেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন;-হযরত ইমামে হাসান ও হযরত ইমামে হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা সমস্ত জান্নাতীদের সর্দার হবেন(তিরমিযী শরীফ মানাকিব অধ্যায়)

ব্যাখাঃ-হুযুর তাজদারে মাদীনা আহমাদে মুজতাবা মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গায়েবের খবর জগতবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে,হযরত ইমামে হাসান ও হযরত ইমামে হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা সমস্ত জান্নাতীদের সর্দার হবেন(সুব্হানাল্লাহ্)।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় দুইদল মুসলমানদের মধ্যে সন্ধির ভবিষ্যত বাণী

হাদীস শরীফ-৭

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن عبد
الله الأنصاري أخبرنا الأشعث هو ابن عبد
الملك عن الحسن عن أبي هريرة قال:
"صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر
فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه
بين فئتين "هذا حديث حسن صحيح. قال
يعني الحسن بن علي.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বললেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং বললেন অবশ্যই এই আমার ছেলে সর্দার যার দ্বারা আল্লাহ্ পাক মুসলমান দের দুই বড় জামায়াতের মধ্যে সন্ধি করাবেন। এই হাদিসটি হল হাসান। বলেছেন অর্থাৎ হযরত হাসান বিন আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(তিরমিযী শরীফ মানাকিব অধ্যায়,এমন কি বুখারী শরীফেও আছে)।

লাভ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েবের দ্বারা বহুকাল পূর্বে এই ঘোষণা করেদিয়েছেন যে,হযরত হাসান বিন আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা আল্লাহ্ পাক মুসলমান দের দুই বড় জামায়াতের মধ্যে সন্ধি করাবেন। এবং সেটা ঘটেছে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর যুগে(সুবহানাল্লাহ্) ।এবং দুই দলের মধ্যে অনেক বড় মাপের রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল।

নাজ্‌দী ফিতনা সম্পর্কে গ্যারান্টি সহ ভবিষ্যৎ বাণি

আজই সংগ্রহ করুন
হাদীসের আলোতে রুজী বৃদ্ধির উপায়
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাকার
সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু
অনুবাদক
মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন
সাক্বাফী আল আশরাফী

হাদীস শরীফ-৮

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا). قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: (اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا). قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: (هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان).

অনুবাদঃ-হযরত ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন;-একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইভাবে দুয়া করছিলেন অ্যায় আল্লাহ্! শাম(সিরিয়া)দেশের মধ্যে বর্কত নাযিল করুন।অ্যায় আল্লাহ্! ইয়ামান দেশের মধ্যে বর্কত নাযিল করুন। তারা আরয করল নজ্দের জন্য বর্কতের দুয়া করুন। মনে হয় তৃতীয় বারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঐখান হতে ভূমিকম্প এবং ফিতনার জন্ম হবে এবং শয়তানের শিং বের হবে(বুখারি শরিফ খণ্ড-২,মিশকাত পাতা-৫৮২)।

ব্যাখাঃ-উল্লেখিত হাদিস হতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব প্রমাণিত হয়। ১৪০০শত বছর পূর্বের ভবিষ্যত বাণি হাড়ে হাড়ে প্রমান হয়েছে যে,সওদি আরবের নাজ্দ যার বর্তমান নাম হল রিয়াদ। সেখান হতে আব্দুল ওহাহ নাজ্দি ওহাবী ফিতনার জন্ম দেয় এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত জায়গা বলে পরিগণিত হয়। মুহাম্মদ আবদূল ওহাব নাজ্দী ১৩ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরবের নাজ্দ্ নামক স্থান হত প্রকাশ পায়। যেহেতু তার বদ্ আক্বীদা বা ভ্রান্ত ধারণা ছিল সেই কারণে আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের লোকেদের জোরপূর্বক নিজের মতের মধ্যে করতে চেয়েছিল। সে সুন্নীদের সম্পদ জোর পূর্বক কেড়ে নেওয়া হালাল মনে করত এবং তাদের হত্যা করা নেকির কাজ মনে করত।

আরবাসীকে বিশেষ করে মক্কা ও মাদীনা শরীফের বাসিন্দাদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন করেছিল,হাজার হাজার মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল এমনকি মহিলাদের উপরে ব্যভিচার করেছিল এবং তাদেরকে বদী বা কৃতদাসী বানিয়ে ছিল(আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতার খণ্ড-৪,পাতা-২৬২ এর মধ্যে ওহাবীদের সুন্নীদের উপরে যে,অমানুষিক অত্যচার করেছে সেই অত্যচার এবং তাদের জঘণ্য আক্বীদা সম্পর্কে বহু কিছি আলচনা করেছেন)।

এই বইকে বেশী বড় করার উদ্দেশ্য আমার নাই শুধু মাত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েবকে প্রমান করার জন্য ক্বোরআন ও হাদীস শরীফ থেকে ১২ই শরীফকে স্মরণ করে মোট (ক্বোর আনের আয়াত ৪টি এবং হাদীস শরীফ ৮টি)১২টি উদ্ধৃতি দিলাম।কেন না হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব নিয়ে আলোচনা করলে দু দশ হাজার পাতা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আলোচনা শেষ হবে না। ইয়া রাব্বাল আলামিন আপনার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিলাতে এই কিতাব এবং এই কিতাবের স ংযোজন কবুল করে নিন আমিন বিজাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

সমাপ্ত

রেজবী একাডেমীর প্রকাশিত কিছু বই

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ
৪.জানে ঈমান তরজমা
৫.সাওতুল হক্ব
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
৭.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮.মিলাদুন্নাবী
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত)
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা
১৪. নুরী নামায শিক্ষা
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয়
১৭)৩৮৩টি হাদীস শরীফের ব্যাখা সহ সিহাসিত্তাহ ও আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত
১৮)হাদিসের আলোতে রুজি বৃদ্ধির উপায়
১৯)তাযীমে নবীর বঙ্গানুবাদ

visit করুন yanabi.in